বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

মানবিক বাংলাদেশ

ঢাকা সোমবার ॥ বর্ষ-২ সংখ্যা-২৭৩ ॥ ২০ জানুয়ারি ২০২৫ ॥ ০৬ মাঘ ১৪৩১ বাংলা ॥ ১৯ রজব ১৪৪৬ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

কর্মসংস্থান ব্যাংককে গ্রাহকদের সুখে-দুঃখে পাশে থাকার আহ্বান অর্থ উপদেষ্টার

স্টাফ রিপোর্টার : কর্মসংস্থান ব্যাংককে শুধুমাত্র কিস্তির টাকা আদায় না করে গ্রাহকদের সুখে-দুঃখেও পাশে থাকার আহ্বান জানিয়েছেন অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ। রোববার (১৯ জানুয়ারি) বিদ্যুৎ ভবনে আয়োজিত কর্মসংস্থান ব্যাংকের ব্যবস্থাপক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ আহ্বান জানান *২-এর পাতায় দেখুন*

পাহাড় কাটা নিয়ে টম অ্যান্ড জেরি খেলা চলবে না : উপদেষ্টা রিজওয়ানা

চট্টগ্রাম প্রতিনিধি : চট্টগ্রামে পলিথিন বিরোধী এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ে স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য দেন বন, পরিবেশ ও জলবায়ু উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বন, পরিবেশ ও জলবায়ু উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেছেন, "পাহাড় কেটে পাহাড় সৃষ্টি করার জাদু নেই। *২-এর পাতায় দেখুন*

সাকিব আল হাসানকে গ্রেপ্তারে পরোয়ানা

স্টাফ রিপোর্টার : আইএফআইসি ব্যাংকের ৪ কোটি ১৪ লাখ টাকার 'চেক ডিজঅনার' মামলায় ক্রিকেটার সাকিব আল হাসানসহ দুজনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছে আদালত। গতকাল রোবব-ার ঢাকার অতিরিক্ত মুখ্য মহানগর হাকিম জিয়াদুর রহমান এ আদেশ দেন। সাকিব ছাড়াও তার অ্যাগ্রো *২-এর পাতায় দেখুন*

আর্জেন্টিনা-বাংলাদেশ ফুটবল সম্পর্ক আরও জোরদারের আহ্বান প্রধান উপদেষ্টার

প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের সাথে রোববার ঢাকায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় বাংলাদেশে আর্জেন্টিনার রাষ্ট্রদূত মার্সেলো সাসা সাক্ষাৎ করেন। -পিআইডি

স্টাফ রিপোর্টার : আর্জেন্টিনার সঙ্গে বাংলাদেশের যে আবেগপূর্ণ ফুটবল সম্পর্ক রয়েছে তা আরও জোরদার করার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস। একইসঙ্গে এ সম্পর্ককে কাজে লাগিয়ে বাণিজ্যসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতা বাড়ানোর ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি। রোববার (১৯ জানুয়ারি) বাংলাদেশে নিযুক্ত আর্জেন্টিনার রাষ্ট্রদূত মার্সেলো সিসা প্রধান উপদেষ্টার সরকারি বাসভবন যমুনায় তার সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি এ আহ্বান জানান। আর্জেন্টিনা ফুটবল দলের প্রতি বাংলাদেশি জনগণের অভূতপূর্ব সমর্থন ও ভালোবাসার কথা উল্লেখ করে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, আমাদের আবেগপূর্ণ সংযোগ রয়েছে। আমরা এর ওপর ভিত্তি করে গড়ে তুলতে পারি, মাঠ প্রস্তুত। আমরা এটিকে অন্যান্য ক্ষেত্রেও নিয়ে যেতে পারি। প্রধান উপদেষ্টা রাষ্ট্রদূতকে বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্য ও বিনিয়োগের জন্য পূর্ণ মালিকানা বা যৌথ মালিকানায় উদ্যোগ স্থাপনের সুযোগ খুঁজতে এবং জ্বালানি সহযোগিতার সম্ভাবনা অন্বেষণ করতে বলেন। রাষ্ট্রদূত সিসা প্রধান উপদেষ্টাকে বলেন, আর্জেন্টিনা ও বাংলাদেশের মধ্যে সহযোগিতার অনেক অনাবিষ্কৃত ক্ষেত্র রয়েছে, যা দুদেশের জন্য প্রচুর সম্ভাবনা বহন করতে পারে। তিনি আর্জেন্টিনার বুয়েনস আইরেসে বাংলাদেশের দূতাবাস খোলার বিষয়টি বিবেচনা *২-এর পাতায় দেখুন*

অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় আসার পর পররাষ্ট্রনীতিতে পরিবর্তন

স্টাফ রিপোর্টার : সরকার ক্ষমতায় আসার পর বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে পরিবর্তন এসেছে। জানান দিচ্ছে নতজানু পররাষ্ট্রনীতি থেকে সরে আসার। দেশের কূটনৈতিক পেশি হয়েছে শক্তিশালী। বিগত আমলে বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ব্যান্ডউইথ নেওয়ার প্রস্তাব দেয় ভারত। প্রস্তাব অনুমোদন দেওয়ার সিদ্ধান্তও প্রায় চূড়ান্ত করেছিল বিগত সরকার। তবে অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় এসে প্রস্তাবটি সরাসরি বাতিল করে দেয়। গেল বছর ভারতীয় এয়ারটেল কোম্পানির মাধ্যমে বাংলাদেশকে ট্রানজিট করে সিঙ্গাপুর থেকে আখাউড়া সীমান্ত হয়ে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ব্যান্ডউইথ সরবরাহের জন্য প্রস্তাব দেওয়া হয়। তবে ট্রানজিটের কারণে আঞ্চলিক হাব হিসেবে বাংলাদেশের সম্ভাবনা দুর্বল হতে পারে বলে প্রস্তাবটি বাতিল করে দিয়েছে ইন্টারনেট নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশন বিটিআরসি। বিটিআরসি জানায়, তাদের গাইডলাইন অনুযায়ী এ ধরনের ট্রানজিট ব্যবস্থা দেওয়ার কোনো বিধান নেই। তাই প্রস্তাবটি বাতিল করে তারা। এদিকে, ব্যান্ডউইথ নেওয়ার বিকল্প পথ *২-এর পাতায় দেখুন*

রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের সাথে রোববার বঙ্গভবনে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ সাক্ষাৎ করেন। -পিআইডি

মুক্তিযুদ্ধ ও জুলাইয়ের চেতনায় নতুন বাংলাদেশ গড়ার আহ্বান রাষ্ট্রপতির

স্টাফ রিপোর্টার : মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থানের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে একটি বৈষম্যহীন গণতান্ত্রিক নতুন বাংলাদেশ গঠনে ভূমিকা রাখতে সাংবাদিকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। রোববার (১৯ জানুয়ারি) বঙ্গভবনে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে রাষ্ট্রপতি এ আহ্বান জানান। নবনির্বাচিত কমিটির সভাপতি আবু সালেহ আকন এবং সাধারণ সম্পাদক মাইনুল হাসান সোহেল প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন। এ সময় তারা ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির কার্যক্রম তুলে ধরেন এবং সাংবাদিকদের কল্যাণে গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে সরকারের সহযোগিতা কামনা করেন। রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন বলেন, গণমাধ্যম হচ্ছে রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ এবং সমাজের দর্পণ। তিনি মহান মুক্তিযুদ্ধ, দেশের সব গণতান্ত্রিক আন্দোলন-সংগ্রাম এবং জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থানে সাংবাদিকদের গৌরবময় অবদানের কথা স্মরণ করেন। রাষ্ট্রপতি *২-এর পাতায় দেখুন*

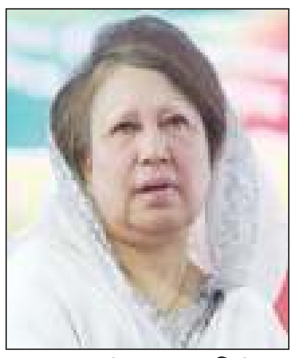

খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল

স্টাফ রিপোর্টার : যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি এম এ মালেক শনিবার রাতে জানিয়েছেন, খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে। আসলে প্রতিদিন বলবার মতোন চিকিৎসার ক্ষেত্রে কোনও আপডেট থাকে না। ম্যাডাম অসুস্থ বলেই তো হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন। ম্যাডামের চিকিৎসার অগ্রগতি নিয়ে দ্রুতই বিস্তারিত জানাবেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির *২-এর পাতায় দেখুন*

ঘাটের চাঁদাবাজি বন্ধে কাজ করছে সরকার: নৌপরিবহন উপদেষ্টা

ভোলা প্রতিনিধি : নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) ড. এম সাখাওয়াত হোসেন বলেছেন, ''নৌপথের নিরাপত্তা ও ঘাটের চাঁদাবাজি বন্ধের পাশাপাশি দক্ষিণাঞ্চলের নৌপথ সচল রাখতে কাজ করছে সরকার। রবিবার (১৯ জানুয়ারি) সকালে ভোলার ইলিশাঘাট পরিদর্শনে এসে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি এসব কথা বলেন। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন বিআইডব্লিউটিএর চেয়ারম্যান কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা, উপদেষ্টার একান্ত সচিব মো. জাহিদুল ইসলাম, জেলা প্রশাসক মো. আজাদ জাহান প্রমুখ। নৌপরিবহন উপদেষ্টা বলেন, ''দক্ষিণাঞ্চলের পণ্য পরিবহনে অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে নৌপথ।
তাই নদীকে সচল রাখতে নিয়মিত ড্রেজিং করা হবে। এছাড়া যাত্রী হয়রানি ও ঘাটে নির্ধারিত ভাড়ার বেশি নিলে ইজারা বাতিল করে দেওয়া হবে। তিনি আরো বলেন, ''ভোলায় বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে ৫টি আধুনিক মানের লঞ্চঘাট ও ল্যান্ডিং স্টেশন করা হবে। যাত্রীরা এসব ঘাটে সর্বাধিক সুযোগ-সুবিধা পাবেন।

জিয়াউর রহমানের জন্মবার্ষিকীতে বিএনপির শ্রদ্ধা নিবেদন

স্টাফ রিপোর্টার : বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের ৮৯তম জন্মবার্ষিকীতে তার সমাধিতে ফুলেল শ্রদ্ধা জানিয়েছেন দলের নেতাকর্মীরা। রোববার সকাল ১১টায় ঢাকার শেরে বাংলা নগরে সমাধিতে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের নেতৃত্বে নেতাকর্মীরা শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের জন্মদিন ঘিরে বিএনপি আগেই কর্মসূচি ঘোষণা করেছিল। সে অনুযায়ী সকালে ব্যানার-ফেস্টুন নিয়ে স্লোগান দিতে দিতে শেরে বাংলা নগরে জড়ো হন হাজারো নেতাকর্মীরা। বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনও পৃথকভাবে ফুল দিতে যান সমাধিস্থলে। সমাধিতে দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য আবদুল মঈন খান, ভাইস চেয়ারম্যান আহমেদ আজম খান, চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য আমান উল্লাহ *২-এর পাতায় দেখুন*

রাজনীতির মধ্যে ঢুকতে চাই না আইনের মধ্যে থাকব: সিইসি

স্টাফ রিপোর্টার : প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন বলেন, আমরা রাজনীতির মধ্যে ঢুকতে চাই না। আইন, বিধি-বিধানের মধ্যে থাকব। এক্ষেত্রে প্রধান উপদেষ্টার দেওয়া টাইম ফ্রেমের মধ্যে নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছি। রোববার (১৯ জানুয়ারি) আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন। বিএনপি বলেছে, জুনের মধ্যে সংসদ নির্বাচন সম্ভব, এ বিষয়ে কমিশনের ভাবনা জানতে চাইলে সিইসি বলেন, আমরা রাজনীতির মধ্যে ঢুকতে চাই না। আইন-কানুন ও বিধি-বিধানের মধ্যে থাকব। আমরা ফ্রি, ফেয়ার গেম উপহার দিতে চাই, যেখানে সব প্লেয়ার অবাধে খেলতে পারে। আমরা এজন্য একটি মাঠ তৈরি করতে চাই। এজন্য *২-এর পাতায় দেখুন*

বিগত সরকারের মিথ্যার কারণেই বাজার নিয়ন্ত্রণে হিমশিম: প্রেস সচিব

স্টাফ রিপোর্টার : বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের মিথ্যা তথ্যের কারণেই বাজার নিয়ন্ত্রণে অন্তর্বর্তী সরকার হিমশিম খাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। রোববার (১৯ জানুয়ারি) সকালে কৃষি সাংবাদিকতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ উদ্বোধন শেষে এ মন্তব্য করেন তিনি। প্রেস সচিব বলেন, আওয়ামী *২-এর পাতায় দেখুন*

রক্ত দিয়ে হলেও সীমান্ত নিরাপদ রাখা হবে
— স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের সীমান্ত নিরাপদ আছে জানিয়ে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেছেন, ?রক্ত দিয়ে হলেও সীমান্ত নিরাপদ রাখা হবে। কেউ কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। রোববার (১৯ জানুয়ারি) দুপুরে রাজধানীর তেজগাঁও ভূমি অফিসে এক অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা বলেন। জাহাঙ্গীর আলম বলেন, ??আগের সরকার সীমান্ত নিয়ে ভাবেননি, এখনকার সরকার ভাবছেন বলেই এই উত্তেজনা। আগে কিছুটা ছাড় দেয়া হলেও এখন সীমান্তে ছাড় দেওয়া হবে না। আমরা বেঁচে থাকতে আমাদের সীমান্তে কেউ আসতে পারবে না। তিনি বলেন, বিএসএফ আর বিজিবির মধ্যে আলোচনা চলছে। চাপাইনববগঞ্জ সীমান্তে ধান ও গাছ কাটা নিয়ে যে *২-এর পাতায় দেখুন*

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল মো. জাহাঙ্গির আলম চৌধুরি (অব:) রোববার ঢাকায় তেজগাঁওয়ে ভূমি ভবনে ১৩৭তম সার্ভে ও সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপন অনুষ্ঠানে বিসিএস ক্যাডারভুক্ত (প্রশাসন, পুলিশ, বন ও রেলওয়ে) এবং বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের কর্মকর্তাদের হাতে সনদপত্র তুলে দেন। -পিআইডি

তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা ফেরাতে রিভিউ আবেদনের শুনানি ৯ ফেব্রুয়ারি

স্টাফ রিপোর্টার : তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিলের রায় পুনর্বিবেচনা (রিভিউ) চেয়ে পৃথক তিন আবেদনের শুনানির জন্য আগামী ৯ ফেব্রুয়ারি দিন ধার্য করেছেন আপিল বিভাগ। গতকাল রোববার বিচারপতি মো. আশফাকুল ইসলামের নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগ এ দিন ধার্য করেন। উল্লেখ্য, ২০১১ সালের ৬ এপ্রিল এ আপিলের ওপর শুনানি গ্রহণ শেষে বিষয়টি রায়ের জন্য অপেক্ষমান (সিএভি) রাখেন আপিল বিভাগ। একই বছরের ১০ মে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী (তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা) অবৈধ ঘোষণা করে তা বাতিল করেন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ। তবে ওই রায়ের পর দশম ও একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে করা যেতে পারে বলে মত দিয়েছিলেন আদালত। এ ক্ষেত্রে *২-এর পাতায় দেখুন*

পুলিশ হাসপাতালের আধুনিকীকরণ

জনবলের অভাবে নষ্ট হচ্ছে কোটি টাকার যন্ত্রপাতি

স্টাফ রিপোর্টার : পুলিশ এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের চিকিৎসাসেবায় গুণগত মান বাড়াতে দেশের ১৩ জেলায় পুলিশ হাসপাতালের আধুনিকীকরণ করার উদ্যোগ নেয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। এ লক্ষ্যে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করে বাংলাদেশ পুলিশ ও গণপূর্ত অধিদপ্তর। তবে, প্রকল্পটি বাস্তবায়নে কোনো নিয়মনীতি মানা হয়নি। জনবলের অভাবে হাসপাতালগুলোর কোটি কোটি টাকার যন্ত্রপাতিও নষ্ট হচ্ছে। সমীক্ষা ছাড়া বাস্তবায়ন করা প্রকল্পটিতে নানা ধরনের অনিয়ম ও অবহেলার চিত্র উঠে এসেছে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের (আইএমইডি) প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদনে (পিসিআর)। সংশ্লিষ্টরা জানান, 'বিদ্যমান পুলিশ হাসপাতালসমূহের আধুনিকীকরণ' প্রকল্পটি মোট ২৯২ কোটি সাত লাখ টাকায় বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পটি সম্পূর্ণ সরকারি অর্থে বাস্তবায়ন করা হয়। ২০১৬ সালের জুলাই থেকে ২০১৯ সালের জুনের মধ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করতে অনুমোদন দেয় জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক)। কিন্তু নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করতে না পারায় ব্যয় বাড়ানোর পাশাপাশি প্রকল্পের মেয়াদ ২০২২ সালের জুন পর্যন্ত করা হয়। প্রকল্পটির মোট মেয়াদে প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ২৬৫ কোটি ৮০ লাখ টাকা। সে হিসাবে ২৬ কোটি ২৭ লাখ টাকা ব্যয় হয়নি। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে মোট ৩৬ মাস অতিরিক্ত সময় লেগেছে অর্থাৎ টাইম ওভার রান হয়েছে ১০০ শতাংশ। জানা যায়, *২-এর পাতায় দেখুন*

ইসির চাহিদা অনুযায়ী সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে ইউএনডিপি

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনকে সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে বলে জানিয়েছে জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচির (ইউএনডিপি) বাংলাদেশের আবাসিক প্রতিনিধি স্টেফান লিলার। গতাকল রোববার ভোটার তালিকা হালনাগাদ কার্যক্রমের জন্য ল্যাপটপ, স্ক্যানারসহ অন্যান্য উপকরণ হস্তান্তরের সময় এ কথা বলেন স্টেফান লিলার। স্টেফান লিলার বলেন, নির্বাচন কমিশনের চাহিদা অনুযায়ী ইউএনডিপি পর্যালোচনা করছে কিভাবে সহায়তা দেওয়া যায়। রাজনৈতিক দল, সিভিল সোসাইটিসহ বিভিন্ন অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনা *২-এর পাতায় দেখুন*

পিলখানা হত্যাকাণ্ড: বিস্ফোরক মামলায় আড়াই শতাধিক আসামির জামিন

স্টাফ রিপোর্টার : পিলখানা হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় বিস্ফোরক আইনের মামলায় জামিন পেলেন আড়াই শতাধিক আসামি। রবিবার (১৯ জানুয়ারি) কেরানীগঞ্জের কেন্দ্রীয় কারাগারের ভেতর অস্থায়ী আদালতে ঢাকার বিশেষ ট্রাইব্যুনাল-১ এর বিচারক মো. ইব্রাহিম মিয়ার আদালত শুনানি শেষে এ আদেশ দেন। আসামিদের পক্ষের আইনজীবী আমিনুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেন। আসামিদের পক্ষে আরো শুনানি করেন মোহাম্মদ পারভেজ হাসান ও ফারুক আহাম্মদ। রাষ্ট্রপক্ষে প্রসিকিউটর আলহাজ মো. বোরহান উদ্দিনের জামিনের বিরোধিতা করেন। এদিকে, আসামিদের স্বজনরা সকাল থেকেই কারাগারের মূল ফটকের সামনে অবস্থান করছেন। প্রিয়জনদের জামিনের প্রার্থনায় মোনাজাত করেন তারা। এ সময় অনেককে *২-এর পাতায় দেখুন*

ভারত থেকে ৯৬৬২ মেট্রিক টন চাল আমদানি হলেও কমেনি দাম

স্টাফ রিপোর্টার : বেনাপোল দিয়ে ভারত থেকে শুল্কমুক্ত সুবিধায় গত দুই মাসে নয় হাজার ৬৬২ মেট্রিক টন চাল আমদানি করা হয়। এতো পরিমাণ আমদানি হলেও বেনাপোলসহ যশোরের বাজারে এর কোনও প্রভাব পড়েনি। উল্টো স্থানীয় বাজারে গত সপ্তাহেও চালের দাম কেজিপ্রতি চার-পাঁচ টাকা করে বেড়েছে। এ অবস্থায় ভারত থেকে চাল আমদানির সময়সীমা আবার বাড়ানো হয়। আমদানির জন্য বরাদ্দ পাওয়া প্রতিষ্ঠানগুলো আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ভারত থেকে চাল আনতে পারবে। গত ৬ জানুয়ারি খাদ্য মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য *২-এর পাতায় দেখুন*

বাংলাদেশ থেকে আরও দক্ষ জনশক্তি নিতে আগ্রহী রাশিয়া

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ থেকে আরও দক্ষ জনশক্তি নিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে রাশিয়া। একইসঙ্গে বাংলাদেশিদের জন্য ভিসা পদ্ধতি সহজীকরণ করার ব্যাপারেও আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। রোববার (১৯ জানুয়ারি) সকালে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন ও সচিব জসীম উদ্দিন সঙ্গে বৈঠকের পর রাশিয়া সরকারের পক্ষ থেকে এসব কথা জানান ঢাকায় নিযুক্ত দেশটির নতুন রাষ্ট্রদূত আলেকজান্ডার জি খোজিন। বৈঠকে বাংলাদেশ এবং রাশিয়ার মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগসহ *২-এর পাতায় দেখুন*

অবশেষে গাজায় যুদ্ধবিরতি কার্যকর

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজায় অবশেষে যুদ্ধবিরতি শুরু হয়েছে। শর্ত মোতাবেক হামাস মুক্তি দিতে যাওয়া তিন জিম্মির নামের তালিকা না দেওয়ায় যুদ্ধবিরতি কার্যকরে বিলম্ব করে ইসরায়েলি প্রশাসন। সেইসঙ্গে গাজায় হামলা চালিয়ে ১০ ফিলিস্তিনিকে হত্যাও করে দখলদার বাহিনী। রোববার (১৯ জানুয়ারি) বাংলাদেশ সময় বেলা সাড়ে ১২টা থেকে যুদ্ধবিরতি শুরু হওয়ার কথা ছিল। খবর বিবিসির। হামাস পরিচালিত গাজার সিভিল ডিফেন্স বলেছে, সকালে যে সময় থেকে যুদ্ধবিরতি শুরুর কথা ছিল, সেই সময় থেকে বিমান হামলায় ১০ জন নিহত হয়েছেন। এদের মধ্যে ছয়জন গাজা সিটিতে, তিনজন *২-এর পাতায় দেখুন*

মানবিক বাংলাদেশ

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

ঢাকা সোমবার ॥ ২০ জানুয়ারি ২০২৫ ॥ ০৬ মাঘ ১৪৩১ বাংলা

নির্বাচিত সরকার দেশের সংস্কার এগিয়ে নেবে : মির্জা ফখরুল

স্টাফ রিপোর্টার : বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, সংস্কার ও নির্বাচনের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই, দু'টি একসাথে চলতে বাধা নেই। রোববার (১৯ জানুয়ারি) রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ৮৯তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে তার মাজারে দলীয় নেতাকর্মীদের নিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে তিনি এ মন্তব্য করেন। মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার কাছে সংস্কার কমিশনগুলো যে রিপোর্ট দিয়েছে, তা দ্রুত রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কারণ ঐকমত্য ছাড়া কোনো কিছু সম্ভব না। তিনি বলেন, সংস্কার চলবে, নির্বাচন চলবে। নির্বাচনের পর যে সরকার আসবে তারাই এই সংস্কারগুলো এগিয়ে নিয়ে যাবে। আমরা আমাদের দলের পক্ষ থেকে পরিষ্কার করে বলতে পারি, প্রতিটি সংস্কার আমরা এগিয়ে নিয়ে যাব। তাছাড়া সংস্কার ও নির্বাচন একসাথে চলতে কোনো বাধা নেই। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের স্মৃতিচারণ করে মির্জা ফখরুল বলেন, সিপাহী জনতার বিপ্লবের মাধ্যমে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান দায়িত্বে এসেছিলেন। তখন তিনি আধুনিক সমৃদ্ধ বাংলাদেশ নির্মাণের জন্য খুব অল্প সময়ে সমস্ত ক্ষেত্রে সংস্কার করে কাজ শুরু করেছেন। বিএনপি মহাসচিব আরও বলেন, তিনি (জিয়াউর রহমান) প্রথম সংস্কারের মাধ্যমে বাংলাদেশে একদলীয় শাসন থেকে বহুদলীয় শাসনের ব্যবস্থা করেছেন।

জিয়াউর রহমান রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নেওয়ার পর বদ্ধ অর্থনীতিকে মুক্তবাজার অর্থনীতির পরিকল্পনা করেছেন। তার হাত ধরে কৃষি ও শিল্পে বিপ্লব ঘটেছে। জিয়াউর রহমানের হাত ধরে জাতীয়তাবাদী দলের সৃষ্টি হয়েছে উল্লেখ করে মির্জা ফখরুল বলেন, এই মহান নেতার হাত ধরে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল সৃষ্টি হয়েছে। সেই দল সমস্ত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে আজ বাংলাদেশে সর্ববৃহৎ দল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তিনি আরও বলেন, জিয়াউর রমানের পরে তার উত্তরসূরি খালেদা জিয়া এই দলের দায়িত্ব নিয়েছেন। তিনি দায়িত্ব নিয়ে দলকে আরও বেশি শক্তিশালী ও সাংগঠনিক করেছেন। আজকে তিনি অসুস্থ হয়ে লন্ডনে চিকিৎসাধীন আছেন। আমরা তার জন্য সবাই দোয়া করি। আজকে তারই আরেক যোগ্য উত্তরসূরি, ওনার সন্তান ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান দলের দায়িত্ব নিয়েছেন। যিনি হাসিনা ও ফ্যাসিবাদমুক্ত বাংলাদেশে নতুন নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

স্বীকৃতি ও হামলার প্রতিবাদে আদিবাসীদের ১৮৩ নাগরিকের বিবৃতি

স্টাফ রিপোর্টার : পাঠ্যপুস্তকে ও সংবিধানে আদিবাসীদের স্বীকৃতি দাবি এবং আদিবাসীদের ওপরে হামলা ও আক্রমণের নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন ১৮৩ জন বিশিষ্ট নাগরিক। গতকাল রোববার গণমাধ্যমে পাঠানো এক নাগরিক বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, আমরা দেশের সাম্প্রতিক সহিংসতার ঘটনাবলিতে উদ্বিগ্ন। নিম্নস্বাক্ষরকারী নাগরিকরা একটি উগ্র জাতিবাদী ভুঁইফোঁড় সংগঠনের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) কর্তৃক পাঠ্যপুস্তক থেকে 'আদিবাসী' শব্দসম্বলিত গ্রাফিতি সরিয়ে ফেলা, বিক্ষোভরত আদিবাসী ছেলেমেয়ের ওপরে সংগঠনটির সন্ত্রাসীদের ন্যক্কারজনক আক্রমণ এবং এর প্রতিবাদে 'সংক্ষুব্ধ ছাত্র জনতা'র শান্তিপূর্ণ মিছিলে পুলিশ বাহিনীর হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি। বলা হয়েছে, বাঙালি জাতীয়তাবাদের ওপর ভর করে জেঁকে বসা আওয়ামী ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে জুলাই গণঅভ্যুত্থানে অংশগ্রহণ ছিল পাহাড় ও সমতলের আদিবাসীদের। ফ্যাসিবাদী শাসকের পতন ঘটেছে। কিন্তু ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থার এখনো অবসান ঘটেনি। অভ্যুত্থানের পরে উগ্র জাতিবাদী ফ্যাসিবাদী শক্তিকে নব উদ্যমে পাহাড়ে আগ্রাসন চালাতে দেখা যাচ্ছে। গত বছর ১৯ ও ২০ সেপ্টেম্বর খাগড়াছড়ি জেলার দীঘিনালায় সেটেলার বাঙালির

৭-এর পাতায় দেখুন

সরাসরি ইলিশ বিক্রি করলে দাম কমানো সম্ভব: মৎস্য উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : ইলিশ মাছ ধরার উৎস থেকে যদি সরাসরি বিক্রি পর্যন্ত নিয়ে আসতে পারা যায়, তাহলে দাম কমানো সম্ভব। মধ্যস্বত্বভোগীদের বাদ দিয়ে এই কাজ করতে হবে, এমন মন্তব্য করেছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফরিদা আখতার। মৎস্য উপদেষ্টা বলেন, ইলিশ রক্ষার জন্য আমরা নানা উদ্যোগ নেই। অনেক সময় মাছ ধরা বন্ধ রাখতে হয়। আমরা বাজারের দাম কমাতে পারি না। রোববার (১৯ জানুয়ারি) রাজধানীর বিএফডিসি ভবনের সামনে হ্রাসকৃত মূল্যে ইলিশ মাছ বিক্রির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন ও মেরিনা ফিশারিজ অ্যাসোসিয়েশনের যৌথ উদ্যোগে এর আয়োজন করা হয়। ফরিদা আখতার বলেন, ইলিশ মাছ শুধু জাতীয় মাছ না। এর সঙ্গে স্বাদ, রান্না, জীবনযাপন অনেক কিছু জড়িত। ক্রয়সীমার মধ্যে রেখে বাংলাদেশের মানুষের এই মাছ খাওয়ার অধিকার আছে। আমরা উদ্যোগ নিয়েছি। আমরা হয়তো সবাইকে সন্তুষ্ট করতে পারবো না। আমরা শুধু এইটুকুর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবো না। আরও বেশি কীভাবে মানুষের মাঝে পৌঁছাতে পারি সেই চেষ্টা করবো। তিনি বলেন, আমাদের এখানে ৪৫০ থেকে ৮০০ গ্রাম ওজনের ইলিশ রয়েছে। আমরা ফিশারিজ অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতা চাই। আমরা আরও বেশি চেষ্টা করবো। জনসাধারণ যেন এই মাছ খেতে পারে তাই ক্রয়সীমার মধ্যে রাখার চেষ্টা করি। এসময় মেরিনা ফিশারিজ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এনাম চৌধুরী বলেন, ইলিশ মাছ খুব দুর্লভ হয়ে গেছে। আমরা গভীর সমুদ্রে মাছ ধরি। দেশে হ্রাসকৃত মূল্যে ইলিশ মাছ বিক্রির এই উদ্যোগ প্রথম। এর মাধ্যমে সুলভ মূল্যে ইলিশ মাছ দিতে পারবো। এই মাছটা আমিষের বিরাট সোর্স। আমাদের লক্ষ্য থাকবে এই উদ্যোগ যেন দেশব্যাপী পৌঁছে দিতে পারি।

ডব্লিউএইচও থেকে পুতুলকে সরাতে দুদকের চিঠি

স্টাফ রিপোর্টার : বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আঞ্চলিক পরিচালক পদ থেকে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ পুতুলকে সরাতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে চিঠি দিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। রোববার (১৯ জানুয়ারি) এই চিঠি পাঠানো হয়। গত ১৫ জানুয়ারি দুর্নীতির মাধ্যমে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আঞ্চলিক পরিচালক পদে নিয়োগ পাওয়ার বিষয়ে সায়মা ওয়াজেদ পুতুলের বিরুদ্ধে অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত নেয় দুদক। দুদকের মহাপরিচালক (প্রতিরোধ) মো. আক্তার হোসেন এ বিষয়ে

৭-এর পাতায় দেখুন

অবহেলিত এলাকার যোগাযোগ উন্নয়নে অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে

চট্টগ্রাম প্রতিনিধি : বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রণালয় এবং রেল মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ফাউজুল কবির খান বলেছেন, উন্নয়ন থেকে পিছিয়ে থাকা এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, 'সড়কে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আমরা বলেছি, যেসব জায়গায় অবস্থা খারাপ এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা নেই, সেসব জায়গায় বিশেষ অগ্রাধিকার দিন। আমাদের লক্ষ্য উন্নয়নকে সবার দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া। সড়ক নির্মাণ ব্যয়বহুল। তাই যেখানে যোগাযোগের অভাব স্থানীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করছে, সেসব এলাকাকে আগে বিবেচনায় নেওয়া হচ্ছে। অবহেলিত অঞ্চলে উন্নয়ন কার্যক্রম জোরদার করাই সরকারের অঙ্গীকার।' রোববার (১৯ জানুয়ারি) সকালে সীতাকুণ্ডের বাঁশবাড়িয়া গুপ্তছড়া ফেরিঘাট পরিদর্শনে গিয়ে তিনি এসব কথা বলেন। এসময় চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসক ফরিদা খানম, দায়িত্বপ্রাপ্ত সেনাবাহিনী ও বিআইডব্লিউটিএর প্রতিনিধিসহ সংশ্লিষ্ট উপস্থিত ছিলেন। উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ফাউজুল কবির খান বলেছেন, সন্দ্বীপ একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপ। মানুষ চট্টগ্রাম থেকে ওখানে যাওয়া একটা শাস্তির মত। মানুষকে যদি শাস্তি দেয় তাহলে বলে- তুমি সন্দ্বীপ যাও। মহিলাদের কোমর পানিতে নেমে মাথার ওপর সব জিনিস নিয়ে যেতে হয়। এটি ছাড়াও ঘাটের নানা অপব্যবস্থাপনা; ভ্যান ভাড়া, রিকশা ভাড়া এটা-ওটা। সন্দীপের মানুষকে এক প্রকার জিম্মি করে রাখা হয়েছে। মানুষ তো বাড়িতে যাওয়া অপরাধ না। আমার বাড়ি সন্দ্বীপ আপনারা জানেন। তবে সেটি এখানে মূল বিষয় না। সন্দ্বীপ যাওয়ার মত যেসব কারণ আছে আমার কোনটাই নেই। আমার বাবা-মা মারা গেছে। আর মামা-খালা অন্যান্যদের মধ্যে কেউ আছেন, তারা ওখানে থাকেন না। এটি ঠিক সন্দীপের ইস্যু না, এটি হচ্ছে উন্নয়নের ইস্যু। উন্নয়ন যা

৭-এর পাতায় দেখুন

ইবতেদায়ি মাদ্রাসা জাতীয়করণসহ ৬ দাবি

স্টাফ রিপোর্টার : মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত সব স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসা জাতীয়করণ করাসহ ছয় দফা দাবি জানিয়েছে 'স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি শিক্ষক ঐক্যজোট'। গতকাল রোববার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এক শিক্ষক সমাবেশ ও মানববন্ধন থেকে এ দাবি জানানো হয়। সমাবেশে বক্তারা বলেন, আমরা স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসার শিক্ষকরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মতো সরকারি বিধি-নিয়ম অনুসরণ করে ৪০ বছর ধরে বিনা বেতনে শিক্ষকতা পেশায় দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছি। ১৯৯৪ সালে একই পরিপত্রে বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসার শিক্ষকদের ৫০০ টাকা সরকারিভাবে অনুদান দেওয়া হয়। ২০১৩ সালে ২৬ হাজার ১৯৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করা হয়। কিন্তু ১ হাজার ৫১৯টি স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসা শিক্ষকদের মধ্যে বর্তমানে

৭-এর পাতায় দেখুন

চাকরিতে বৈষম্য হলে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন : মান্না

স্টাফ রিপোর্টার : নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না বলেছেন, এ রকম দেশ আমরা চাই নাই। যে দেশে দাবি আদায় করার জন্য আন্দোলন করা লাগে। রাস্তায় বসে থাকতে হয়। আমরা যদি দেখি সরকার দেশের জনগণের জন্য কাজ করছেন না, চাকরির ক্ষেত্রে বৈষম্য তৈরি করছে, তাহলে আমরা সম্মিলিতভাবে এই সরকারের বিরুদ্ধেও আন্দোলন করবো। আমরা যে ৪২টা দল মিলে আওয়ামী লীগ সরকারকে পতন ঘটিয়েছি সেই ৪২টা দলও আমাদের সাথে আছে। রোববার (১৯ জানুয়ারি) জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে বদলি প্রত্যাশী এমপিওভুক্ত শিক্ষক ফোরামের ব্যানারে 'বৈষম্যমূলক বদলি নীতিমালা সংশোধন পূর্বক এমপিওভুক্ত সব শিক্ষকের জন্য বদলি চালুর দাবিতে' আয়োজিত অবস্থান কর্মসূচিতে সংহতি জানিয়ে তিনি এ কথা বলেন। মাহমুদুর রহমান মান্না বলেন, আমি এই সরকারকে সমর্থন করেছি। তার মানে এই নয়, আমি সরকারে আছি। সবকিছু

৭-এর পাতায় দেখুন

সাবেক শিক্ষামন্ত্রী নওফেলের আয়কর নথি জব্দের আদেশ

স্টাফ রিপোর্টার : জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জন করার অভিযোগে সাবেক শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেলের আয়কর নথি জব্দের আদেশ দিয়েছেন আদালত। রোববার (১৯ জানুয়ারি) দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ আদেশ দেন ঢাকা মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ জাকির হোসেন গালিব। দুদকের পক্ষে উপপরিচালক ও তদন্ত

৭-এর পাতায় দেখুন

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনের সঠিক প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে
—বাণিজ্য উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন বলেছেন, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে আমরা সবাই ভোক্তা। নিজেদের সুরক্ষিত রাখতে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনের সঠিক প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। গতকাল রোববার জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের ২৮তম সভায় তিনি এ কথা বলেন। জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতরের সভাকক্ষে ওই সভা অনুষ্ঠিত হয়। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ও জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের চেয়ারম্যান শেখ বশিরউদ্দীন সভায় সভাপতিত্ব করেন। ভোক্তাদের অধিকার সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার ওপর গুরুত্বারোপ করে বাণিজ্য

৭-এর পাতায় দেখুন

বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দনি রোববার ঢাকায় জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সভাকক্ষে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের ২৮তম সভায় সভাপতিত্ব করেন। -পিআইডি

পলাতক' শ্রমিক লীগ নেতার গ্রেফতারে আলটিমেটাম

স্টাফ রিপোর্টার : জুলাই আন্দোলনে ছাত্র-জনতার ওপর হামলা ও একাধিক হত্যা মামলার আসামি ফরিদপুর জেলা শ্রমিক লীগের সভাপতি গোলাম নাছিরসহ প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ানো হামলাকারীদের গ্রেফতারের দাবিতে সংবাদ সম্মেলন করে ফরিদপুরের ছাত্র সমন্বয়করা। গতকাল রোববার বেলা সাড়ে ১১টায় ফরিদপুর পুলিশ সুপারের কার্যালয়ের পাশে পুনাক রেস্টুরেন্টের সামনে সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন ফরিদপুরের অন্যতম ছাত্র সমন্বয়ক সোহেল রানা। এর আগে, গত বৃহস্পতিবার সকাল ১১টায় রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন আয়োজিত কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ধিত সভায় প্রকাশ্যে পলাতক আসামি গোলাম নাছির ফরিদপুর জেলা শ্রমিক লীগের

৭-এর পাতায় দেখুন

কবীর বিন আনোয়ার ও আব্দুস শহীদের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

স্টাফ রিপোর্টার : সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব কবীর বিন আনোয়ার, তার স্ত্রী তৌফিকা আহমেদ এবং সাবেক কৃষিমন্ত্রী আবদুস শহীদের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। রবিবার (১৯ জানুয়ারি) দুদকের প্রধান কার্যালয়ের উপ-সহকারী পরিচালক খায়রুল হাসান বাদী হয়ে কবীর বিন আনোয়ার ও তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে দুদকের সমন্বিত জেলা কার্যালয়, ঢাকা-১ এ মামলা দুটি দায়ের করেন। একই কার্যালয়ে আব্দুস শহীদের বিরুদ্ধে আরেকটি মামলা করা হয়েছে। এজাহারে বলা হয়, কবীর বিন আনোয়ারের নামে প্রায় ৩ কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ পাওয়া গেছে। তার স্ত্রী তৌফিকা আহমেদের ৪ কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ রয়েছে। উভয়ের ১৫টি ব্যাংক হিসাবে ২৩ কোটি টাকার সন্দেহজনক লেনদেনের তথ্য মিলেছে। সাবেক মন্ত্রী আবদুস শহীদের বিরুদ্ধে ৮ কোটি টাকার

৭-এর পাতায় দেখুন

হাইকোর্টে চিন্ময়ের জামিন আবেদন শুনানি আজ

স্টাফ রিপোর্টার : জাতীয় পতাকা অবমাননার ঘটনায় দায়ের করা মামলায় হাইকোর্টে জামিন আবেদন করেছেন ইসকন থেকে বহিষ্কৃত সদস্য চিন্ময় কৃষ্ণ দাস। হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় গতকাল রোববার তার আইনজীবীর মাধ্যমে এই জামিন আবেদন করা হয়। জামিন সংক্রান্ত বিষয়ে আজ সোমবার হাইকোর্টের বিচারপতি আতোয়ার রহমান ও বিচারপতি মোহাম্মদ আলী রেজার সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চে আবেদনটি শুনানির জন্য কার্যতালিকায় রয়েছে। গত ২ জানুয়ারি চিন্ময় দাসের জামিন আবেদন নামঞ্জুর করেন চট্টগ্রামের মহানগর দায়রা জজ আদালত। গত বছরের ৩১ অক্টোবর তার বিরুদ্ধে জাতীয় পতাকা অবমাননার অভিযোগে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা হয়। এ মামলায় আরও ১৮ জনকে আসামি করা হয়। চিন্ময় দাস ২৫

৭-এর পাতায় দেখুন

শিক্ষকদের সব দাবি মেনে নিতে হবে: জোনায়েদ সাকি

স্টাফ রিপোর্টার : গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক জোনায়েদ সাকি বলেছেন, আমাদের সন্তানদের যদি যথাযথভাবে গড়ে তুলতে চাই তাহলে শিক্ষকদের সম্মান দিতে হবে। তাদের সব দাবি মেনে নিতে হবে। গতকাল রোববার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি শিক্ষক ঐক্যজোট, আন্দোলন বাস্তবায়ন কমিটি আয়োজিত 'বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত

৭-এর পাতায় দেখুন

সূচকের উত্থানের মধ্যে দিয়ে লেনদেন

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবস রবিবার (১৯ জানুয়ারি) সূচকের উত্থানের মধ্যে দিয়ে লেনদেন শেষ হয়েছে। এদিন ডিএসইতে আগের কার্যদিবসের চেয়ে টাকার পরিমাণে লেনদেন বাড়লেও সিএসইতে কমেছে। একইসঙ্গে উভয় পুঁজিবাজারে লেনদেনে অংশ নেওয়া বেশিরভাগ কোম্পানির শেয়ার এবং মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিটের দাম বেড়েছে। ডিএসই ও সিএসই সূত্রে জানা গেছে, দিনশেষে ডিএসইর প্রধান সূচক ডিএসইএক্স আগের দিনের চেয়ে ১১.১৫ পয়েন্ট কমে অবস্থান করছে ৫ হাজার ১৪৫ পয়েন্টে। ডিএসই শরিয়াহ সূচক ৪.৮৯ পয়েন্ট কমে ১ হাজার ১৫৫ পয়েন্টে এবং ডিএস৩০ সূচক ৮.৬১ পয়েন্ট বেড়ে ১ হাজার ৯০২ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে। ডিএসইতে মোট ৩৯৬টি কোম্পানির শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। এর মধ্যে শেয়ার ও ইউনিটের দাম বেড়েছে ১৭২টি কোম্পানির, কমেছে ১৬০টির এবং অপরিবর্তিত আছে ৬৪টির। এদিন ডিএসইতে মোট ৩৬৮ কোটি টাকার শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। আগের কার্যদিবসে লেনদেন হয়েছিল ৩৬৩ কোটি ৬৮ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট। অন্যদিকে, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) সিএসসিএক্স সূচক আগের দিনের চেয়ে ৬.৯৭ পয়েন্ট বেড়ে অবস্থান করছে ৮ হাজার ৭৩৫ পয়েন্টে। সার্বিক সূচক সিএএসপিআই ১২.৪৯ পয়েন্ট বেড়ে ১৪ হাজার ৩৬৪ পয়েন্টে, শরিয়াহ সূচক ১.৮৫ পয়েন্ট বেড়ে ৯৩৬ পয়েন্টে এবং সিএসই ৩০ সূচক ২২.৯১ পয়েন্ট কমে ১১ হাজার ৭৮২ পয়েন্টে অবস্থান করছে। সিএসইতে ১৯৫টি কোম্পানির শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। এর মধ্যে শেয়ার ও ইউনিটের দাম বেড়েছে ৮৫টি কোম্পানির, কমেছে ৮১টির এবং অপরিবর্তিত আছে ২৯টির। দিনশেষে সিএসইতে ৩ কোটি ২৬ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। আগের কার্যদিবসে লেনদেন হয়েছিল ৪ কোটি ৭২ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট।

রেলপথের উন্নয়নে ৪৪ কোটি টাকা অনুদান দেবে দ. কোরিয়া

স্টাফ রিপোর্টার : রেলপথের উন্নয়নে প্রকল্পের আওতায় ৪৪ কোটি ৩০ লাখ টাকা অনুদান দেবে দক্ষিণ কোরিয়া। এ জন্য 'ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট অব রোলিং স্টক ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স প্রকল্পের আওতায় অনুদান দেবে দেশটি। গতকার রোববার অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে (ইআরডি) বাংলাদেশ সরকার ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে চুক্তি সই হয়। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে ইআরডির অতিরিক্ত সচিব মিরানা মাহরুখ এবং দক্ষিণ কোরিয়া সরকারের পক্ষে ভূমি অবকাঠামো এবং পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সহকারী মন্ত্রী ইয়ং উও চুক্তি সই করেন। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো কোরিয়া এক্সিম ব্যাংকের ইডিসিএফ অর্থায়নে বাংলাদেশ রেলওয়েতে এর আগে সংগৃহীত লোকোমোটিভগুলোর টেকসই রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পরামর্শক সেবা দেওয়া, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বাংলাদেশ রেলওয়ের সক্ষমতা বাড়ানো।

এখনো ঘুরে দাঁড়ানোর আশা দেখছে না আওয়ামী লীগ

স্টাফ রিপোর্টার : ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার ৫ মাস পেরিয়ে গেলেও রাজনৈতিকভাবে ঘুরে দাঁড়ানোর কোনো আশা এখনও দেখছে না আওয়ামী লীগ। এখন পর্যন্ত নেতাকর্মীদের ধৈর্য ধরে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের পরামর্শই দিয়ে যাচ্ছেন দলটির শীর্ষ পর্যায়ের নেতারা। তবে জানুয়ারির পর দলের নেতাকর্মীদের রাজনীতিমুখী হওয়ার নির্দেশ আসতে পারে বলে জানা গেছে। আওয়ামী লীগের একাধিক নেতার সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, এখনও পরিস্থিতি দলের নেতাকর্মীদের অনুকূলে আসার মতো হয়নি। মারাত্মক প্রতিকূল পরিস্থিতি ও জীবনের ঝুঁকি নিয়েই নেতাকর্মীদের চলতে হচ্ছে। ওই নেতারা অভিযোগ করেন, আওয়ামী লীগকে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা চলছে। সারা দেশে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের ওপর নজিরবিহীন অত্যাচার-নির্যাতন, দমন-পীড়ন চালানো হচ্ছে। গণহারে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। গ্রেপ্তারের ভয়ে কেউ প্রকাশ্যে আসতে পারছেন না। স্বাভাবিক জীবন তো দূরের কথা, প্রকাশ্যে চলাফেরা করতেও পারছেন না। প্রকাশ্যে গেলেই গ্রেপ্তার হয়ে যাচ্ছে, আবার কাউকে কাউকে গ্রেপ্তারের ভয় দেখানো হচ্ছে। মামলা না থাকলেও গ্রেপ্তারের ভয়ে রয়েছেন আওয়ামী লীগের অনেক নেতাকর্মী। তারা আরও অভিযোগ করেন, আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনাসহ দলের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে একের পর এক মামলা দেওয়া হয়েছে। আবার যাদের নামে মামলা নেই তাদের গ্রেপ্তার করে মামলায় অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের নির্বিচারে গণগ্রেপ্তার করা হচ্ছে। পুলিশের পাশাপাশি রাজনৈতিক প্রতিপক্ষও আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের ওপর দমন-পীড়ন চালাচ্ছে। বিভিন্ন স্থানে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের ওপর ন্যক্কারজনকভাবে আক্রমণ করছে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার তীব্র আন্দোলনের এক পর্যায়ে সৃষ্ট অভ্যুত্থানে গত বছর ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতন ঘটে। ওই দিন প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করেন শেখ হাসিনা। পদত্যাগের পর পরই দ্রুত দেশে ছেড়ে ভারতে গিয়ে আশ্রয় নেন তিনি। বর্তমানে শেখ হাসিনা সেখানেই অবস্থান করছেন। ওই দিনই আওয়ামী লীগের সব পর্যায়ের নেতাকর্মীরাও দ্রুত আত্মগোপনে চলে যান। এর মধ্যে শীর্ষ পর্যায়ের অনেক নেতাসহ দলটির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীদের অনেকেই

৭-এর পাতায় দেখুন

ঢাকা কলেজ ও সিটি কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংঘর্ষ

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর সায়েন্সল্যাবে ঢাকা কলেজ ও সিটি কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। গতকাল রোববার দুপুরে এ ঘটনা ঘটে। সংঘর্ষে ঢাকা কলেজের এক শিক্ষার্থী আহত হন। তার নাম ননী কুমার সাহা। আহত শিক্ষার্থী অভিযোগ করে বলেন, 'আমরা সায়েন্সল্যাবে দাঁড়িয়ে ছিলাম। এ সময় সিটি কলেজের শিক্ষার্থীরা আমাদের কয়েকজনের ওপরে অতর্কিত হামলা চালায়। আমি মাথায় গুরুতর আঘাত পাই। পরে আমার দুই বন্ধু নাহিন ও সাইদুর আমাকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেয়। আরও কয়েকজন আহত হয়েছে শুনেছি। তারা ল্যাবএইড হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছে।' ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক মো. ফারুক বলেন, 'ঢাকা কলেজের এক শিক্ষার্থী আহত অবস্থায় সায়েন্সল্যাব থেকে হাসপাতালে জরুরি বিভাগের চিকিৎসা নিতে এসেছিলেন। পরে জরুরি বিভাগে চিকিৎসা শেষে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।'

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, **ই-মেইল :** news.manabikbangladesh@gmail.com, **ওয়েবসাইট :** www.manabikbangladesh.com.

অবশেষে গাজায় যুদ্ধবিরতি কার্যকর

উত্তরাঞ্চলে এবং একজন রাফায় প্রাণ হারিয়েছেন। এ ছাড়া আহত হয়েছেন আরও ২৫ জন। বিবিসির প্রতিবেদন অনুযায়ী, ম্যাসেজিং অ্যাপ টেলিগ্রামে তিন নারী জিম্মির নাম প্রকাশ করেছে ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস। তারা হলেন রোমি গোনেন, এমিলি দামানি এবং দোরোন স্টেনব্রিচার। হামাস নিশ্চিত করেছে, যুদ্ধবিরতির অংশ হিসেবে এই তিন নারী সবার প্রথমে মুক্তি পাবেন। এ ছাড়া যুদ্ধবিরতির মধ্যস্থতাকারী দেশগুলোও জানিয়েছে, হামাস তাদের কাছে তিন জিম্মির নাম হস্তান্তর করেছে। ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর দপ্তরও যুদ্ধবিরতি কার্যকরের বিষয়টি ঘোষণা দিয়েছে। এর আগে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন, হামাস যতক্ষণ পর্যন্ত জিম্মিদের নামের তালিকা না দেবে, ততক্ষণ পর্যন্ত গাজায় যুদ্ধবিরতি কার্যকর হবে না। সে অনুযায়ী, সকালে যুদ্ধবিরতি শুরু হওয়ার কথা থাকলেও; নেতানিয়াহু তার সেনাদের হামলা বন্ধের কোনো নির্দেশনা দেওয়া থেকে বিরত থাকেন। আর ইসরায়েলি সেনারাও গাজায় হামলা অব্যাহত রাখে। এতে করে যুদ্ধবিরতি শুরু হওয়ার দিনই ১০ ফিলিস্তিনি নিহত হন।

বাংলাদেশ থেকে আরও দক্ষ

বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিদ্যমান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক সম্প্রসারণ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। এ সময় বাংলাদেশের উন্নয়নে রাশিয়ার অব্যাহত সহায়তার কথা উল্লেখ করে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রকল্পের কাজ সময়মতো সমাপ্তি নিয়েও আশাবাদ ব্যক্ত করেন নতুন রাষ্ট্রদূত। কর্মসংস্থান ব্যাংককে গ্রাহকদের সুখে-দুঃখে পাশে থাকার আহ্বান অর্থ উপদেষ্টার আলেকজান্ডার জি খোজিন বলেন, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের টাকা পরিশোধ সংক্রান্ত জটিলতা দ্রুতই কেটে যাবে। এ বিষয়ে কাজ করছে কারিগরি দল। স্থানীয় মুদ্রাসহ সার্বিক সম্পর্কের বিষয়ে ইতিবাচক রয়েছে উভয় দেশ। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ থেকে কৃষি ও জাহাজ নির্মাণ শিল্পে লোক নেবে রাশিয়া। তবে, তার আগে এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে বাংলাদেশের সঙ্গে চুক্তি করতে চায় রুশ সরকার।

ইসির চাহিদা অনুযায়ী সহযোগিতা

করছে। এরই অংশ হিসেবে ভোটার তালিকা হালনাগাদের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজে এই সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। এই সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে। ভোটার তালিকা হালনাগাদে সচেতনতা বৃদ্ধিতেও সহায়তা করবে ইউএনডিপি।ইউএনডিপি বরাবরই ইসিকে নানা সহায়তা দিয়ে আসছে। এর আগেও প্রশিক্ষণ, অবকাঠামো উন্নয়ন, নির্বাচনী উপকরণে সহায়তা দিয়েছে। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং ভোটার তালিকা হালনাগাদেও সংস্থাটি সহায়তা করতে চায়। এরইমধ্যে তারা নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে একটি বৈঠক করেছে। ইসি কর্মকর্তারা জানান, আগামীকাল ২০ জানুয়ারি থেকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হবে। এই কার্যক্রম চলবে আগামী ৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। এর বিভিন্ন কেন্দ্রে ছবি তোলে ও চোখের আইরিশ এবং দশ আঙ্গুলের ছাপ নিয়ে নিবন্ধন কার্যক্রম সম্পন্ন করবে সংস্থাটি। হালানাগাদের এসব কাজে ল্যাপটপ, স্ক্যানার কাজে দেবে।

ভারত থেকে ৯৬৬২ মেট্রিক টন চাল

জানানো হয়। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব মো. লুৎফর রহমান স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বেসরকারিভাবে নন-বাসমতি সেদ্ধ চাল ও আতপ চাল আমদানির জন্য বরাদ্দপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর অনুকূলে এলসি খোলার সময়সীমা আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাড়ানো হলো।আমদানিকারকরা বলছেন, ভারতে চালের দাম বেশি। তাই আমদানিকৃত চালের দাম বেশি পড়ছে। ফলে বেশি দামে বিক্রি করতে হয়। এ অবস্থায় দাম কমার কোনও সম্ভাবনা দেখছেন তারা। ক্রেতারা বলছেন, এখন ধান-চালের ভরা মৌসুম। কৃষকের ঘরে উঠেছে আমন ধান। তারপরও সাধারণ মানুষকে বেশি দামেই চাল কিনতে হচ্ছে। এতে অনেকে আর্থিক সংকটে পড়েছেন। ভরা মৌসুমেও কম দামে চাল না কিনতে পেরে ক্ষুব্ধ সাধারণ মানুষ। সিন্ডিকেট গড়ে ওঠায় দাম কমছে না বলে মনে করছেন তারা। বিশেষ করে বাজার নিয়ন্ত্রণে নজরদারির ব্যবস্থা না থাকায় দাম বেড়েছে বলে জানান ক্রেতারা। ব্যবসায়ীরা বলছেন, চালের দাম এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, খেটে খাওয়া মানুষকে ভোগান্তিতে পড়তে হয়েছে। বর্তমানে জিনিসপত্রের দাম বেশি হওয়ায় স্বল্পআয়ের মানুষকে খেয়ে না খেয়ে দিন পার করতে হচ্ছে। প্রায় প্রতিদিন বাড়ছে চালের দাম। সম্প্রতি বাজারে এমন কোনও পণ্য নেই যে তার দাম বাড়েনি। আমদানিকারকরা জানায়, চাল আমদানিতে শুল্ক প্রত্যাহারের ঘোষণা দেওয়ার পর গত বছরের ১৭ নভেম্বর থেকে চলতি বছরের ১৬ জানুয়ারি দুই মাসে বেনাপোল দিয়ে নয় হাজার ৬৬২ মেট্রিক টন চাল আমদানি হয়েছে। সরকার গত ১৭ নভেম্বর থেকে ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত তিন লাখ ৯২ হাজার মেট্রিক টন চাল আমদানির অনুমোদন দেয়। এ সময়ের মধ্যে আশানুরূপ আমদানি না হওয়ায় সময় বাড়িয়ে চলতি মাসের ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়। তাতেও দেশের বাজারে চালের দাম না কমায় ভারত থেকে আমদানির জন্য আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এক মাস সময় বাড়িয়েছে সরকার। আশা করা যায়, সামনে কমবে। আমদানিকারকদের ভাষ্যমতে, ভারতে চালের দাম বেশি। এ কারণে আমদানিকৃত চাল কম দামে বাজারে বিক্রি করা সম্ভব হচ্ছে না। বেনাপোল চেকপোস্ট কার্গো শাখার রাজস্ব কর্মকর্তা আবু তাহের বলেন, 'আট প্রতিষ্ঠান গত ১৭ নভেম্বর থেকে ১৬ জানুয়ারি পর্যন্ত নয় হাজার ৬৬২ মেট্রিক টন চাল আমদানি করেছে। আমদানির অনুমতি দেওয়া হয়েছিল ৯২ প্রতিষ্ঠানকে। দুই লাখ ৭৩ হাজার মেট্রিক টন সেদ্ধ এবং এক লাখ ১৯ হাজার মেট্রিক টন আতপ চাল আমদানির অনুমতি দেওয়া হয়েছিল তাদের। অনেক প্রতিষ্ঠান এই সময়ের মধ্যে আমদানি করতে পারেনি। সরকার ২৫ দিন সময় নির্ধারণ করে দেয় আমদানিকৃত চাল বাজারজাত করার জন্য। পরে তা ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত বাড়ানো হয়। তবে ধীরগতিতে চলছে আমদানি। পর্যাপ্ত পরিমাণ আমদানি না হওয়ায় আরও এক মাস সময় বাড়িয়েছে সরকার। এ সময়ের মধ্যে সব চাল আমদানি হলে দাম কমবে।' চলতি মৌসুমে ধানের দাম বেশি, যে কারণে কমছে না চালের দাম–এমনটাই বলছেন অটোরাইস মিল মালিক ও ধান ব্যবসায়ীরা। নাভারণ বাজারের সবচেয়ে বড় চালের আড়ত চৌধুরী রাইস মিলের স্বত্বাধিকারী রাশেদ চৌধুরী বলেন, 'মোটা চাল ৫১ টাকা ও স্বর্ণা মোটা চাল ৫৩ টাকা কেজি পাইকারিতে বিক্রি হচ্ছে। নতুন ধানের চাল বাজারে আসতে শুরু করেছে। আমদানিও স্বাভাবিক রয়েছে। সামনে দাম কমবে। যদিও এবার অতিবৃষ্টির কারণে উৎপাদন কমেছে। সে কারণে আমদানি চলমান থাকবে।' যশোরের শার্শা ও বেনাপোল সীমান্তবর্তী অঞ্চলে বেশিরভাগ ধান উৎপাদন হয়। চলতি মৌসুমে এই অঞ্চলে ২১ হাজার ৪৭০ হেক্টর জমিতে আমন চাষ হয়েছে। বেশিরভাগ ধান ঘরে উঠে গেছে। এবার ধানের বাজার চড়া। এক হাজার ৩৫০-৪৫০ টাকা মণ বিক্রি হচ্ছে। বেশি দাম পেয়ে খুশি কৃষকরা। কয়েকটি অটোরাইস মিল ঘুরে দেখা যায়, এখনও ধান কিনতে পারেননি মিল মালিকরা। কৃষকরা ধান বাজারজাত করতে পারেননি। তবে মিল মালিকরা অন্য জেলা থেকে ধান কিনে আনছেন। এসব ধান থেকে চাল করতে খরচ পড়ছে ৫০ টাকা এবং চিকন চালে ৬৩ টাকার বেশি খরচ পড়ছে বলে জানান মিলাররা।বেনাপোল বাজারের পাইকারি চাল ব্যবসায়ী মোশারফ হোসেন বলেন, 'বর্তমানে মোটা চাল ৫২, হীরা চাল ৪৮, উনপঞ্চাশ চাল ৫৬, আঠাশ ৫৮-৬০, জিরাশাইল ৭৫, মিনিকেট ৬৫, ইন্ডিয়ান মিনিকেট ৭৫, বাসমতি ৯০, পাইজাম ৫৬, স্বর্ণা ৫৫ ও নাজিরশাইল ৮০ টাকায় খুচরা বাজারে বিক্রি হচ্ছে।' চাল কিনতে টানাপোড়েনে পড়ার কথা জানিয়ে বেনাপোল বাজারের জামাল হোসেন বলেন, 'এখন ধানের মৌসুম, আবার ভারত থেকে আমদানি হচ্ছে। তারপরও দাম কমছে না কেন? প্রতি বছর এই সময়ে নতুন ধান উঠলে বাজারে চালের দাম অনেক কমে আসে। কিন্তু এবার বাজারের চিত্র উল্টো। সিন্ডিকেট আছে।' আরেক চাল ক্রেতা আব্দুল জব্বার বলেন, 'এবার পর্যাপ্ত ধানের আবাদ হয়েছে। তারপরও দাম কমছে না। আমরা গরিব মানুষ। দাম না কমলে কীভাবে চলবো? হয়তো সিন্ডিকেটের কারণে দাম কমছে না। তাই আমি মনে করি, প্রশাসন বাজারে নজরদারি বাড়ালে দাম অনেকটা কমে আসবে।' বেনাপোল চেকপোস্ট উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্রের উপসহকারী কর্মকর্তা শ্যামল কুমার নাথ বলেন, 'গত বছরের ১৭ নভেম্বর থেকে চলতি বছরের ১৬ জানুয়ারি দুই মাসে বেনাপোল দিয়ে নয় হাজার ৬৬২ মেট্রিক টন চাল শুল্কমুক্ত সুবিধায় আমদানি হয়েছে। যেহেতু চাল নিত্যপণ্য এবং দেশের বাজারে চাহিদা ব্যাপক, সেহেতু আমদানিকৃত চাল বন্দরে আসা মাত্রই আমরা দ্রুত ছাড় করার ব্যবস্থা করছি।'

পিলখানা হত্যাকাণ্ড: বিস্ফোরক

অশ্রুসিক্ত দেখা যায়। গত ১২ জানুয়ারি কেরানীগঞ্জের কেন্দ্রীয় কারাগারের ভেতর অস্থায়ী আদালতে পিলখানা হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় বিস্ফোরক আইনের মামলার বিচারকাজ চলবে- রাষ্ট্রপতির আদেশে এ-সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। ৮ জানুয়ারিও একই জায়গার মামলার বিচার চলবে বলে প্রজ্ঞাপন জারি হয়। ৯ জানুয়ারি ছিল মামলার ধার্য তারিখ। তবে নানা নাটকীয়তার পর বকশীবাজারের আলিয়া মাদ্রাসা মাঠে বিচারকাজ চলবে বলে আদালত সূত্রে জানা যায়। এদিকে, আলিয়া মাদ্রাসা মাঠে স্থাপিত বিশেষ আদালত বন্ধের দাবিতে ৮ জানুয়ারি রাত থেকে বিক্ষোভ শুরু করে শিক্ষার্থীরা। এরইমধ্যে ৯ জানুয়ারি ভোরে এজলাস কক্ষ আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। আলিয়া মাদ্রাসার আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা দাবি করেন, ভোরে বহিরাগতরা এসে আদালতের এজলাস কক্ষে আগুন দিয়েছে। তারা ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেয়। পরে ফায়ার সার্ভিস এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এ কারণে ওইদিন মামলার বিচারকাজ অনুষ্ঠিত হয়নি। পরে ১৯ জানুয়ারি মামলার পরবর্তী তারিখ ধার্য করা হয়। ২০০৯ সালের ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকার পিলখানায় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সদর দপ্তরে বিদ্রোহের ঘটনায় ৫৭ সেনা কর্মকর্তাসহ ৭৪ জন নিহত হন। সে ঘটনায় হত্যা ও বিস্ফোরক আইনে দুটি মামলা হয়। হত্যা মামলায় খালাস বা সাজাভোগ শেষে বিস্ফোরক মামলার কারণে ৪৬৮ জনের মুক্তি আটকে আছে।

হত্যা মামলায় ৮৫০ জনের বিচার শেষ হয় ২০১৩ সালের ৫ নভেম্বর। তাতে ১৫২ জনের ফাঁসি, ১৬০ জনের যাবজ্জীবন ও ২৫৬ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেওয়া হয়। খালাস পান ২৭৮ জন। ২০১৭ সালের ২৭ নভেম্বর সেই মামলার ডেথ রেফারেন্স ও আপিলের রায়ও হয়ে যায় হাইকোর্টে। তাতে ১৩৯ আসামির মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখা হয়। যাবজ্জীবন সাজা দেওয়া হয় ১৮৫ জনকে। আরো ২২৮ জনকে দেওয়া হয় বিভিন্ন মেয়াদে সাজা। খালাস পান ২৮৩ জন। হাইকোর্টের রায়ের আগে ১৫ জনসহ সব মিলিয়ে ৫৪ জন আসামি মারা গেছেন। হত্যা মামলায় হাইকোর্টের দেওয়া রায়ের বিরুদ্ধে ২২৬ জন আসামি আপিল ও লিভ টু আপিল করেছেন। অন্যদিকে, হাইকোর্টে ৮৩ জন আসামির খালাস এবং সাজা কমানোর রায়ের বিরুদ্ধে লিভ টু আপিল করেছে রাষ্ট্রপক্ষ। এসব আপিল ও লিভ টু আপিল এখন শুনানির অপেক্ষায়। অন্যদিকে বিস্ফোরক আইনের মামলায় ৮৩৪ জন আসামির বিরুদ্ধে বিচারকাজও শুরু হয় ২০১০ সালে। কিন্তু মাঝপথে বিস্ফোরক মামলার কার্যক্রম এক প্রকার স্থগিত করে শুধু হত্যা মামলার সাক্ষ্য উপস্থাপন করে রাষ্ট্রপক্ষ। যে কারণে এই মামলার বিচার ঝুলে যায়। ক্ষমতার পালাবদলের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর বিডিআর বিদ্রোহের ঘটনার তদন্ত পুনরায় শুরুর দাবি উঠেছে। গত ১৯ ডিসেম্বর অভিযোগ নিয়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে যান শহীদ পরিবারের সদস্যরা। এই হত্যাকাণ্ড পুনঃতদন্তের জন্য গত ২৪ ডিসেম্বর আ ল ম ফজলুর রহমানকে প্রধান করে কমিশন গঠন করে ৯০ দিনের সময় বেঁধে দিয়েছে সরকার।

জনবলের অভাবে নষ্ট হচ্ছে

প্রকল্পটি মোট পাঁচ বিভাগের ১৩টি জেলায় বাস্তবায়িত হয়েছে। এটি গ্রহণের আগে কোনো সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করা হয়নি। এটি বাস্তবায়নে মোট মেয়াদকালে দুজন প্রকল্প পরিচালক অতিরিক্ত দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। এ প্রকল্পে একটি জিপগাড়ি ও ১৩টি অ্যাম্বুলেন্স ক্রয় করা হয়। হাসপাতাল ভবন, ডরমিটরি ভবন, ইলেক্ট্রিক্যাল যন্ত্রাংশ ও মেডিকেল ইকুইপমেন্ট ক্রয়ের সংস্থান ছিল প্রকল্পের আওতায়। আইএমইডি'র পিসিআর প্রতিবেদনে দেখা গেছে, প্রকল্পের আওতায় ক্রয় করা জিপ ও অ্যাম্বুলেন্সগুলো টিএন্ডওইভুক্ত করা হয়নি। প্রকল্পের আওতায় ব্যয় করা অর্থের বিষয়ে কোনো অডিট সম্পাদন হয়নি, ক্রয় করা সব যানবাহন ও যন্ত্রপাতির সুষ্ঠু ব্যবহার ও সংরক্ষণে কোনো সম্পদ বই সংরক্ষণ করা হয়নি। এ ছাড়া ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে মনিটরিং ও পরিদর্শন কার্যক্রমের নিমিত্তে কোনো সাইট বই সংরক্ষণ করা হয়নি। প্রকল্পটি শেষ হওয়ার পর টেকসই করার ক্ষেত্রে ডিপিপিতে কোনো এক্সিট প্ল্যানও করা নেই। প্রতিবেদনে আরও জানা যায়, প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে পিআইসি ও পিএসসি কমিটি গঠন করা হয়। ডিপিপিতে উল্লিখিত টিওআর অনুসারে পিআইসি ও পিএসসি সভা সঠিকভাবে করা হয়নি, যা অনাকাঙ্ক্ষিত। প্রকল্পের মোট ক্রয় পরিকল্পনা অনুসারে পণ্য প্যাকেজে মোট ব্যয়ের ৭০ কোটি ৯২ লাখ টাকা, যা মোট ব্যয়ের ২৪.২৮ শতাংশ। অপরদিকে, কার্য প্যাকেজে মোট ব্যয়ের ২১১ কোটি ৯৯ লাখ টাকা সংস্থান রাখা হয়, যা মোট ব্যয়ের ৭২.৫৮ শতাংশ। প্রকল্পটি শেষ হয়েছে ২০২২ সালের জুনে, তবে প্রকল্পের সমাপ্তির তিন মাসের মধ্যে আইএমইডিতে প্রেরণের প্রচলন থাকলেও আলোচ্য পিসিআরটি ২০২৪ সালের মে মাসে প্রেরণ করা হয়েছে অর্থাৎ ২৩ মাস পর। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, কক্সবাজারের হাসপাতালের ভবনে কোনো পরিচ্ছন্নতাকর্মী, আয়া, ওয়ার্ড বয় ইত্যাদি জনবল না থাকায় ভবনটি অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে। হাসপাতালের জন্য বরাদ্দ করা অনেক মেডিকেল যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়নি। অপারেশন থিয়েটারের জন্য স্থাপিত যন্ত্রপাতিগুলো অনেক দিন ধরে অব্যবহৃত অবস্থায় আছে। যে কারণে এগুলো নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রয়োজনীয় ডাক্তার ও জনবল না থাকায় প্রকল্পের উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হচ্ছে না। হাসপাতালের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তারা জানান, কক্সবাজার হাসপাতাল ভবনের বিভিন্ন স্থানে ফাটল দেখা গেছে এবং ভবনের কয়েক জায়গা ড্যাম হয়ে গেছে। গণপূর্ত বিভাগ থেকে পুলিশ ভবনটি বুঝে নিয়েছে। ডিপিপিতে উল্লিখিত ভবনের প্রধান ফটকটি অন্য সব জায়গায় গ্লাস ডোর ব্যবহার করা হয়েছে। অথচ এ হাসপাতালে প্রধান ফটকে গ্লাস ডোর ব্যবহার না করে কলাপসিবল গেট বসানো হয়েছে। কলাপসিবল গেটটি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে অবহিত না করেই বসানো হয়েছে। খোঁজ নিয়ে আরও জানা যায়, এ প্রকল্পের আওতায় রংপুরে চার তলা ভিতসহ তিন তলা ভবন নির্মাণ করা হয়। প্রকল্পের আওতায় একটি জেনারেটর স্থাপন করা হয়। তবে, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানান, জেনারেটরটি অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে। আইএমইডি জানায়, কক্সবাজার হাসপাতালের ভবনটিতে কেন গ্লাস ডোর স্থাপন করা হয়নিড়্এর সদুত্তর দিতে পারেননি গণপূর্ত বিভাগের প্রতিনিধি। বিষয়টি স্পষ্টতই দায়িত্ব অবহেলা ও ঠিকাদারের শর্ত ভঙ্গের শামিল। হাসপাতালের সব মালামালের সুষ্ঠু হিসাব রাখা এবং সরকারি সম্পত্তি রক্ষার স্বার্থে একটি সম্পদ বই সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। এ ছাড়া হাসপাতালে দ্রুত পরিচ্ছন্নতাকর্মী, আয়া, ওয়ার্ড বয় ইত্যাদি জনবল সংযুক্ত করা প্রয়োজন। এসব বিষয়ে পুলিশ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে জরুরিভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য বলা হয়েছে। আইএমইডি আরও জানায়, রংপুরের হাসপাতালের বিষয়ে গণপূর্ত (বিদ্যুৎ) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার কাছেও জানতে চাওয়া হয়। কিন্তু কোনো সদুত্তর পাওয়া যায়নি। অন্যদিকে, ভবনে একটি লিফট স্থাপন করা আছে, কিন্তু কিছু দিন ব্যবহারের পর লিফটটি বন্ধ হয়ে যায়। এটি কেন অচল আছে, বিষয়টি খতিয়ে দেখা দরকার। এ ছাড়া প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ করা হয়নি বিধায় ডরমিটরি ভবনটি অব্যবহৃত থাকায় ভবনটি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক পুলিশের এক কর্মকর্তা বলেন, কক্সবাজারের মধ্যে দ্বিতীয় বৃহৎ হাসপাতাল পুলিশের। কিন্তু প্রকল্পের কাজ অনেক আগে শেষ হলেও হাসপাতাল শুরু করার কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। এটি চালু হলে বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা এবং তাদের পরিবারের সদস্যসহ সবাই চিকিৎসাসেবা নিতে পারবেন। হাসপাতালে সব উন্নত প্রযুক্তির যন্ত্রাংশ বসানো হয়েছে। কিন্তু জনবলের কারণে হাসপাতালটি চালু করা সম্ভব হচ্ছে না। পুলিশ অধিদপ্তর ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে অনেকবার জানানোর পরও তারা উদ্যোগ নেয়নিড়্অভিযোগ ওই কর্মকর্তার। হাসপাতালগুলোর কার্যক্রম শুরু করা হচ্ছে না কেনড়্এমন প্রশ্নে সেন্ট্রাল পুলিশ হাসপাতালের অ্যাডিশনাল ডিআইজি মো. এমদাদুল হক বলেন, 'আমি মিটিংয়ে আছি। আপনি সরাসরি এসে কথা বলেন।' এরপর তিনি ফোন কেটে দেন। এ বিষয়ে ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটির ডেপুটি ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. এ কে এনামুল হক বলেন, 'একই অবস্থায় দেশের আরও অনেক হাসপাতাল পড়ে আছে। অনেক হাসপাতাল প্রস্তুত হয়ে আছে, কিন্তু হস্তান্তর করতে পারছে না কর্তৃপক্ষ। কনস্ট্রাকশন করেছে একটা ডিপার্টমেন্ট, কিন্তু যারা রিসিভ করবে সেখানে লোক পাওয়া যাচ্ছে না। প্রজেক্ট ডকুমেন্টে কিন্তু শর্ত দেওয়া ছিল। একনেকের ডিপিপি বাস্তবায়নের পরিকল্পনায় শর্ত দেওয়া থাকে, প্রজেক্ট শেষ হলে চলবে কীভাবে। আমি অবাক যে, পরিকল্পনা ছাড়াই কি তারা প্রকল্প পাস করেছে?' 'আমাদের দেশে এক দলের ইচ্ছা হচ্ছে শুধু কনস্ট্রাকশন করা। হাসপাতাল চলল কি না, সে বিষয়ে তাদের কোনো ইন্টারেস্ট নাই। ওই দলের কাজই হচ্ছে, একটা হাসপাতাল বানিয়ে আরেকটা বানাব। অথচ হাসপাতাল চালানোটা আরেক জনের দায়িত্ব। এখন দুই দলের সমন্বয়ের অভাব হলে তো হাসপাতাল চালু হওয়ার কোনো কারণ নাই। ডকুমেন্টে শর্ত হিসেবে আছে, কিন্তু এটা পালন হলো না কেনড়্বিষয়টি দেখা উচিত। এটা না হলে অর্থের অপচয় হবে, সম্পদও নষ্ট হবে। এক প্রশ্নের জবাবে ড. এ কে এনামুল হক বলেন, 'এই প্রকল্পে সমীক্ষা না হওয়ার বিষয়টি আমাকে অবাক করেছে। সমীক্ষা না করে তো প্রকল্প নেওয়া উচিত নয়। সরকারি টাকার প্রকল্পে অপচয় বেশি হওয়ায় সমীক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। আমার কাছে মনে হয়েছে, শুধুমাত্র কনস্ট্রাকশন করার জন্য প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। মানুষকে সেবা দেওয়ার জন্য নয়। অথচ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো মানুষকে সেবা দেওয়া। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের জবাবদিহিতার আওতায় আনা উচিত।' প্রকল্পটির বিষয়ে যেসব সুপারিশ করেছে আইএমইডি প্রকল্পটির যথাযথ বাস্তবায়নের বিষয়ে বেশকিছু সুপারিশ করেছে সরকারের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)। সুপারিশগুলো হলো-

ক. প্রকল্পে ভবন নির্মাণ হলেও জনবল নিয়োগপ্রাপ্ত না হওয়ায় এটির উদ্দেশ্য পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি। আধুনিক যন্ত্রপাতিগুলো সচল রাখার লক্ষ্যে দ্রুত হাসপাতালগুলো চালু করার ব্যবস্থা গ্রহণ একান্ত প্রয়োজন। এ বিষয়ে পুলিশ অধিদপ্তর ও প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় দৃষ্টি দিতে পারে।

খ. প্রকল্পটি গ্রহণের আগে কোনো ফিজিবিলিটি সমীক্ষা করা হয়নি। যার কারণে প্রকল্পটি বাস্তবায়নে ১০০ শতাংশ টাইম ওভার রান হয়েছে। পরিকল্পনা বিভাগের ২০১৬ সালের অক্টোবরে জারি করা পরিপত্র অনুসারে, অবশ্যই এটির ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি করার কথা। কিন্তু আলোচ্য প্রকল্পের ক্ষেত্রে এ বিধান অনুসরণ করা হয়নি। ভবিষ্যতে প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা বিভাগের সর্বশেষ অর্থাৎ ২০২২ সালের জুনে জারি করা পরিপত্র অনুসারে ৫০ কোটি টাকার উর্ধ্বে বিনিয়োগ প্রকল্পের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আবশ্যিকভাবে সমীক্ষা করাতে হবে। ওই বিধান অনুযায়ী, আবশ্যিকভাবে ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি করার বিষয়ে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

গ. পুলিশ অধিদপ্তরের আওতায় প্রকল্পগুলো সুষ্ঠু ও সঠিক সময়ে শেষ করাসহ নির্মাণ কার্যগুলো মানসম্পন্নভাবে বাস্তবায়নকাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্যে একটি ইঞ্জিনিয়ারিং সেল গঠন করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

ঘ. প্রকল্পের আওতায় ক্রয় করা একটি জিপ ও ১৩টি অ্যাম্বুলেন্স পুলিশ হাসপাতালের অনুকূলে টিএন্ডওইভুক্ত নিশ্চিত করার নিমিত্তে দ্রুত প্রশাসনিক কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়নের জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

ঙ. প্রকল্পের আওতায় মেডিকেল যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার, অফিস সরঞ্জাম, আসবাবপত্র ও অন্যান্য মালামাল কেনা হয়েছে। সরকারি সম্পত্তির সুষ্ঠু ব্যবহার ও সংরক্ষণের স্বার্থে এসব মালামালের গায়ে প্রকল্পের নাম খচিত করে একটি সম্পদ বহি সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। এ সম্পদ বহির এক কপি প্রশাসনিক শাখায় এবং এক কপি প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে জমা করা প্রয়োজন।

চ. সমাপ্ত প্রকল্পের অনুকূলে বিভিন্ন ক্যাটাগরির মোট ৭৪টি পদ সৃজনের বিষয়ে ২০২৪ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় দ্রুত পদসৃজনের সব আনুষ্ঠানিকতা সম্পাদনকরত জনবল নিয়োগের বিষয়ে পুলিশ অধিদপ্তর ও প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে দৃষ্টিপাত করতে পারে।

ছ. পিসিআর-এ অডিট সংক্রান্ত কোনো তথ্য দেওয়া হয়নি। আর্থিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার স্বার্থে অডিট করানো একান্ত আবশ্যক। সে আলোকে আগামী তিন মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট জেলার এ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অডিট সম্পাদন করে আইএমইডি'কে অবহিত করার বিষয়ে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

জ. প্রকল্পটি বাস্তবায়ন মেয়াদকালে দুজন প্রকল্প পরিচালক অতিরিক্ত দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। গুরুত্বপূর্ণ সেবামূলক এ প্রকল্প সুষ্ঠু ও পরিপূর্ণভাবে সম্পাদনের নিমিত্তে নিয়মিতভাবে একজন দক্ষ প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের কোনো বিকল্প নেই। প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন পরিকল্পনা বিভাগের ২০১৬ সালের জুনের পরিপত্র অনুসারে ৫০ কোটি টাকার উর্ধ্বে বিনিয়োগ প্রকল্পের জন্য নিয়মিতভাবে একজন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের আবশ্যকতা ছিল। কিন্তু বিষয়টি যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়নি। অপরদিকে, ২০২২ সালের জুনে পরিকল্পনা বিভাগের জারি করা সর্বশেষ পরিপত্রের নির্দেশনা মতে ভবিষ্যতে বিনিয়োগ প্রকল্পের ক্ষেত্রে নিয়মিতভাবে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

রক্ত দিয়ে হলেও সীমান্ত নিরাপদ

উত্তেজনা তৈরি হয়েছে সেটি শিগগিরই সমাধান হবে। স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা দুর্নীতি, এটি না কমলে দেশকে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব না। আমরা দুর্নীতি করলে সেটারও সঠিক তথ্য প্রকাশ করুন। তিনি বলেন, স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা হওয়ার পর আমার আত্মীয়-স্বজন বেড়ে গেছে! আমাদের পরিচয় দিয়ে কেউ সুবিধা নিতে চাইলে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে তুলে দেবেন। সিভিল সার্ভিস বিষয়ে জাহাঙ্গীর আলম বলেন, চাকরি হারানোর ভয় না থাকায় সিভিল সার্ভিস কর্মীদের ক্ষেত্রে সেবায় অনীহা কাজ করে। শৃঙ্খলা থাকলে ক্যাডারদের মধ্যে রাজনৈতিক লেজুড়বৃত্তি থাকতো না।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা ফেরাতে

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নির্বাচনে সংসদে ঐকমত্যের ভিত্তিতে যেকোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে বলেও জানিয়েছিলেন আদালত। তৎকালীন প্রধান বিচারপতি এবিএম খায়রুল হকের নেতৃত্বে আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ এ রায় দেন। আদালত তার রায়ে আরও বলেন, 'আপিল বিভাগের সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতেই আবেদনটি গৃহীত হয়েছে। এর মাধ্যমে সংবিধান (ত্রয়োদশ সংশোধনী) আইন ১৯৯৬ এই নির্দেশের পর থেকে অবৈধ ও সংবিধান বহির্ভূত ঘোষণা করা হলো। তবে আইনসম্মত না হলেও (প্রয়োজনের কারণে আইনসম্মত এবং জনগণের নিরাপত্তাই সর্বোচ্চ আইন, রাষ্ট্রের নিরাপত্তাই সর্বোচ্চ আইনসুপ্রাচীনকাল ধরে চলে আসা নীতিমালার ভিত্তিতে) দশম ও একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন বাতিল করা ত্রয়োদশ সংশোধনীর আওতায়ই হতে পারে। এ সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের সাবেক প্রধান বিচারপতিদের মধ্য থেকে অথবা আপিল বিভাগের বিচারপতিদের মধ্য থেকে একজনকে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার বিধানটি বাতিল করার পূর্ণ স্বাধীনতাও সংসদের থাকবে। একইসঙ্গে ২০০৫ সালে এ প্রসঙ্গে দায়ের করা লিভ টু আপিলটিও খারিজ করা হলো বলে জানান আদালত।' রায় ঘোষণার পর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় মামলার অন্যতম পিটিশনার আবদুল মান্নান খান বলেছিলেন, 'আপিল বিভাগের এই আদেশের ফলে দেশের গণতন্ত্রের ভিত আরও সুদৃঢ় হবে এবং বিচার বিভাগ আরও বেশি প্রভাবমুক্ত থাকতে পারবে।' আপিলকারীর আইনজীবী এমআই ফারুকী বলেছিলেন, 'আপিল বিভাগে এ রায়ের ফলে আমরা সংবিধান রক্ষা করতে পেরেছি। এটি সংবিধান, গণতন্ত্র ও জাতির জন্য খুবই ভালো হয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা হলো সামরিক শাসনের আরেকটি রূপ। সামরিক শাসন আমলে যেমন সংবিধানের কিছু ধারা রহিত ও অকার্যকর রাখা হয়, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলেও তা করা হয়।' বিশিষ্ট আইনজীবী ও এ মামলার আমিকাস কিউরি ড. এম জহির বলেছিলেন, 'সুন্দর রায় হয়েছে, আমি দীর্ঘদিন বলেছি, বিচারকদের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রক্রিয়া থেকে দূরে রাখতে। এ রায়ে আমার কথাই অনেকটা প্রতিফলিত হয়েছে। এ রায় অনুযায়ী দশম ও একাদশ নির্বাচন হবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আওতায়। কিন্তু বিচারকদের না জড়ানোর জন্য সংসদ সংশোধনী আনতে পারবে বলে রায়ের পর্যবেক্ষণে বলা হয়েছে।' এদিকে ২০২৪ সালের ২৫ আগস্ট তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল সংক্রান্ত সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী অবৈধ ঘোষণা করে তা বাতিল করা রায়ের বিরুদ্ধে রিভিউ আবেদন করেন সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) সম্পাদক বদিউল আলম মজুমদারসহ পাঁচ ব্যক্তি। বাকিরা হলেন- তোফায়েল আহমেদ, এম হাফিজ উদ্দিন খান, জোবাইরুল হক ভূঁইয়া ও জাহরা রহমান। তাদের পক্ষে অ্যাডভোকেট শরীফ ভূঁইয়া ও ব্যারিস্টার তানিম হোসেন শাওন রিভিউ আবেদন করেন। এরপর গত ১৬ অক্টোবর বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের পক্ষে আরেকটি রিভিউ আবেদন জানান সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী জয়নুল আবেদীন। গত ২০ অক্টোবর বিচারপতি মো. রেজাউল হকের নেতৃত্বাধীন চেম্বার জজ আদালত রিভিউ (পুনর্বিবেচনা) দুটির ওপর ২৪ অক্টোবর আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চে শুনানির দিন নির্ধারণ করেন। সর্বশেষ গত ২৩ অক্টোবর তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিল সংক্রান্ত সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী বাতিলের রায়ের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামি রিভিউ আবেদন দায়ের করে। জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার আপিল বিভাগে এ রিভিউ আবেদন দায়ের করেন বলে জানান দলটির আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির মনির। প্রসঙ্গত, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী জাতীয় সংসদে গৃহীত হয় ১৯৯৬ সালে। এ সংশোধনীর বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে অ্যাডভোকেট এম সলিম উল্লাহসহ তিন আইনজীবী হাইকোর্টে রিট করেন। ওই বছরের ৪ আগস্ট হাইকোর্ট বিভাগ এ রিট খারিজ করেন এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থাকে বৈধ ঘোষণা করা হয়। এরপর ২০০৫ সালে এ রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করেন রিটকারীরা। আদালত এ মামলায় আট জন অ্যামিকাস কিউরি (আদালতের বন্ধু) নিয়োগ করে তাদের মতামত শোনেন। এদের মধ্যে পাঁচ জন সরাসরি তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থার পক্ষে মত দেন। তারা হলেন- ড. কামাল হোসেন, টিএইচ খান, সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেল মাহমুদুল ইসলাম, ব্যারিস্টার এম আমীর-উল ইসলাম ও ব্যারিস্টার রোকনউদ্দিন মাহমুদ। অপর অ্যামিকাস কিউরি ব্যারিস্টার আজমালুল হোসেন কেসি তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিলের পক্ষে মত দেন। ব্যারিস্টার রফিক-উল-হক ও ড. এম জহির তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থার আমূল সংস্কারের পক্ষে মত দিয়ে তাদের প্রস্তাব আদালতে তুলে ধরেন। এছাড়া তৎকালীন অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম তত্ত্বাবধায়ক সরকার রাখার পক্ষে মত দেন।

খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা

সদস্য ও বেগম জিয়ার চিকিৎসক ডা. এজেডএম জাহিদ হোসেন। তবে এখন পর্যন্ত যে টেস্টগুলোর ফলাফল হাতে এসেছে সেগুলোর ব্যাপারে কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি তিনি। মেডিক্যাল বোর্ড গঠিত হয়েছে কিনা বা সে বোর্ডের সদস্যদের মতামতের প্রেক্ষিতে চিকিৎসা পরিকল্পনা নিয়ে কোনও অগ্রগতি হয়েছে কিনা তাও জানাতে পারেননি মালেক। শনিবার রাতে দ্য লন্ডন ক্লিনিকের সামনে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন তিনি। এ হাসপাতালেই অধ্যাপক জন প্যাট্রিক কেনেডির অধীনে চিকিৎসা চলছে খালেদা জিয়ার। তবে গত কয়েকদিন ধরে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও প্রেস ব্রিফিং করেননি খালেদা জিয়ার সাথে আসা চিকিৎসকরা।

বিগত সরকারের মিথ্যার কারণেই

লীগ সরকার এতদিন দেশবাসীকে মিথ্যা তথ্য দিয়েছে। বলেছে, বছরের পর বছর উৎপাদন বেড়েছে। কিন্তু ঘটনা উল্টো। যার ফলেই অন্তর্বর্তী সরকার বাজার নিয়ন্ত্রণে হিমশিম খাচ্ছে। সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণে সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হচ্ছে জানিয়ে তিনি বলেন, আলুর উৎপাদন কম হওয়ায় দাম বেড়েছে। যদিও বিগত সরকার আলুর বাম্পার দেখিয়েছে। শফিকুল আলম বলেন, শেখ মুজিবুর রহমানের জুট চুক্তি আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত ছিল। এর ফলাফল, ১৯৭৪ সালে ১০ লাখ মানুষ না খেয়ে মারা গেছে। তিনি আরও বলেন, ২০২৫ সালের বাজেট জনবান্ধব হবে। যৌক্তিকতা বিবেচনা করেই সরকারি চাকরিজীবীদের মহার্ঘ্য ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। এরপর নির্বাচন ও সংস্কার ইস্যুতে প্রেস সচিব বলেন, রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করেই সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট চূড়ান্ত করা হবে। সেইসঙ্গে সরকার কী পরিমাণ সংস্কার চায়, তার ওপর ভিত্তি করে নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ হবে। আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করার প্রসঙ্গে শফিকুল আলম বলেন, আওয়ামী লীগের যাদের হাতে রক্ত আছে, তাদের সবার বিচার হবে। দলটির নেতাদের মধ্যে এখনও কোনো অনুশোচনা নেই। আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করার পরিকল্পনা এই সরকারের নেই। তাদের নিষিদ্ধের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে রাজনৈতিক দলগুলো।

রাজনীতির মধ্যে ঢুকতে চাই না

প্রধান উপদেষ্টার দেওয়া টাইম ফ্রেমের মধ্যে আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি। সংস্কার আংশিক হলে আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে, আর সংস্কার পুরোদমে হলে ২০২৬ সালের জুনের মধ্যে নির্বাচনের কথা জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা। অনুষ্ঠানে জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচি-ইউএনডিপির সহায়তা হিসেবে ল্যাপটপ, স্ক্যানার, ক্যামেরাসহ অন্যান্য সরঞ্জাম নেন সিইসি। এ নিয়ে তিনি বলেন, ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশের উন্নয়ন অংশীদার ইউএনডিপি। তারা ডিসেম্বরে আমার সঙ্গে দেখা করলে ভোটার তালিকা হালনাগাদ ও নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় সহায়তার জন্য বলেছিলাম। এত দ্রুত তারা উপকরণ দিয়ে সহায়তা করায় আমি অভিভূত। ল্যাপটপ, স্ক্যানার ও ক্যামেরা দিয়ে তারা সহায়তা করল, যা আজ শুরু হলো। আশা করি, সামনের জাতীয় নির্বাচনেও অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনে সহায়তা করবে। সিইসি বলেন, ভোটার তালিকা হালনাগাদ ২০ তারিখ থেকে শুরু হচ্ছে। তাই আজ কয়েকশ ল্যাপটপ, স্ক্যানার ও ক্যামেরা ইউএনডিপি দিচ্ছে। ভবিষ্যতে এগুলো আসতেই থাকবে। পুরো নিবন্ধন কার্যক্রমে তারা আশা করি সহায়তা দেবে। জাতীয় নির্বাচনে সহায়তার জন্য তাদের নিড অ্যাসেসমেন্ট টিম আসছে। তো তারা যে একটা সহায়তা দেবে, সেটা আমরা বুঝতে পারছি। নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অনেক কিছু লাগে। এক প্রশ্নের জবাবে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন, ভোটার তালিকা নিয়ে সন্দেহ দূর করতে আমরা কাজ করছি। কাল থেকে মাঠে নামাচ্ছি। আশা করছি সন্দেহ দূর হবে। আমরা ছয় মাসের মধ্যে হালনাগাদ কার্যক্রম শেষ করার চেষ্টা করব। ভোটার প্রবৃদ্ধির হার ১ দশমিক ৫৫ শতাংশ ধরা হয়েছে। ৬৫ হাজার লোকবল কাজ করবে। হিউজ প্রোগ্রাম নিয়েছি যাতে নির্দিষ্ট সময়ের শেষ করতে পারি। সাভারে উদ্বোধন হবে। অনুষ্ঠানে ইউএনডিপির আবাসিক প্রধান স্টিফেন লিলার সিইসির কাছে ১৭৫টি ল্যাপটপ, ২০০টি স্ক্যানার, চার হাজার ৩০০টি ব্যাগ হস্তান্তর করেন। তিনি বলেন, এই সহায়তা অব্যাহত থাকবে। এ সময় অন্য নির্বাচন কমিশনারসহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন। রাজনীতির মধ্যে ঢুকতে চান না বলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দীন। রাজনীতির মধ্যে না ঢুকেই ফ্রি, ফেয়ার গেম উপহার দিতে চান বলেও জানান তিনি। রোববার (১৯ জানুয়ারি) ভোটার তালিকা হালনাগাদ কার্যক্রমের জন্য ল্যাপটপ, স্ক্যানারসহ অন্যান্য উপকরণ হস্তান্তর অনুষ্ঠানে এ তথ্য জানান তিনি। প্রধান নির্বাচন কমিশনারের কাছে এসব উপকরণ হস্তান্তর করে জাতিসংঘের উন্নয়ন প্রকল্প ইউএনডিপি। সিইসি বলেন, আমরা রাজনীতির মধ্যে ঢুকতে চাই না। আইন-কানুন বিধি-বিধানের মধ্যে থাকবো। আমরা ফ্রি, ফেয়ার গেম উপহার দিতে চাই। যেখানে সব প্লেয়ার অবাধে খেলতে পারে। আমরা এজন্য একটি মাঠ তৈরি করতে চাই। তিনি বলেন, ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশের উন্নয়ন অংশীদার ইউএনডিপি। তারা গত ডিসেম্বরে আমার সঙ্গে দেখা করলে ভোটার তালিকা হালনাগাদ ও নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় সহায়তার জন্য বলেছিলাম। এত দ্রুত তারা উপকরণ দিয়ে সহায়তা করায় আমি অভিভূত। ল্যাপটপ, স্ক্যানার, ক্যামেরা দিয়ে তারা সহায়তা করলো, যা আজ শুরু হলো। আশা করি সামনের জাতীয় নির্বাচনেও অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনে সহায়তা করবে। ভোটার তালিকা হালনাগাদ ২০ জানুয়ারি শুরু হচ্ছে জানিয়ে এ এম এম নাসির উদ্দীন বলেন, আজ কয়েকশ ল্যাপটপ, স্ক্যানার, ক্যামেরা দিচ্ছে ইউএনডিপি। ভবিষ্যতে এগুলো আরও আসতেই থাকবে ইনশাআল্লাহ। পুরো ভোটার নিবন্ধন কার্যক্রমে তারা আশা করি সহায়তা দেবে। সিইসি আরও বলেন, জাতীয় নির্বাচনে সহায়তার জন্য তাদের নিড অ্যাসেসমেন্ট টিম আসছে। ফলে তারা যে একটা সহায়তা দেবে সেটা আমরা বুঝতে পারছি। নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অনেক কিছু লাগে। ভোটার তালিকা নিয়ে সন্দেহ দূর করতে আমরা কাজ করছি। এজন্য হালনাগাদ কার্যক্রম করতে কাল (সোমবার) মাঠে নামছি। আশা করছি সন্দেহ দূর হবে। তিনি বলেন, আমরা ছয় মাসের মধ্যে হালনাগাদ কার্যক্রম শেষ করার চেষ্টা করবো। ভোটার প্রবৃদ্ধির হার এক দশমিক ৫৫ শতাংশ। ৬৫ হাজার লোকবল কাজ করবে। আমরা হিউজ প্রোগ্রাম নিয়েছি, যাতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করতে পারি। ভোটার নিয়ে সন্দেহ দূর করার জন্য বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার তালিকা করবো। আশা করি সবার সন্দেহ দূর হবে ইনশাআল্লাহ।

জিয়াউর রহমানের জন্মবার্ষিকীতে

আমান, জয়নুল আবদিন ফারুক, জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী, কেন্দ্রীয় নেতা খায়রুল কবির খোকন, আবদুস সালাম, কামরুজ্জামান রতন, মীর সরাফত আলী সপু, সুলতান সালাউদ্দিন টুকু, সাইফুল আলম নিরব, মীর নেওয়ার আলী নেওয়াজ, রফিকুল ইসলাম, আমিরুলজ্জামান খান শিমুল, মহানগর বিএনপির আমিনুল হক, রফিকুল আলম মজনুসহ নেতাকর্মীরা পুস্পস্তবক অর্পণ ও মোনাজাত করেন। উল্লেখ্য, ১৯৩৬ সালের ১৯ জানুয়ারি বগুড়ার গাবতলীতে জন্মগ্রহণ করেন জিয়াউর রহমান। স্বাধীনতার পর ১৯৭৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর তিনি বিএনপি গঠন করেন। ১৯৮১ সালে এক ব্যর্থ সেনা অভ্যুত্থানে জিয়ার মৃত্যুর পর বিএনপির হাল ধরেন তার স্ত্রী খালেদা জিয়া। দলকে ক্ষমতায় নিয়ে প্রধানমন্ত্রীও হন তিনি।জিয়ার জন্মবার্ষিকীতে বিএনপি চেয়ারপারসন নেতাকর্মীদের নিয়ে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানাতেন। তবে দুর্নীতির মামলায় দণ্ড নিয়ে তিনি কারাগারে যাওয়ার পর থেকে জিয়ার সমাধিতে যান বিএনপির মহাসচিবসহ জ্যেষ্ঠ নেতারা। জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে ঢাকার রমনার ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউট মিলনায়তনে দুপুর ২টায় রয়েছে আলোচনা সভাও রয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধ ও জুলাইয়ের চেতনায় নতুন

বলেন, সমাজে সুবিচার, ন্যায় ও সাম্য প্রতিষ্ঠায় এবং মানুষের মানবিক মর্যাদা সমুন্নত রাখতে সাংবাদিক সমাজের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা করে ভুল ত্রুটি ধরিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রপতি ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সদস্যদের পেশাদারিত্বের সঙ্গে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান। গুজব, অপপ্রচার, অপতথ্য ও বিকৃত তথ্য প্রচার প্রতিরোধে এবং এ বিষয়ে জনগণকে সচেতন করতে গণমাধ্যমের কার্যকর ভূমিকার ওপর জোর দেন রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রপতির সামরিক সচিব মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আদিল চৌধুরী এবং প্রেস সচিব মো. সরওয়ার আলম।

অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় আসার পর

ভারতের রয়েছে বলে জানান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইসিটি সেলের পরিচালক অধ্যাপক ড. মোসাদ্দেক হোসাইন কামাল। তিনি বলেন, বিগত সরকারের আমলে ভারত যেমন ট্রানজিট সুবিধা পেয়েছে, এ ক্ষেত্রেও তা সমর্থনযোগ্য নয়।

আর্জেন্টিনা-বাংলাদেশ ফুটবল সম্পর্ক

করারও অনুরোধ করেছেন। রাষ্ট্রদূত বলেন, আমাদের যে ভালো অনুভূতি আছে, আমরা তা দুদেশের স্বার্থে কাজে লাগাতে পারি। তিনি আরও বলেন, আর্জেন্টিনা বর্তমানে বাংলাদেশে সয়াবিন, গম, ভুট্টা, কাঁচা তুলাসহ অন্যান্য পণ্য রপ্তানি করে এবং দেশ থেকে বার্ষিক প্রায় ২২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের কিছু পোশাক পণ্য আমদানি করে। রাষ্ট্রদূত তুলা, যৌথ বিনিয়োগ, ওষুধ, টেক্সটাইল, ফুটবল সহযোগিতা (নারীসহ), ক্ষুদ্রঋণ, বাণিজ্য প্রতিনিধিদল, এলএনজি, ধানের রোগ সম্পর্কিত বিষয়গুলোতে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার ওপর জোর দেন। এ সময় প্রধান উপদেষ্টার (এসডিজিবিষয়ক) প্রধান সমন্বয়কারী লামিয়া মোর্শেদ, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

সাকিব আল হাসানকে

ফার্মের এমডি গাজী শাহাগীর হোসাইনের বিরুদ্ধে পরোয়ানা জারি করা হয়। আদালতের পেশকার আতিকুর রহমান বলেন, "আজ (রোববার) মামলার আসামি ইমদাদুল হক আত্মসমর্পণ করে জামিনের আবেদন করেন। আদালত শুনানি শেষে তার জামিন মঞ্জুর করেন। "অপর আসামি মালাইকা বেগম মারা যাওয়ায় তার মৃত্যু প্রতিবেদন চাওয়া হয়েছে। এছাড়া সাকিব আল হাসান ও গাজী শাহাগীর হোসাইন আদালতে উপস্থিত না হওয়ায় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে।" গ্রেপ্তার সংক্রান্ত তামিল প্রতিবেদন দাখিলের জন্য বিচারক আগামী ২৪ মার্চ দিন ঠিক করেছেন বলে জানিয়েছেন পেশকার আতিকুর।আইএফআইসি ব্যাংকের রিলেশনশিপ অফিসার সাহিবুর রহমান গত ১৫ ডিসেম্বর এই মামলা দায়ের করেন। সেখানে সাকিব আল হাসানের পাশাপাশি তার কোম্পানি সাকিব আল হাসান অ্যাগ্রো ফার্ম, ফার্মের এমডি গাজী শাহাগীর হোসাইন, পরিচালক ইমদাদুল হক ও মালাইকা বেগমকেও আসামি করা হয়। গত ১৮ ডিসেম্বর শুনানি শেষে সাকিবসহ চারজনের নামে সমন জারি করেছিল আদালত।মামলার বাদী সাহিবুর রহমানের ভাষ্য, "সাকিব আল হাসান অ্যাগ্রো ফার্ম ঋণের বিপরীতে দুটি চেক দিয়েছিল। ঋণ শোধ না করায় আমরা টাকা উত্তোলন করতে গিয়ে দেখি অ্যাকাউন্টে পর্যাপ্ত টাকা নেই। "তখন নোটিস দেওয়া হয়। তারা কোনো জবাব না দেওয়ায় আমরা আদালতে চেক ডিজঅনারের মামলা করি।" সাকিব আল হাসান অ্যাগ্রো ফার্ম লিমিটেডের কার্যক্রম মূলত সাতক্ষীরায়। সাকিব এর চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। মামলায় বলা হয়, সাকিবের মালিকানাধীন ওই অ্যাগ্রো ফার্ম ২০১৭ সালে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল হিসেবে এক কোটি এবং টার্ম লোন হিসেবে দেড় কোটি টাকা আইএফআইসি ব্যাংকের বনানী শাখা থেকে ঋণ নেয়। এর মধ্যে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল হিসেবে নেওয়া টাকা সময়মত পরিশোধ না করায় ব্যাংক ওই টাকা মেয়াদি ঋণে পরিবর্তন করে। টাকা ফেরত চেয়ে কয়েক দফা নোটিস দেওয়ার পর সাকিবের কোম্পানি চলতি বছরের ৪ সেপ্টেম্বর ব্যাংককে চার কোটি ১৪ লাখ টাকার দুটি চেক দেয়। কিন্তু অ্যাকাউন্টে যথেষ্ট টাকা না থাকায় চেক 'বাউন্স' করে। পরে ঋণের টাকা ফেরত চেয়ে আইএফআইসি ব্যাংকের বনানি শাখা নেগোশিয়েবল ইন্স্ট্রুমেন্ট অ্যাক্ট অনুযায়ী দৈনিক পত্রিকার মাধ্যমে লিগ্যাল নোটিস পাঠান। নোটিস পাঠানোর পর ৩০ দিন পার হলেও সাড়া না পেয়ে আদালতে এই মামলা করা হয়। অভিযোগের বিষয়ে সাকিব বা তার কোম্পানির কারও বক্তব্য বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম জানতে পারেনি।

পাহাড় কাটা নিয়ে টম অ্যান্ড জেরি

যদি জাদু না থাকে তাহলে পাহাড় কাটতে দেওয়া যাবে না। তিনি বলেন, "চট্টগ্রামে পাহাড় কাটার বিষয়ে টম অ্যান্ড জেরি খেলা আর চলবে না। আমি আসব-যাব, পাহাড় কাটা বন্ধ হবে। কাল আবারো পাহাড় কাটা হবে। ওরা রাতেও পাহাড় কাটে। রাতের বেলা পাহাড় পাহারা দিতে হবে। এটা সবার দায়িত্ব। এটা সরকারের আইন। রবিবার (১৯ জানুয়ারি) সকালে চট্টগ্রাম নগরের থিয়েটার ইনস্টিটিউটে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন (চসিক) আয়োজিত পলিথিন বিরোধী এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ে স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন চসিক মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। রিজওয়ানা হাসান পলিথিনের ব্যবহার প্রসঙ্গে বলেন, "পলিথিন শপিংব্যাগের বিরোধিতা আমাদের সময়ে শুরু হয়নি। এটি ২০০২ সালে নিষিদ্ধ হয়েছে। আজ ২০২৫ সালে এসে এটি বাস্তবায়নের কথা আমরা বলছি। কতটা দুর্ভাগ্য আমাদের। জনগণের স্বার্থেই পলিথিন বন্ধ করা হয়েছিল। আমার মনে আছে, ২০০৪ থেকে ২০০৬ সালে লাগাতার অভিযান করে পলিথিনের ব্যবহার প্রায় কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তখন কেউ বিকল্পের কথা তোলেনি। বিকল্প আপনার-আমার সবারই আছে। এই ধোঁয়াগুলো তোলা হয়, প্লাস্টিক-পলিথিন ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে। আপনার দাদা পর্যন্ত যাব কেন? আপনার বাবা কি নিয়ে বাজারে যেতেন? চটের ব্যাগ নিয়ে বাজারে যেতেন। পলিথিনের অপকারিতা তুলে ধরে তিনি বলেন, "এখন বাজারে গেলে গাজরের জন্য, শসার জন্য, ফুলকপির জন্য, কাঁচা মরিচের জন্য একটা করে পলিথিন। মাছ-মাংসের জন্য পলিথিন তো আছেই। এটা আসলে সরকার আইন করেছে বলে আপনাকে মানতে হবে না। আপনাকে এজন্য মানতে হবে, আপনার ভবিষ্যৎ এবং সরকারের জন্য খারাপ। আমাদের দূষিত বাতাস ইনহেইল করেও আপনার বাচ্চা অসুস্থ হচ্ছে। পলিথিন ব্যাগে খাবার রেখে খাওয়া চরম অনিরাপদ। প্লাস্টিকের গ্লাসে গরম চা-কফি দেওয়া হলে মাইক্রোপ্লাস্টিক লিকেজ হয়ে সিস্টেমে ঢুকে যাচ্ছে। এটা কেন আপনার সন্তানকে খাওয়াবেন? আপনার মনে রাখতে হবে, এটা খারাপ জিনিস এবং এটির বিকল্প আছে। পলিথিন সস্তা নয় উল্লেখ করে এই উপদেষ্টা বলেন, "অনেকে সস্তার কথা বলেন। পলিথিন নাকি সস্তা। এটা কেমন করে সস্তা হল? আপনি পলিথিনের জন্য আলাদা টাকা দিচ্ছেন না। পলিথিন যারা বানাচ্ছে তারা কি বিদ্যুৎ ছাড়া বানাচ্ছে? তারা কাঁচামাল বিদেশ থেকে আমদানি করে আনছে। আমরা যখন পলিথিন বন্ধের কাজ শুরু করলাম তখন শ্রমিক পুনর্বাসনের ধোঁয়া তুললো। প্লাস্টিক যে তাপমাত্রায় পোড়ানোর কথা তার চেয়ে অনেক কম তাপমাত্রায় পুড়িয়ে তারা শপিংব্যাগ তৈরি করছে।

কর্মসংস্থান ব্যাংককে গ্রাহকদের সুখে-

তিনি। সম্মেলনে ব্যাংকটি জানায়, দীর্ঘ চলার পথে তাদের খেলাপি ঋণের পরিমাণ মাত্র ৩ দশমিক ৬৮ শতাংশ। তবে, কর্মসংস্থান বৃদ্ধির কার্যপরিধি বাড়াতে সরকারি কোষাগার থেকে ৩ হাজার কোটি টাকা অর্থ সহায়তা চান ব্যাংকটির চেয়ারম্যান ড. এ এফ এম মতিউর রহমান। অন্যাথায় জেনারেল ব্যাংকিং পরিচালনার অনুমতি দাবি করেন তিনি। এ সময় কর্মসংস্থান ব্যাংকের সার্বিক কার্যক্রমে সন্তোষ প্রকাশ করে অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, সামাজিক দায়বদ্ধতার কিছু সম্পদ যদি এ ব্যাংকে দেওয়া হয়, তাহলে সম্পদ বাড়বে প্রতিষ্ঠানটির। অর্থ সংস্থানে জেনারেল ব্যাংকিং ভালো হবে না। তবে, সরকার চেষ্টা করবে। পাশাপাশি আমানত বাড়াতে নিজস্ব পণ্যে বহুমুখীকরণ আনতে হবে।

এখনো ঘুরে দাঁড়ানোর আশা

বিভিন্ন সময় দেশ ছেড়ে বিদেশে পাড়ি জমান। নেতাকর্মীরা আত্মগোপনে চলে যাওয়ার পর অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে আওয়ামী লীগ এবং এখন পর্যন্ত একই অবস্থায় রয়েছে দলটি। সরকার পতনের পর দলের সভাপতি শেখ হাসিনা থেকে শুরু করে জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন, ওয়ার্ড পর্যায় পর্যন্ত আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনগুলোর হাজার হাজার নেতাকর্মীর নামে মামলা হয়েছে। শীর্ষ পর্যায় থেকে শুরু করে জেলা উপজেলা, ইউনিয়ন পর্যায়ের অনেক নেতা, সাবেক মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, এমপি গ্রেপ্তার হয়ে কারাগারে আছেন। শেখ হাসিনার নামে এখন পর্যন্ত প্রায় আড়াইশ' মামলা হয়েছে। শীর্ষ পর্যায়ের নেতাদের কারো কারো নামে অর্ধশতাধিক মামলা রয়েছে। যেসব নেতাকর্মীর নামে মামলা হয়েছে তাদের অর্ধিকাংশের একাধিক, কারো কারো নামে চারটি-পাঁচটি করেও মামলা হয়েছে। এখনও অনেকের নামে মামলা দেওয়া হচ্ছে বলে দলটির নেতারা জানান। এই পরিস্থিতিতে মাঠের রাজনীতিতে আসা বা রাজনৈতিকভাবে ঘুরে দাঁড়ানোর মতো অবস্থা এখনও তৈরি হয়নি বলে দলের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের নেতারা মনে করছেন। দ্রুতই পরিস্থিতি তাদের জন্য স্বাভাবিক হয়ে আসবে এমন কোনো সম্ভাবনাও তারা দেখছেন না। ধৈর্য ধরে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের পরামর্শ ছাড়া এই মুহূর্তে কর্মীদের কোনো আশা দিতে পারছেন না। তবে দলের নীতিনির্ধারকরা নেতাকর্মীদের আস্তে আস্তে রাজনীতিমুখী করার চিন্তাভাবনা শুরু করেছেন বলে জানা গেছে। এ ব্যাপারে করণীয় কী হবে সেটি ভাবা হচ্ছে। জানুয়ারির পর এ ব্যাপারে কিছু দিক নির্দেশনা আসতে পারে বলে দলটির নেতাদের কেউ কেউ জানান।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে আওয়ামী লীগের মধ্যম পর্যায়ের এক নেতা বলেন, নেতাকর্মীরা এখনও আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। হামলা হচ্ছে, হামলা হচ্ছে। গ্রেপ্তার করে মামলায় ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অমানুষিক নির্যাতন চলছে। আওয়ামী লীগকে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা চলছে। অপর এক নেতা বলেন, দল থেকে এখনও নেতাকর্মীদের ধৈর্য ধরে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের পরামর্শই দেওয়া হচ্ছে। এই মুহূর্তে ঘুরে দাঁড়ানোর কোনো আশা পাওয়া যাচ্ছে না। তবে নেতাকর্মীদের কীভাবে রাজনীতিমুখী করা যায়, সেই চিন্তাভাবনা চলছে। জানুয়ারির পর এ ব্যাপারে নির্দেশনা আসতে পারে।

সাবেক শিক্ষামন্ত্রী নওফেলের আয়কর নথি

কর্মকর্তা কমলেশ মন্ডল আয়কর নথি জব্দের আবেদন করেন। পরে আদালত তা মঞ্জুর করেন। আবেদনে বলা হয়, সাবেক শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী ওরফে নওফেল অসৎ উদ্দেশ্য ও অসাধু উপায়ে জ্ঞাত আয়ের উৎসের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ ২ কোটি ২৭ লাখ ৫৯ হাজার ৩০৮ টাকার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদের মালিকানা অর্জন করেছেন। এ ছাড়া ভোগদখলে রেখে অপরাধমূলক কাজ করেছেন। নওফেল ৪১টি ব্যাংক হিসাবে সন্দেহজনকভাবে ১১৩ কোটি ৮৯ লাখ ৪৩ হাজার ৬২৮ টাকা লেনদেন করে মানিলন্ডারিংয়ের সম্পৃক্ত অপরাধ দুর্নীতি ও ঘুষ সংঘটনের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ বা সম্পত্তির অবৈধ উৎস গোপন বা আড়াল করার উদ্দেশ্যে তা রূপান্তর বা স্থানান্তর করে দুর্নীতি দমন আইনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন। তাই মামলাটি রুজু করা হয়েছে।

হাইকোর্টে চিন্ময়ের জামিন আবেদন

নভেম্বর ঢাকায় গ্রেফতার হন। পরদিন গত বছরের ২৬ নভেম্বর জামিন আবেদন করা হলে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় তার জামিন আবেদন নাকচ করে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট। ওই আদেশের পর আদালত প্রাঙ্গণে প্রিজনভ্যান ঘিরে বিক্ষোভ করেন চিন্ময়ের লোকজন। আড়াই ঘণ্টা পর পুলিশ সাউন্ড গ্রেনেড ছুড়ে বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করে চিন্ময় দাসকে কারাগারে নিয়ে যায়। সেদিন সংঘর্ষের মধ্যে আইনজীবী সাইফুল ইসলাম আলিফকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়।

পলাতক' শ্রমিক লীগ নেতার গ্রেফতারে

সহসভাপতি জুবায়ের জাকির বক্তব্য রাখেন। তারা দুজনেই শ্রমিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় নেতা। ওই বর্ধিত সভায় সভাপতিত্ব করেন ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুর রহিম বক্স দুদু। প্রধান অতিথি ছিলেন জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের সমন্বয়ক ও বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার বিশেষ সহকারী শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস। এমন একটি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রেখেছেন ছাত্র-জনতা আন্দোলনে সরাসরি হামলায় অংশ নেওয়া ফরিদপুর জেলা শ্রমিক লীগের সভাপতি পুলিশের তালিকাভুক্ত শীর্ষ সন্ত্রাসী গোলাম নাছির ও জুবায়ের জাকির। বিষয়টি মেনে নিতে পারছেন না ফরিদপুরের ছাত্র সমন্বয়করা। নাছির ও জুবায়েরের বক্তব্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ভাইরাল হওয়ার পর ক্ষুব্ধ হয়ে এই আলটিমেটাম দেন ছাত্র সমন্বয়করা। সমন্বয়ক সোহেল রানা বলেন, 'এই নাছির ছাত্র-জনতার আন্দোলনে সরাসরি তার বাহিনী নিয়ে হামলায় অংশ নেন। তার বিরুদ্ধে একাধিক মামলা থাকা সত্ত্বেও প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আগামী পাঁচ দিনের মধ্যে নাছিরসহ হামলাকারীদের গ্রেফতার দেখাতে না পারলে পুলিশ সুপারের কার্যালয়ের সামনে আমরণ অনশনে বসবো আমরা।' শুধু নাছির একা নন, অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করতে দেখা গেছে জেলা শ্রমিক লীগের সিনিয়র সহসভাপতি মো. জুবায়ের জাকিরকে। পুলিশ খুঁজে না পেলেও, এমন একটি অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিতে দেখে হতবাক ফরিদপুরের সাধারণ মানুষ ও ছাত্রসমাজ। সংবাদ সম্মেলনে অন্যদের মধ্যে সমন্বয়ক আবরার নাদিম ইতু, নীরব ইমতিয়াজ শান্ত, মেহেদী হাসান হৃদয়, সাজিদ খান, আবু নাঈম, জেবা অতশি, সিফাত, ওয়ালিদ, আশরাফ, তাহসিন, আশিক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। হামলাকারীদের গ্রেফতারের বিষয়ে ফরিদপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শৈলেন চাকমা বলেন, 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে যারা হামলার সঙ্গে জড়িত ছিল তাদের অনেককেই গ্রেফতার করা হয়েছে। বাকি আসামিদের গ্রেফতারে তৎপর রয়েছে পুলিশ।'

শিক্ষকদের সব দাবি মেনে নিতে

বৈষম্যের শিকার সকল স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদরাসা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ন্যায় জাতীয়করণের দাবিতে' মানববন্ধনে তিনি এ কথা বলেন। জোনায়েদ সাকি বলেন, পরবর্তী প্রজন্ম আমাদের ভবিষ্যৎ কারিগর হয়ে উঠবে। তাদের যদি আমরা যথার্থভাবে গড়ে তুলতে চাই তাহলে যারা তাদের গড়ে তুলবে, সেই শিক্ষকরা; তাদের মর্যাদা দিতে হবে। তাদের সব দাবিদাওয়া পূরণ করতে হবে। শিক্ষকদের জীবন মানবেতর জায়গায় রেখে এই জনগোষ্ঠী এই জাতি ওপরে উঠবে তা আশা করা যায় না। তিনি বলেন, আমরা দেখছি বাংলাদেশের শিক্ষকরা মানবেতর জায়গায় আছেন। বিশেষ করে প্রাথমিক, মাধ্যমিক বিভিন্ন জায়গায়। কেউ বদলি হতে পারছেন না, কেউ বেতন পাচ্ছেন না, কেউ মর্যাদা পাচ্ছেন না। কাজেই আমরা এই প্রশ্নগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অভ্যুত্থানের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা সরকার যেন বাস্তবায়ন করে সেই দাবি জানাই। সমাবেশে বক্তারা বলেন, আমরা স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদরাসার শিক্ষকরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ন্যায় সরকারি বিধি-নিয়ম অনুসরণ করে ৪০ বছর বিনা বেতনে শিক্ষকতার পেশায় দায়িত্ব পালন করে আসছি। কিন্তু আমাদের কোনো বেতন-ভাতা না থাকায় মানবেতর জীবনযাপন করছি। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ন্যায় স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদরাসা জাতীয়করণসহ ছয় দফা দাবি বাস্তবায়নে অন্তর্বর্তী সরকারের শিক্ষা উপদেষ্টার প্রতি জোর দাবি জানান তারা। ঘোষিত ৬ দফা দাবিগুলো হলো- মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত সব স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদরাসাকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ন্যায় জাতীয়করণ করা; প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের মতো স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তিসহ সব সুযোগ-সুবিধা দেওয়া; মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত কোডবিহীন মাদরাসাগুলোকে অবিলম্বে কোড নম্বরে অন্তর্ভুক্ত করা; প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মতো স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদরাসা শিক্ষকদের পিটিআই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা; প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মতো স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদরাসায় চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীর পদ সৃষ্টি করা; এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মতো স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদরাসাগুলোকে স্থায়ী রেজিস্ট্রেশন প্রদান এবং ভৌত অবকাঠামো নিশ্চিত করা। আন্দোলন বাস্তবায়ন কমিটির আহ্বায়ক শামসুল আলমের সভাপতিত্বে সমাবেশে দাবিগুলোর সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে বক্তব্য রাখেন নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না। পরে স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদরাসা শিক্ষক ঐক্যজোট, আন্দোলন বাস্তবায়ন কমিটির শিক্ষকদের সাত সদস্যের প্রতিনিধিদল সচিবালয়ে শিক্ষা উপদেষ্টা বরাবর স্মারকলিপি দেয়।

কবীর বিন আনোয়ার ও আব্দুস

অবৈধ সম্পদ পাওয়া গেছে। তিনি ১৮টি ব্যাংক হিসাবে ২৭ কোটি টাকার অস্বাভাবিক লেনদেন করেছেন।

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনের

উপদেষ্টা বলেন, 'সঠিক প্রচারপত্র তৈরি করে স্টেক হোল্ডারদের কাছে পৌঁছাতে পারলে সেলফ কারেকশন চলে আসবে। ভোক্তা তার অধিকার জানতে পারলে তার মধ্যে সেটা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তৈরি হবে।' তিনি বলেন, 'প্রত্যেক মানুষের সমাজে দায় রয়েছে, সে দায় সম্পর্কে তাদের অবহিত করা দরকার।' প্রয়োজনে শিক্ষা কার্যক্রমে ভোক্তার অধিকার ও নৈতিকতা বাড়ানোর কনসেপ্ট অন্তর্ভুক্ত করার আহ্বান জানান তিনি। সভায় আরও বক্তব্য রাখেন- বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব (রুটিন দায়িত্ব) মোহাম্মদ নাভিদ শফিউল্লাহ, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতরের মহাপরিচালক মো. আব্দুল আলিম খান, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের (এফবিসিসিআই) প্রশাসক মো. হাফিজুর রহমান, কনজুমার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব) সাধারণ সম্পাদক মো. হুমায়ূন কবির ভূইয়া, বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশনের (বিএসটিআই) মহাপরিচালক এস এম ফেরদৌস আলম ও ঔষধ প্রশাসন অধিদফতরের প্রতিনিধিরা।

চাকরিতে বৈষম্য হলে সরকারের

সংস্কারের সময় এসেছে। আমরা জানি এক বছরে সবকিছু সংস্কার করা যাবে না। গত ১৫ বছর যে দল দেশ পরিচালনা করেছে তাদের সাথে কথা বলতে আমি ঘৃণা করতাম। কিন্তু বর্তমানে যারা উপদেষ্টার মধ্যে আছে তাদের সাথে কথা বলা যেতে পারে। এই যে শিক্ষকরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাবি জানাচ্ছে এই দাবির বিষয়ে তাদের সাথে কথা বলা যেতে পারে। অন্তর্বর্তী সরকারের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, শিক্ষক জাতির বিবেক এদের বিষয়ে আপনাদের চিন্তা করতে হবে। এরা চায় মন্ত্রণালয়ের থেকে কেউ এসে এদের সাথে কথা বলুক। এদের যা দাবি তা শুনুন আপনাদের কোন কথা থাকলে তাও বলুন। এদের ন্যায্য দাবি বিষয়ে পদক্ষেপ নেন। রাস্তায় যদি শিক্ষক থাকে তাহলে আপনাদের কোন মান থাকে না। দেশের কোন মান থাকে না। সুতরাং যত তাড়াতাড়ি পদক্ষেপ নেবেন তত ভালো।

অবস্থান কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন বদলিপ্রত্যাশী এমপিওভুক্ত শিক্ষক ফোরামেরক রাশিদা আক্তার, রবিউল ইসলাম, তোফায়েল সরকার, আতিকুল ইসলাম, আবু নাছের সুমন, শিশির কুমার নন্দী, তোফায়েল আহমেদ, আসিফ আলী, মশিউর রহমান, রফিকুল ইসলাম, আব্দুল হাই সিদ্দিকী, বশির আহমেদ এবং অন্যান্য শিক্ষক সংগঠনের নেতারা।

অবহেলিত এলাকার যোগাযোগ

কিছু হয়েছে ঢাকায়, দেশের বড় বড় শহরগুলোতে হয়েছে। কিন্তু সাধারণ মানুষ উন্নয়নের কোন সুফল পায়নি। তিনি বলেন, প্রধান উপদেষ্টার নির্দেশ হচ্ছে, যেসব জায়গায় উন্নয়ন ছোঁয়া পৌঁছেনি সেসব জায়গায় পৌঁছাতে হবে। এজন্য সন্দীপের বিষয়টা আমরা একটা টেস্ট কেস হিসেবে দেখেছি। এরপর হয়তো আমরা অন্যান্য বিচ্ছিন্ন জেলায় সড়ক যোগাযোগের ব্যবস্থা করব। কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখতে হবে সড়ক নির্মাণ খুব ব্যয়বহুল। এইজন্য সেখানে যদি অর্থনৈতিক কোন কর্মকাণ্ড না হয় তাহলে সড়কের বিনিয়োগ ঠিক হবে। উন্নয়নকে মানুষের দোরগোড়াই পৌঁছে দিতে চাই উল্লেখ করে সড়ক উপদেষ্টা বলেন, উন্নয়নে আমরা একটি ব্রিজের ব্যাপারে চিন্তা করছি কেন কারণ ওখানে গ্যাস পাওয়া গেছে। এজন্য সেখানে মানুষের যাতায়াতের প্রয়োজন বাড়ছে এখানে শিল্প হবে। এখন আপনি চিন্তে দিয়ে গেলে সন্দীপ যাবেন সেটার জন্য সেতু তো সরকার ১০-১২ হাজার কোটি টাকা খরচ করবে না। করলে অন্যায় হবে। সরকারের অর্থ সীমিত। এটি শুধু সন্দীপের মানুষের জন্য না সরকারের যেখানে প্রয়োজন আছে সেখানে উন্নয়ন হবে। উন্নয়নকে মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে চাই। সেজন্য যেসব জায়গায় উন্নয়ন পৌঁছে নিয়ে, মানুষ অবহেলিত। এজন্য সড়কে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আমরা বলেছি, যেসব জায়গায় অবস্থা খারাপ, যোগাযোগ ব্যবস্থা নেই সেসব জায়গায় আপনারা অগ্রাধিকার দেন। সেজন্য এ সরকারের একটি কথা যে সব জায়গায় উন্নয়ন পৌঁছেনি, সে সব জায়গায় পৌঁছে দেয়া। এসময় বিগ্রেডিয়ার শামস বলেন, আমরা সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে এপ্রোচ রোডের যে কাজ সেটি করছি। আমরা টার্গেট নিয়েছি আগামী মার্চের ১০ তারিখের মধ্যে সেটি অপারেশনের জন্য প্রস্তুত করব। বাকি যে কাজ সেটা আমরা মাননীয় উপদেষ্টা মহোদয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে করব। বিআইডব্লিউটিএ' প্রধান প্রকৌশলী (ড্রেজিং) রকিবুল ইসলাম তালুকদার বলেন, আমরা সম্মিলিতভাবে এটি বাস্তবায়ন করছি। আমাদের একটি পরিকল্পনা। আগামী মার্চের ১০ তারিখের মধ্যে এই নৌরুটটি সাময়িকভাবে চালু করবো ইনশাল্লাহ। জেলা প্রশাসক ফরিদা খানম বলেন, এই কাজটিতে কেউ যদি জায়গা জমি নিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে আমাদের সঙ্গে অথবা লোকাল ইউএনও সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। অবশ্যই ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করব। মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার নির্দেশে প্রকল্প যথা সময়ে শেষ হবে। সেটি আগামী ১০ মাস উদ্বোধন হবে ইনশাল্লাহ।

ইবতেদায়ি মাদ্রাসা জাতীয়করণসহ ৬

সহকারী শিক্ষকদের বেতন ৩ হাজার ৩০০ টাকা এবং প্রধান শিক্ষকদের সাড়ে ৩ হাজার টাকা করে অনুদান দেওয়া হয়। বাকি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের জাতীয়করণ তো দূরের কথা, আজ পর্যন্ত একটি স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসাও এমপিওভুক্তির আওতায় আনা হয়নি। আমরা শিক্ষকরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মতো স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসা জাতীয়করণের দাবি জানাচ্ছি। শিক্ষকদের দাবির সঙ্গে সংহতি জানিয়ে গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক জোনায়েদ সাকি বলেন, 'পরবর্তী প্রজন্ম আমাদের ভবিষ্যৎ কারিগর হয়ে উঠবে। তাদের যদি আমরা যথার্থভাবে গড়ে তুলতে চাই, তাহলে যারা তাদের গড়ে তুলবেন, সেই শিক্ষকরা; তাদের মর্যাদা দিতে হবে। তাদের সব দাবি-দাওয়া পূরণ করতে হবে।' শিক্ষকদের ছয় দফা দাবি হলো- মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত সব স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসাকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মতো জাতীয়করণ করা; 'স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তিসহ সব সুযোগ-সুবিধা দেওয়া; মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত কোডবিহীন মাদ্রাসাগুলোকে অবিলম্বে কোড নম্বরে অন্তর্ভুক্ত করা; স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসা শিক্ষকদের পিটিআই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা; স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসায় চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীর পদ সৃষ্টি করা এবং ইবতেদায়ি মাদ্রাসাগুলোকে স্থায়ী রেজিস্ট্রেশন দেওয়া ও ভৌত অবকাঠামো নিশ্চিত করা। স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি শিক্ষক ঐক্যজোটের আন্দোলন বাস্তবায়ন কমিটির আহ্বায়ক মো. শামসুল আলমের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য দেন সংগঠনের অন্যান্য সদস্যরা। তাদের দাবির সঙ্গে আরও সংহতি প্রকাশ করেন নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না। এ সময় শিক্ষকদের সাত সদস্যের প্রতিনিধি দল সচিবালয়ের শিক্ষা উপদেষ্টা বরাবর স্মারকলিপি দেবে বলে জানানো হয়।

ডব্লিউএইচও থেকে পুতুলকে সরাতে

সংবাদমাধ্যমকে বলেন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ পুতুলকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক পরিচালক হওয়ার যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও ডব্লিউএইচও'র আঞ্চলিক পরিচালক বানাতে তিনি (শেখ হাসিনা) ক্ষমতাকে অনৈতিকভাবে ব্যবহার করেছেন। এ অভিযোগের প্রাথমিক তথ্য যাচাই শেষে অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

স্বীকৃতি ও হামলার প্রতিবাদে

আক্রমণে ও সেনাবাহিনীর গুলিতে চার জন আদিবাসী মর্মান্তিক হত্যার শিকার হন। আদিবাসীদের বাড়িঘর, দোকানপাট ও বৌদ্ধ বিহারে অগ্নিসংযোগ, ভাঙচুর ও লুটপাট চালানো হয়। এতে বলা হয়েছে, গত ২৪ ও ২৫ ডিসেম্বর দিবাগত রাতে বান্দরবানের লামা উপজেলার ত্রিপুরা পাড়ার আদিবাসীদের পাশের পাড়ায় বড়দিনের উৎসবে গেলে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলা হয় পাড়ার ১৭টি ঘর। রাষ্ট্রীয় মদদে আমাদের দেশের আদিবাসীদের ওপরে তীব্র আক্রমণ-নিপীড়ন অব্যাহত রয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় সম্প্রতি ঢাকায় আমরা 'স্টুডেন্টস ফর সভারেন্টি' নামে একটি ভুঁইফোঁড় উগ্র জাতিবাদী সংগঠনের আবির্ভাব দেখতে পারছি, যারা নবম ও দশম শ্রেণির বাংলা ব্যাকরণ এবং রচনা পাঠ্যপুস্তকের পেছনের প্রচ্ছদ থেকে 'আদিবাসী' শব্দসম্বলিত গ্রাফিতি সরিয়ে ফেলার দাবি জানায়। এতে আরও বলা হয়েছে, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এনসিটিবি সেই গ্রাফিতি সরিয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়। একই সঙ্গে এনসিটিবির চেয়ারম্যান গণমাধ্যমকে জানান, '... এছাড়া বইয়ের কোথাও আদিবাসী শব্দ নেই।' বাস্তবিকই ২০২৫ শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যপুস্তকের কোথাও 'আদিবাসী' শব্দ নেই, সেখানে রয়েছে 'নৃ-গোষ্ঠী', 'ভিন্ন নৃ-গোষ্ঠী', 'বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠী' কিংবা 'অন্যান্য নৃ-গোষ্ঠী', যা আগের শিক্ষাবর্ষে ছিল 'ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী'। আমাদের পাঠ্যপুস্তকে ভয়ানকভাবেই আদিবাসীদের অপরায়ন ও বিমানবিকীকরণ করা হয়েছে। বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, উদাহরণস্বরূপ, তৃতীয় শ্রেণির শিশুদের পাঠ্য 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' বইয়ে রয়েছে, 'আমাদের মাতৃভাষা বাংলা। বাংলাদেশের মানুষ বাংলায় কথা বলে। এছাড়াও অন্যান্য নৃ-গোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষাও রয়েছে।' পাঠ্যপুস্তকের এই অপরায়ন ও বৈষম্যের মূলে রয়েছে ১৯৭২ সালে প্রণীত ও ১৭ বার সংশোধিত জাতিবাদী সংবিধান, যেখানে আদিবাসীদের জাতিসত্তার কোনো স্বীকৃতি নেই। যেখানে আদিবাসীদের পরিচিতি করা হয়েছে 'উপজাতি', 'ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী, সম্প্রদায়' হিসেবে। আরও বলা হয়েছে, 'স্টুডেন্টস ফর সভারেন্টি' নামক উগ্র জাতিবাদী সংগঠনটি ফ্যাসিবাদী এই সংবিধানকেই ঢাল বানিয়েছে। শুধু তাই নয়, ফ্যাসিবাদী আওয়ামী লীগ-ছাত্রলীগের স্লোগান 'তুমি কে, আমি কে, বাঙালি বাঙালি' বলেই তারা আদিবাসীদের ওপরে আক্রমণ চালিয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, গণঅভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও বহুত্ববাদী সমাজ গঠন, তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েই চালানো হচ্ছে এই আক্রমণ। এ আক্রমণ কেবল উগ্র জাতিবাদী-ফ্যাসিবাদী সংগঠনটির একার নয়, বরং প্রবলভাবে রাষ্ট্রীয়শক্তিও এই আক্রমণের শরিক। তারই প্রমাণ মেলে ১৫ জানুয়ারিতে আদিবাসীদের ওপরে হামলার সময় পুলিশি বাহিনীর নির্লিপ্ত দর্শকের ভূমিকা। ১৬ জানুয়ারিতে এর প্রতিবাদে 'সংক্ষুব্ধ ছাত্র জনতা'র শান্তিপূর্ণ মিছিলের ওপরে পুলিশ বাহিনীর বেধড়ক লাঠিচার্জ, জলকামান, টিয়ার শেল ও সাউন্ড গ্রেনেড হামলার মধ্য দিয়ে। বিশিষ্ট নাগরিক বলেন, আমরা স্পষ্টভাবে বলতে চাই, 'উপজাতি' বা 'ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী'র মত অবমাননাকর শব্দ সংবিধান ও পাঠ্যপুস্তক থেকে সরানো যথেষ্ট নয়। 'আদিবাসী' শব্দটি কেবল 'ভিন্ন' বা 'অন্যান্য' নৃ-গোষ্ঠী দিয়ে প্রতিস্থাপনযোগ্য শব্দ নয়। তারা আরও বলেন, আদিবাসী (রফসরমবহড়ঁং) শব্দের অর্থ কোনো জাতি কত আগে থেকে একটা দেশে বাস করছে তা নয়, বরং কোনো একটি ভৌগোলিক অঞ্চলে (যেমন পার্বত্য অঞ্চলে, কিংবা সমতলের বিভিন্ন বন-জঙ্গল, চর বা দ্বীপাঞ্চলে) যারা প্রাক-ঔপনিবেশিক আমল থেকে যুগ যুগ ধরে কেবল বাসই করছে না, সে অঞ্চলের প্রকৃতির সঙ্গে শক্তিশালী বন্ধনে আবদ্ধ, যাদের নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রয়েছে। যাদের স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক, সামাজিক, এমনকি রাজনৈতিক ব্যবস্থাও টিকে আছে ও যারা নিজেদের এই স্বতন্ত্রতা টিকিয়ে রাখতে চায়, সংখ্যাগরিষ্ঠ আধিপত্যবাদী জাতিগোষ্ঠী থেকে ভিন্ন যেকোনো জনগোষ্ঠী যারা নিজেদেরকে "আদিবাসী"হিসেবে পরিচিত করতে চায়, তারাই 'আদিবাসী'। 'আদিবাসী'র এই সংজ্ঞানুসারে বাংলাদেশের আদিবাসীদের এর প্রভাষা (ফড়ড়রাহহৎ) বাঙালি জাতিকে 'আদিবাসী' বলার কোনো উপায় বা কারণ নেই। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, আমাদের আদিবাসী জাতিসমূহকে 'আদিবাসী' হিসেবে স্বীকৃতি দিলে পার্বত্য অঞ্চল বাংলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কোন আশংকাও নেই। কেননা, বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমার মধ্যেই আদিবাসীরা নিজস্ব ভূমি তথা তাদের নিজস্ব জীবন, সম্পদ ও সংস্কৃতি রক্ষার অধিকার চাইছেন। এটি তাদের স্বতন্ত্র সত্তার সঙ্গে সম্পর্কিত। ফলে আদিবাসীদের স্বীকৃতির বিরুদ্ধে ও তাদের অধিকারের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো আধিপত্যবাদী ও জাতিবাদী রাজনীতি বাংলাদেশের জন্যে অমঙ্গলজনক; যা দেশের বহুবর্ণিল ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে অস্বীকার করার মধ্যদিয়ে শক্তিলাভ করে। বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, সাম্প্রতিক জুলাই গণঅভ্যুত্থানের ছবি, গ্রাফিতি, প্রতিবাদী ভাষা ইত্যাদি থেকে 'আদিবাসী' শব্দটিকে মুছে দেওয়া সেই রাজনীতির অংশমাত্র। এই রাজনীতি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অস্তিত্বকেই মানতে চায় না এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্রটিকে একটি একক জাতি, জনগোষ্ঠী এবং সংস্কৃতির আধিপত্য রাখার অগ্রাসী আকাঙ্ক্ষার প্রতিনিধিত্ব করে। এই রাজনীতিই বস্তুত ফ্যাসিবাদ তৈরি করে, আমাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মাঝে ফ্যাসিবাদকে জিইয়ে রাখে। বিশিষ্ট নাগরিকরা মনে করেন, আমরা মনে করি, এহেন জাতিবাদী-ফ্যাসিবাদী রাজনীতির কবর রচনা করতে হবে কেবলমাত্র জুলাই গণঅভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষার অন্তর্ভুক্তি ও অংশগ্রহণমূলক একটি বহুত্ববাদী সমাজ গঠন করা সম্ভব। আমরা এই বিবৃতির মাধ্যমে নিম্নলিখিত দাবিসমূহ উত্থাপন করছি- পাঠ্যপুস্তক থেকে 'আদিবাসী' শব্দসম্বলিত গ্রাফিতি বাদ দেওয়ার প্রতিবাদ করায় আদিবাসীদের সামনে আদিবাসীদের সমাবেশের ওপরে ন্যাক্কারজনক হামলার সঙ্গে জড়িতদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার ও বিচারের ব্যবস্থা করতে হবে। সংক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতার মিছিলের ওপরে হামলাকারী পুলিশ কর্মকর্তা ও নির্দেশপ্রদানকারী কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পাঠ্যপুস্তক থেকে 'আদিবাসী' শব্দসম্বলিত গ্রাফিতি সরিয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে হবে এবং এনসিটিবি'র নতজানু চেয়ারম্যানকে প্রকাশ্যে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। পাঠ্যপুস্তক থেকে আদিবাসীদের অপরায়ন ও বিমানবিকীকরণের যাবতীয় প্রকাশভঙ্গি দূর করতে হবে এবং আদিবাসীদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। আদিবাসীদের মাতৃভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। আদিবাসীদের যথাযথ সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে। সংবিধানে নাগরিক হিসেবে বাংলাদেশী পরিচয় থাকলেই চলবে না, জাতি হিসেবে বাংলাদেশের সব জাতিসত্তার স্বীকৃতি নিশ্চিত করতে হবে। সংবিধানে 'উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়' এর বদলে 'আদিবাসী' পরিচয় প্রদান করতে হবে এবং সব ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও শিল্পকলাসমূহের পরিপোষণ ও উন্নয়নের পাশাপাশি আদিবাসীদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও বিকাশের অঙ্গীকার সম্বলিত বিধান রাখতে হবে। জাতিসংঘের 'ডিক্লারেশন অন দ্য রাইটস অফ ইন্ডিজেনাস পিপলস' (২০০৭) সনদে পরিপূর্ণভাবে অনুস্বাক্ষর করতে হবে। আদিবাসীদের ভূমির অধিকার নিশ্চিত করার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। পার্বত্য অঞ্চল থেকে সেনাবাহিনী ও অলিখিত সেনাশাসন অপসারণ করতে হবে। বিবৃতি যারা সাক্ষর করেছেন- মিশিগানেরগ্র্যান্ড ভ্যালি স্টেট ইউনিভার্সিটি অধ্যাপক আজফার হোসেন, লেখক ও অ্যাক্টিভিস্ট রাহাত মুস্তাফিজ, লেখক ও অ্যাক্টিভিস্ট অনুপম সৈকত শান্ত, লেখক ও গবেষক নাদিয়া ইসলাম, জনভাষ্যের সদস্য কৌশিক আহমেদ, অ্যাক্টিভিস্ট পূরবী তালুকদার, মার্কেটিং অফিসার, স্কয়ার ফার্মাসিটিকেলসের মার্কেটিং অফিসার তাইনুর রহমান, কবি ও অধিকার কর্মী ফেরদৌস আরা রুমী, লেখক ও সাংবাদিক আরিফ রহমান, ব্যবসায়ী জামাল আবেদীন ভাস্করসহ ১৮৩ জন নাগরিক।

জয়পুরহাটে সড়কে মোটরসাইকেল আরোহীর মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : জয়পুরহাটে বালুবোঝাই ট্রাকের ধাক্কায় এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হন। গত শনিবার রাতে পৌর শহরের গারিয়াকান্ত এলাকায় জয়পুরহাট- ধামইরহাট সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছেন জয়পুরহাট সদর থানার ওসি শাহেদ আল মামুন। ২৫ বছর বয়সী হৃদয় হোসেন জয়পুরহাট সদর উপজেলার তেরগাঁতী গ্রামের গাউছুল আজম বাবুর ছেলে। ওসি শাহেদ আল মামুন জানান, হৃদয় জয়পুরহাট শহরের মুন মার্কেটে আরএফএল বিক্রয়কেন্দ্রে চাকরি করতেন। রাতে সেখান থেকে তিনি বাড়ি ফিরছিলেন। পথে বালুবোঝাই ট্রাক মোটরসাইকেলটিকে ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। ওসি মামুন জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। ট্রাকসহ চালককে আটক করা হয়েছে।

সিলেট আইনজীবী সমিতি

কোন্দলই ডোবাল বিএনপিপন্থিদের

স্টাফ রিপোর্টার : সিলেট জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচন নিয়ে আলোচনা থামছে না। তৃণমূলের নেতাকর্মীরা জানান, সুষ্ঠু ভোট হওয়ার পরও কোন্দলে ভরাডুবি হয়েছে বিএনপিপন্থি প্রার্থীদের। বৃহস্পতিবার নির্বাচন শেষে শুক্রবার ভোরে ফলাফল ঘোষণা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার অ্যাডভোকেট সৈয়দ মোহাম্মদ তারেক। নির্বাচনে ২৬টি পদের বিপরীতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন ৬৬ প্রার্থী। এর মধ্যে আওয়ামী লীগপন্থি ৯, বিএনপিপন্থি ৭ এবং জামায়াতপন্থিরা ২টি পদে বিজয়ী হন। বিএনপি নেতাকর্মীরা জানিয়েছেন, ক্ষমতার পট পরিবর্তনের পর সরকারি কৌঁসুলি (পিপি) হওয়া নিয়ে কোন্দল প্রকাশ্য রূপ নেয়। এ কারণে বিএনপিপন্থিরা নির্বাচনে চমক দেখাতে পারেনি। সভাপতি পদে ১৫ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ সভাপতি সরওয়ার আহমদ চৌধুরী আবদাল ৭৭০ ভোট ও সাধারণ সম্পাদক পদে জেলা ছাত্রলীগের সাবেক আইনবিষয়ক সম্পাদক মো. জোবায়ের বখ্?ত জুবের ৩৩০ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। অন্য পদের মধ্যে সহ-সভাপতি-১ পদে আওয়ামী লীগের জ্যোতির্ময় পুরকায়স্থ (কাঞ্চন), সহসভাপতি-২ পদে বিএনপির মো. মখলিছুর রহমান, যুগ্ম সম্পাদক-১ পদে আওয়ামী লীগের অহিদুর রহমান চৌধুরী, যুগ্ম সম্পাদক-২ পদে বিএনপির মো. রব নেওয়াজ রানা, একই দলের সমাজবিষয়ক সম্পাদক পদে মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, সহ-সমাজবিষয়ক সম্পাদক পদে আওয়ামী লীগের সৈয়দ রাব্বী হাসান তারেক, লাইব্রেরি সম্পাদক পদে আওয়ামী লীগের হেনা বেগম নির্বাচিত হন। বিএনপির একাধিক আইনজীবী জানিয়েছেন, জেলা বিএনপিসহ জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের কয়েকজন নেতার দ্বন্দ্বে ভরাডুবি হয়েছে। জেলা বারের নির্বাচনে সভাপতি পদে সিলেট জেলা বিএনপির উপদেষ্টা এ টি এম ফয়েজ এবং সাধারণ সম্পাদক পদে বিএনপি সমর্থিত মশরুর চৌধুরী শওকত পরাজিত হন। এ জন্য আঙুল উঠেছে জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক অ্যাডভোকেট হাসান আহমদ পাটোয়ারী রিপন ও দপ্তর সম্পাদক অ্যাডভোকেট সাইদ আহমদের বিরুদ্ধে।সরকার পতনের পর পিপি হতে চেয়েছিলেন বিএনপিপন্থি অনেকে। কিন্তু সব বাদ দিয়ে দলের সিনিয়র নেতা এ টি এম ফয়েজকে দেওয়া হয় পিপির দায়িত্ব। তাঁকে পিপির দায়িত্ব দেওয়ার পর থেকে প্রকাশ্যে বিভক্তি দেখা দেয় জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামে। বিএনপি ও জামায়াত নেতারা মিলে ফয়েজকে সরাতে তালা দেন তাঁর কক্ষে।কয়েক দিনের মাথায় পিপির দায়িত্ব থেকে ফয়েজকে সরানো হয়। দলের সিনিয়র নেতা আশিক উদ্দিনকে পিপির দায়িত্ব দেওয়া হয়। তিনি দায়িত্ব নেওয়ার পর 'এখানে কোনো টাকা নেওয়া হয় না' বলে সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দেন। এ নিয়ে নতুন করে দেখা দেয় বিভক্তি। বিএনপি নেতাদের দাবি, এসব কারণে ভরাডুবি হয়েছে বিএনপিপন্থিদের।বিএনপি নেতাদের একটি অংশ ফয়েজসহ অন্য প্রার্থীর বিপক্ষে কাজ করেন বলে অভিযোগ ওঠে। এ ছাড়া বিএনপির সঙ্গে সম্প্রতি রাজনৈতিক দূরত্ব তৈরি হওয়ায় জামায়াত কৌঁসুলি ভূমিকায় ছিল। যার ফল পায় আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা।এদিকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিএনপি ও এর অঙ্গ সংগঠনের অনেক নেতাকর্মী নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে সমালোচনা করে পোস্ট করছেন। স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আব্দুল আহাদ খান জামাল ফেসবুকে লেখেন, 'তদন্ত করলে বেরিয়ে আসবে নোংরা গ্রুপিং, সিলেট জেলা বিএনপির শীর্ষ নেতৃত্বের আঁতাতের বিষয়টি।' 'কোনো দ্বন্দ্ব নেই' জানিয়ে জেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুল কাইয়ুম চৌধুরী বলেন, 'আমরাও বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করছি, কেন বিপর্যয় হলো।' অভিযোগ বিষয়ে হাসান পাটোয়ারী রিপন বলেন, 'জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের সভাপতি প্রার্থী ছিলেন নুরুল হক। ফোরামের পক্ষ থেকে অ্যাডভোকেট ফয়েজকে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর জন্য বলেছি। কিন্তু ফয়েজ না সরায় নুরুল প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে নেন।' কেন্দ্র থেকে নুরুল হক ও শওকতকে দিয়ে প্যানেলের অনুমতি নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত না মেনে এ টি এম ফয়েজসহ কয়েকজন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের পরাজয়ের পেছনে তাঁর কোনো হাত নেই জানিয়ে রিপন বলেন, 'বিগত সময়ে আইনজীবী ফোরামের ব্যানারে আমরা ফয়েজের কক্ষে তালা দিয়েছি। আমরা মধ্যম সারির নেতা হিসেবে সিনিয়রদের কথামতো দায়িত্ব পালন করেছি।'

হ্যান্ডশেক টেকনিকে ঘুষ নিয়ে ধরা খেলেন এসআই

স্টাফ রিপোর্টার : নাটোর সদর থানার এক পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ঘুষ গ্রহণের একটি ভিডিও প্রকাশ্যে এসেছে। ওই ভিডিওতে দেখা যায়, সদর থানার ভেতরে পুলিশ ক্লিয়ারেন্সের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দিতে আসা এক সেবাপ্রার্থীর কাছ থেকে এসআই আমিনুল ইসলাম নামে এক উপ-পরিদর্শক (এসআই) ঘুষ নিচ্ছেন। গত শনিবার সন্ধ্যায় ভিডিওটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হলে রাতেই তাকে সদর থানা থেকে ক্লোজড করে পুলিশ লাইন্সে পাঠানো হয়। সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহাবুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, এসআই আমিনুল ইসলামের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এক মিনিট ২০ সেকেন্ডের ওই ভিডিওতে দেখা যায়, পুলিশ ক্লিয়ারেন্সের জন্য কাগজপত্র দিতে আসা এক সেবাপ্রার্থী সদর থানা পুলিশের উপ-পরিদর্শক আমিনুল ইসলামের সঙ্গে 'হ্যান্ডশেকের বাহানায়' ঘুষ দেন। পরে আমিনুল তা নিয়ে ড্রয়ারে রেখে দেন। এই ভিডিওটি ধারণকারী অপর ভুক্তভোগী মামুন হোসেন জানান, বৃহস্পতিবার তিনি তার পরিচিত মোবারক হোসেনের হয়ে পুলিশ ক্লিয়ারেন্সের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিতে থানায় আসেন। এসময় থানার ভেতরেই ক্লিয়ারেন্সের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপ-পরিদর্শক (এসআই) আমিনুল ইসলাম তার কাছে ঘুষ দাবি করেন। এসময় অন্য এক আবেদনকারীর কাছ থেকে ঘুষ গ্রহণের একটি ভিডিও ধারণ করে রাখেন ভুক্তভোগী মামুন। পরে পুনরায় তার কাছে ঘুষ দাবি করলে প্রতিবাদ করে থানা থেকে বেড়িয়ে আসেন তিনি। আবেদনকারী মোবারককে বারবার ফোন করে ঘুষ দাবি করেন ওই এসআই।ভুক্তভোগী মামুন বলেন, যারাই পুলিশ ক্লিয়ারেন্সের জন্য আবেদন করেন তাদের থেকে কৌশলে পুলিশের অনেক কর্মকর্তা টাকা আদায় করেন। জুলাই-আগস্ট পরবর্তী সময়ে এসেও যদি তারা এভাবে ঘুষ নেয় তাহলে তো আর বলার কিছু থাকল না। এ বিষয়ে জানতে অভিযুক্ত এসআই আমিনুল ইসলামের মোবাইল ফোনে একাধিকবার যোগাযোগ করা হলেও তাকে ফোনে পাওয়া যায়নি। সদর থানার ওসি মাহবুর রহমান বলেন, ভিডিওটি আমাদের নজরে এসেছে। সেটি পর্যালোচনা করা হচ্ছে এবং ভুক্তভোগীর সঙ্গে কথা হয়েছে। অভিযুক্ত সাব-ইন্সপেক্টরের বিরুদ্ধে অবশ্যই বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বাইক্কা বিলে দেখা মিলল বিশ্বের দ্রুততম পাখি পেরিগ্রিন ফ্যালকনের

স্টাফ রিপোর্টার : মৌলভীবাজারের বাইক্কা বিলে জলজ পাখি শুমারী-২০২৫ শেষ হয়েছে। এ শুমারিতে প্রথমবারের বাইক্কা বিলে দেখা মিলেছে পৃথিবীর দ্রুততম পাখি পেরিগ্রিন ফ্যালকনের। যাকে অনেকে 'রকেট বার্ড'ও বলেন। বাংলাদেশ বার্ড ক্লাবের আয়োজনে মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলের হাইল হাওরের মাছের অভয়াশ্রম বাইক্কা বিলে পাখি শুমারী শেষে গত শনিবার বিকালে শ্রীমঙ্গল সিএনআরএফ অফিসে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানান হয়। এ সময় বাংলাদেশ বার্ড ক্লাবের সদস্য ও বিশিষ্ট পাখি বিশেষজ্ঞ ড. পল থমসন বলেন, এ বছর বাইক্কা বিলে শীতকালীন জলচর পাখি গণনা করে তারা ৩৮ প্রজাতির ৭ হাজার ৮৭০টি পাখির দেখা পেয়েছেন। এ সংখ্যা বিগত দুই বছরের চেয়ে বেশি।২০২৪ সালে ৩৩ প্রজাতির ৪ হাজার ৬১৫ জলচর পাখি দেখা গিয়েছেল এবং ২০২৩ সালে দেখা মিলেছিল ৪০ প্রজাতির ৬ হাজার ১৪১ জলচর পাখির।পাখি বিশেষজ্ঞ থমসন আরও বলেন, সংখ্যা পরিবর্তিত হয়, কোনো কোনো বছর ডিসেম্বর বা ফেব্রুয়ারিতে বেশি দেখা যায়। তবে পরিযায়ী পাখির সংখ্যা নির্ভর করে জলস্তর, আগের মৌসুমের পরিস্থিতি এবং পরিযায়ন পথের উপর। এর মধ্যে এবছর বাইক্কা বিলে দেখা মিলেছে পৃথিবীর দ্রুত গতির পাখি পেরিগ্রিন ফ্যালকন। এ ব্যাপারে বাইক্কা বিলের মনিটরিংএর দায়িত্বে থাকা সিএনআরএস'র সাইট অফিসার মনিরুজ্জামান বলেন, পাখি গণনাকারিরা তাদের জানিয়েছেন একটি মাত্র পেরিগ্রিন ফ্যালকনের দেখা মিলেছে। পাখিটি উড়ে এসে একটি ঝোপের মধ্যে ঢোকে গেছে। পেরিগ্রিন ফ্যালকন একটি বিরল প্রজাতির পাখি। পাখিটি ঘণ্টায় ৩৯০ কিলোমিটার পর্যন্ত গতিতে উড়তে পারে। এমন দ্রুতগতির কারণে একে রকেট বার্ডও বলা হয়। তবে এই পাখি মাছের সঙ্গে অন্য পাখি ধরেও খেয়ে থাকে। বিশেষ করে হাঁস জাতীয় পাখি তাদের প্রিয়। আর বাইক্কাবিলে হাঁস জাতীয় প্রচুর পাখি রয়েছে।পাখি গণনায় অংশ নেয়া বাংলাদেশ বার্ড ক্লাবের অপর সদস্য সামিউল মহসিন জানান, এই বছর পাখি গননায় উল্লেখযোগ্য ৭৫০ মেটে মাথা টিটি (গ্রে-হেডেড ল্যাপউইং) এবং সর্বোচ্চ সংখ্যক কাস্তেচরা- ৬৩৯ এবং ১০০ কালা মাথা কাস্তেচরা (ব্ল্যাক-হেডেড আইবিস) দেখা গিয়েছে।তবে এবার বাইক্কা বিলের পাখির সংখ্যা অতীতের গড় গণনার সংখ্যার চেয়ে কম দাবি করে তিনি বলেন, ২০০৮-১০ এবং ২০১৪-১৯ সালে শীতকালে গড়ে ৯ হাজার জলচর পাখি দেখা মিলতো।সামিউল মহসিন আরও জানান, বাইনোকুলার, টেলিস্কোপের সাহায্যে ও তাদের পাখি গণনার সূত্র এবং থিয়োরির মাধ্যমে বাইক্কা বিলের এ পাখি গননা করেন তারা।তিনি বলেন, বাইক্কা বিলের এরিয়া ১৭০ হেক্টর। এখানে মাছের অভয়াশ্রম করা হয়েছে তাই সারা বছরই এখানে পানি ধরে রাখা হয়। হাইল হাওরের মধ্যে আরো ৬০/৭০টা বিল থাকলেও এ বিলেই বেশি পাখির দেখা মিলে। যে কারণে পাখি গণনার জন্য তারা এই বিলটিকে বাছাই করে নেন।বাইক্কা বিল পরিচালনায় নিয়োজিত বড়গাঙ্গিনা সম্পদ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি মিন্নত আলী জানান, "পুরো হাইল হাওরেরই পাখি থাকে। তবে বাইক্কা বিলে মাছ আহরণ নিষিদ্ধ থাকায় এখানে পাখির সংখ্যা বেশি থাকে।" তিনি বলেন, বাইক্কা বিলের জন্য পাঁচজন পাহারাদার আছে, পালাক্রমে এটি দেখাশোনা করেন তারা। তবে বিশাল এলাকা তাদের পক্ষে সামাল দেওয়া কষ্টকর হয়। বাইক্কা বিল পরিচালনা ও বিলে অবাধ লোক সমাগম বন্ধ করতে এখানে পুণঃপ্রবেশ ফি চালু করা জরুরি। তিনি আরও বলেন, টিকেটিং সিস্টেম চালু করলে এখান থেকে সরকারও রাজস্ব পাবেন এবং এর একটা অংশ দিয়ে লোকবল বাড়ানো যাবে। পাশাপাশি উন্নয়ন কাজও করা যাবে। সবচেয়ে বড় বিষয় হলো দর্শনার্থী নিয়ন্ত্রিত হলে পাখিদের জন্যও নিরাপদ স্থান হিসেবে থাকবে এটি।

নোয়াখালীতে বিরোধে যুবককে হত্যা

স্টাফ রিপোর্টার : নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে পাওনা টাকা নিয়ে সৃষ্ট বিরোধে আব্দুর রহমান হৃদয় (২৪) নামে এক যুবককে হত্যা করা হয় বলে অভিযোগ করেছে তার পরিবার। গত শনিবার রাত পৌনে ১২টার উপজেলার চৌমুহনী পৌরসভার ৮নম্বর ওয়ার্ডের চৌমুহনী পৌর ভূমি অফিসের সামনে এই ঘটনা ঘটে। আব্দুর রহমান হৃদয় উপজেলার চৌমুহনী পৌরসভার ৭নম্বর ওয়ার্ডের হাজীপুর এলাকার সেলিমের ছেলে। তিনি পেশায় ফার্নিচার মিস্ত্রি ছিলেন। নিহতের ছোট ভাই রিফাত বলেন, 'আমার বড় ভাই হৃদয়ের বন্ধু আশিকের কাছ থেকে কিছুদিন আগে ৫ হাজার টাকা ধার নেয় চৌমুহনী পৌরসভার গোলাবাড়ি এলাকার শাহ আলমের ছেলে বাবু (৩৫)। এরপর টাকা ফেরত চাইলে বাবু টালবাহানা করতে থাকে। একপর্যায়ে বাধ্য হয়ে বাবুর বড় ভাই রনিকে বিষয়টি আশিক জানায়। এতে বাবু ক্ষিপ্ত হয়ে গত শনিবার রাতে আশিকের বন্ধু হোসেন ও সাগরকে তুলে নিয়ে আটকে রেখে মারধর করে। রাত সোয়া ১১টার দিকে বিষয়টি জানতে পারে আমার ভাই হৃদয়। খবর পেয়ে তিনি সমবয়সী কাকা রাসেলকে নিয়ে হোসেন ও সাগরকে উদ্ধার করতে বাড়ি থেকে বের হয়ে যান। পথে তারা চৌমুহনী পৌর ভূমি অফিসের সামনে পৌঁছলে বাবুর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। তখন কিছু বুঝে ওঠার আগেই বাবু হৃদয়কে ছুরিকাঘাত করে। একই সময়ে রাসেলকেও ছুরিকাঘাত করে। পরে স্থানীয় লোকজন তাদের উদ্ধার করে প্রথমে চৌমুহনী লাইফ কেয়ার হসপিটালে নিয়ে যান। সেখান থেকে ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক হৃদয়কে মৃত ঘোষণা করেন।চৌমুহনী পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) খোকন চন্দ্র ঘোষ বলেন, 'মরদেহ ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালের মর্গে রাখা আছে। রাসেল নামে আরেক যুবক অজ্ঞান অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। পুলিশ হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদ্ঘাটনে চেষ্টা চালাচ্ছে। নিহতের পরিবারের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

সাড়ে ৮ কোটি টাকার কাজ ফেলে উধাও ঠিকাদার

স্টাফ রিপোর্টার : গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ পৌরসভার বর্জ্য শোধনাগার নির্মাণে দুইবার মেয়াদ বাড়িয়েও শেষ হয়নি কাজ। ৮ কোটি ৫৬ লাখ টাকার কাজটি ২০২২ সালের ডিসেম্বরে শুরু হলেও অদ্যাবধি কাজ শেষ করতে পারেনি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান। বরং কাজ ফেলে রেখে ঠিকাদার এখন উধাও। জানা গেছে, পৌরশহরের বোয়ালিয়া এলাকায় করতোয়া নদীর তীরে বর্জ্য শোধনাগার নির্মাণের উদ্যোগ নেয় পৌর কর্তৃপক্ষ। কিন্তু গত এক মাস ধরে বন্ধ রয়েছে বর্জ্য শোধনাগারের নির্মাণ কাজ। দেড় বছরে ওই কাজ শেষ হওয়ার কথা থাকলেও মাত্র ৪২ শতাংশ কাজ করে ঠিকাদারের লোকজন চলে যায়। কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে গোবিন্দগঞ্জ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল দপ্তরের আবাসিক প্রকৌশলী ঠিকাদারকে একাধিকবার তাগাদা দিয়েছেন। তাতেও কোনো অগ্রগতি হচ্ছে না। এতে পৌরবাসী চরম দুর্ভোগে রয়েছেন। পৌরসভা সূত্রে জানা গেছে, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্পের (জিওবিআইডিবি) আওতায় ২০২২ সালে গোবিন্দগঞ্জ পৌরসভার বর্জ্য শোধনাগার নির্মাণকাজ শুরু হয়। কাজটি বাস্তবায়ন করবে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর। ৮ কোটি ৫৬ লাখ টাকা ব্যয়ে কাজটি বাস্তবায়নের দায়িত্ব পায় জামালপুরের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান এমআরকেএমডি (জেভি)। ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী মো. জাকির হোসেন।এ বিষয়ে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী জাকির হোসেনের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করেও তার বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি।তবে প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার ফেরদৌস বলেন, কিছু সমস্যার কারণে কাজটি বন্ধ রাখা হয়েছিল। খুব শিগগিরই কাজ শুরু করা হবে।পৌরবাসীর দাবি, যথাযথ তদারকি না থাকায় কাজে গাফিলতি করে সময় ক্ষেপণ করেন ঠিকাদার। এতে যেমন কাজ এগোচ্ছে না, তেমনি সময়ের সঙ্গে ব্যয় বাড়িয়ে নিচ্ছে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান। তাতেও কাজের তেমন অগ্রগতি নেই। পৌরসভার বাসিন্দা আয়নাল হোসেন বলেন, প্রত্যেকটি কাজের ক্ষেত্রে ঠিকাদাররা কাজে গড়িমশি করে। ঠিকাদারদের কাছ থেকে অফিসাররা মোটা অঙ্কের টাকা নেওয়ার কারণে এসব কাজে চাপ দিতে পারেন না। উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল দপ্তরের আবাসিক প্রকৌশলী কামরুল হাসান বলেন, কাজ শেষ করার জন্য জনস্বাস্থ্য কার্যালয় থেকে ঠিকাদারকে একাধিকবার চিঠি দেওয়া হয়। কিন্তু ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান নানা অজুহাতে কাজ শুরু করছে না। বর্জ্য শোধনাগারের মাত্র ৪২ শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এখনো অনেক কাজ বাকি। তবে খুব শিগগিরই এটি কাটিয়ে উঠতে পারবো বলে আশা করছি। পৌর প্রশাসকের দায়িত্বে থাকা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সৈয়দা ইয়াসমিন সুলতানা বলেন, ঠিকাদার কাজ শুরু করবে বলে আমাদের জানিয়েছে। ঠিকাদারের সঙ্গে যোগাযোগ করে কাজ দ্রুত শুরু করার জন্য পৌরসভার প্রকৌশলীদের এরইমধ্যে তাগাদা দেওয়া হয়েছে।

ফরিদপুরে বিএনপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষ, আহত ১২

স্টাফ রিপোর্টার : ফরিদপুরের সালথায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে স্থানীয় বিএনপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষে অন্তত ১২ জন আহত হন। আহতদের মধ্যে ৫ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গত শনিবার সন্ধ্যায় উপজেলার আটঘর ইউনিয়নের নকুলহাটি বাজারে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। আহতদের মধ্যে আখের আলী, মজিবর সরদার, জাহাঙ্গীর, আলমগীর ও রহমানকে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বাকিদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। পুলিশ ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে উপজেলা বিএনপির প্রচার সম্পাদক নাসির মাতুব্বরের সঙ্গে যুবদল নেতা হাসান আশরাফের বিরোধ চলছিল। শুক্রবার রাতে স্থানীয় নকুলহাটি বাজারে নাসিরের সমর্থক রাজুকে মারধর করে হাসান আশরাফের সমর্থকরা। এরই জের ধরে নকুলহাটি বাজারে দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ হয়।উপজেলা বিএনপির প্রচার সম্পাদক নাসির মাতুব্বর বলেন, শুক্রবার রাতে আমার সমর্থক রাজুকে মারধর করে হাসান আশরাফের লোকজন। এ নিয়ে দুই গ্রুপের মধ্যে মারামারি হয়েছে।পুলিশ ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে উপজেলা বিএনপির প্রচার সম্পাদক নাসির মাতুব্বরের সঙ্গে যুবদল নেতা হাসান আশরাফের বিরোধ চলছিল। শুক্রবার রাতে স্থানীয় নকুলহাটি বাজারে নাসিরের সমর্থক রাজুকে মারধর করে হাসান আশরাফের সমর্থকরা। এরই জের ধরে নকুলহাটি বাজারে দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। উপজেলা বিএনপির প্রচার সম্পাদক নাসির মাতুব্বর বলেন, শুক্রবার রাতে আমার সমর্থক রাজুকে মারধর করে হাসান আশরাফের লোকজন। এ নিয়ে দুই গ্রুপের মধ্যে মারামারি হয়েছে।সালথা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আতাউর রহমান বলেন, পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এখন এলাকার পরিবেশ শান্ত রয়েছে। আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

ই-পাসপোর্ট ডিজাইনে পরিবর্তন আসছে

স্টাফ রিপোর্টার : ই-পাসপোর্ট বুকলেটের ডিজাইন পরিবর্তন করার নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। গতকাল রোববার নির্ভরযোগ্য একটি সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। সূত্র জানায়, ই-পাসপোর্টে থাকা বিদ্যমান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মাজার, নৌকা, জলছাপসহ অন্যান্য ছবির পরিবর্তন করে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের ছবি অন্তর্ভুক্ত করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগ কাজ করছে।

সম্পাদকীয়

শুল্ক-কর এখন বাড়ানো কি জরুরি ছিল

শতাধিক পণ্য ও সেবার ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক বাড়ানো হয়েছে। এই সময়ে কেন এত পণ্য ও সেবার ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক বাড়ানো হলো, এর ফল কী হবে সেটা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। অনেকদিন ধরেই দেশে মূল্যস্ফীতি একটি গুরুতর সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। দৈনন্দিন জীবনের প্রায় প্রতিটি পণ্যের দাম আগের তুলনায় বেশ বেড়েছে। খাদ্যদ্রব্য থেকে শুরু করে জ্বালানি পর্যন্ত নাগরিকদেরকে চড়া দামে কিনতে হচ্ছে। মানুষ যখন উচ্চমূল্যস্ফীতির চাপে দিশাহারা, তাদের টিকে থাকা যখন দায় হয়ে পড়েছে তখন তাদের ওপর অপ্রত্যক্ষ কর চাপানো সঙ্গত কিনা সেটা একটা প্রশ্ন। প্রত্যক্ষ কর বাড়ানো হলে সম্পদশালী ব্যক্তিদের উপর চাপ পড়ত, কিন্তু ভ্যাট ও অন্যান্য অপ্রত্যক্ষ করের ভার শেষ পর্যন্ত সাধারণ মানুষের ওপরই পড়ে। শুল্ক-কর বাড়ানোর পক্ষে একাধিক যুক্তি দিচ্ছে অন্তর্বর্তী সরকার। তবে অনেক বিশেষজ্ঞই সেসব যুক্তি মানতে নারাজ। তারা বলছেন, সরকারের টাকা-পয়সার সমস্যার সমাধান কেন শুধু অপ্রত্যক্ষ করের মাধ্যমে করতে হবে? যদি জাতীয় রাজস্ব আয় বাড়াতে হয়, তবে কেন প্রত্যক্ষ করের মাধ্যমে তা করা হচ্ছে না? আয়করের মতো প্রত্যক্ষ কর বাড়ানো হলে শুধু একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর ওপর চাপ পড়ত, কিন্তু ভ্যাটের মতো অপ্রত্যক্ষ করের মাধ্যমে পুরো জনগণকে একইভাবে করের আওতায় আনা হয়। এর ফলে সাধারণ মানুষের ওপর আরও বেশি চাপ তৈরি হয়। অন্তর্বর্তী সরকার একদিকে মূল্যস্ফীতি কমানোর আশ্বাস দিচ্ছে, আরেকদিকে শুল্ক-কর বাড়াচ্ছে। বাংলাদেশের রাজস্ব বাড়ানোর জন্য আইএমএফ ভ্যাট বাড়ানোর কথাও বলেছিল। প্রশ্ন হচ্ছে, আইএমএফ প্রস্তাব দিয়েছে বলেই যে সেটা আমাদের দেশের জন্য সুফল বয়ে আনবে, তা কিন্তু নয়। দেশের বিদ্যমান পরিস্থিতি ও জনস্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সিদ্ধান্ত নেয়া বাঞ্ছনীয়। আইএমএফের নির্দেশ মানতে অন্তর্বর্তী সরকার কেন এত তাড়াহুড়া করছে সেই প্রশ্নও উঠেছে। দেশের অর্থনীতি ও জনগণের জীবনযাত্রা কেবল কর বাড়ানোর মাধ্যমে উন্নত করা সম্ভব কিনা সেটা ভাববার অবকাশ রয়েছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, রাজস্ব আয় বাড়াতে হলে প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে কড়া নজর দিতে হবে। শুধু অপ্রত্যক্ষ করের ওপর নির্ভর না করে সরকারকে আরও সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা করতে হবে। এই মুহূর্তে শুল্ক-কর বাড়ানোর ফলে যে সমালোচনা হচ্ছে সেটা সংশ্লিষ্টরা গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করবেন বলে আমরা আশা করতে চাই। জনগণের জন্য সহনীয় কর নীতির দিকে মনোনিবেশ করা জরুরি।

বাংলাদেশের রাজস্ব বাড়ানোর জন্য আইএমএফ ভ্যাট বাড়ানোর কথাও বলেছিল। প্রশ্ন হচ্ছে, আইএমএফ প্রস্তাব দিয়েছে বলেই যে সেটা আমাদের দেশের জন্য সুফল বয়ে আনবে, তা কিন্তু নয়। দেশের বিদ্যমান পরিস্থিতি ও জনস্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সিদ্ধান্ত নেয়া বাঞ্ছনীয়। আইএমএফের নির্দেশ মানতে অন্তর্বর্তী সরকার কেন এত তাড়াহুড়া করছে সেই প্রশ্নও উঠেছে। দেশের অর্থনীতি ও জনগণের জীবনযাত্রা কেবল কর বাড়ানোর মাধ্যমে উন্নত করা সম্ভব কিনা সেটা ভাববার অবকাশ রয়েছে

রিওভাইরাস: আতঙ্ক নয় চাই সতর্কতা

দেশে পাঁচজনের শরীরে প্রথমবারের মতো রিওভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর) কর্তৃক এই ভাইরাসের উপস্থিতি শনাক্ত করা হয়েছে এবং এর উপসর্গ নিপাভাইরাসের সঙ্গে মিল রয়েছে। তবে বিশেষত্ব হলো, এই ভাইরাসের সংক্রমণ শিশু এবং বয়স্কদের জন্য অধিক ঝুঁকিপূর্ণ, এবং এটি বাদুড়ের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তে পারে। রিওভাইরাসের নতুন সংক্রমণটি আমাদের স্বাস্থ্যব্যবস্থার জন্য একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিতে পারে, বিশেষত যখন শীতের মৌসুমে ভাইরাসজনিত রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে রিওভাইরাসের বিভিন্ন ধরন শনাক্ত হয়েছে, যার মধ্যে একটি ধরন বাদুড়ের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তে পারে। দেশের পরিস্থিতিতে, কাঁচা খেজুর রস পান করার মাধ্যমে এই ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটার আশঙ্কা রয়েছে। বিশেষত শীতের সময়, যখন নিপাহ ভাইরাসের প্রকোপ বাড়ে এবং এ ধরনের ভাইরাস মানবদেহে সংক্রমিত হওয়ার ঝুঁকি থাকে, তখন রিওভাইরাসও দেশব্যাপী এক নতুন বিপদ হয়ে উঠতে পারে। এই ভাইরাসটির প্রতিরোধের জন্য কাঁচা রস থেকে বিরত থাকা এবং পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা জরুরি। এখন পর্যন্ত, রিওভাইরাসের প্রতিরোধের জন্য বিশেষ কোনো ভ্যাকসিন বা চিকিৎসা পদ্ধতি নেই, তবে শিশুদের জন্য কিছু ভ্যাকসিন প্রস্তুত রয়েছে যা এ ধরনের ভাইরাসের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করতে পারে। তাই, সরকারের উচিত স্বাস্থ্য খাতের অবকাঠামো শক্তিশালী করা এবং জনগণকে সচেতন করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, রিওভাইরাসের সংক্রমণ রোধে কিছু সাধারণ সাবধানতা অবলম্বন করা যেতে পারে। যেমন, মাস্ক ব্যবহার, খাবার ঢেকে রাখা, এবং শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা। এছাড়া বাদুড় বা পাখি থেকে সরাসরি সংক্রমণের ঝুঁকি এড়ানোর জন্য জনগণকে কাঁচা রস বা অপরিষ্কৃত খাবার না খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া যেতে পারে। সর্বোপরি, সরকার ও স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলোর উচিত এই নতুন ভাইরাস সম্পর্কে সঠিক তথ্য প্রচার করা এবং জনগণকে যথাযথ চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দেয়া।

সংরক্ষিত বনের গাছ রক্ষায় উদাসীনতার অভিযোগ আমলে নিন

চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি উপজেলায় সংরক্ষিত বনে অনুমতিবিহীন গাছ কেটে উপজেলার অর্ধশতাধিক ইটভাটায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানে প্রতিদিন পাচার করছে। দীর্ঘদিন ধরে খাগড়াছড়ি সংযোগ সড়কের বিবিরহাট নাজিরহাট দিয়ে গাছ পাচার করা হচ্ছে। এ নিয়ে সংবাদ-এ বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। বনের গাছ কাটা ও পাচারের খবর প্রায়ই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রশ্ন হচ্ছে, গাছ কাটা ও পাচার বন্ধে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলো কী করছে। দিনের পর দিন গাছ কেটে ট্রাকে করে নিরাপদে পাচার করছে কিছু দুর্বৃত্ত। এটা দেখার কি কেউ নেই? বন বিভাগ কী করে? যারা বন রক্ষার দায়িত্বে আছেন তাদের উদাসীনতা ও খামখেয়ালিপনার কারণে দেশের বনগুলো রক্ষা করা যাচ্ছে না। বর্তমানে বনভূমির পরিমাণ ঠেকেছে মাত্র ১০ দশমিক ৭৪ শতাংশে। অথচ মোট ভূখণ্ডের ২৫ শতাংশ বনভূমি থাকার কথা ছিল। একদিকে কেটে সাবাড় করা হচ্ছে বনের গাছ। অন্যদিকে সেই কাঠ দিয়েই ইটভাটায় পুড়িয়ে করছে পরিবেশ ধ্বংস। এর কোনোটার প্রতিকারই সংশ্লিষ্ট প্রশাসনকে করতে দেখা যায় না। অভিযোগ আছে চোরাকারবারিরা স্থানীয় প্রভাবশালী একটি চক্র। এই চক্র বন বিভাগের একশ্রেণির অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারীর যোগসাজশে ও প্রশাসনের নীরব সম্মতিতে অনুমোদন ছাড়াই প্রতিনিয়ত গাছ কেটে পাচার করে যাচ্ছে। সংরক্ষিত বন ধ্বংসের মাধ্যমে পরিবেশের ওপর মারাত্মক প্রভাব পড়ছে। গাছ কাটার ফলে মাটির ক্ষয়, বন্যার প্রবণতা বৃদ্ধি এবং বায়ুম-লীয় কার্বনের মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে। আমরা বলতে চাই, বন ধ্বংসের যে অভিযোগ পাওয়া গেছে তা আমলে নিতে হবে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য আগে রাজনীতি ঠিক করতে হবে

এফবিসিসিআইয়ের সাবেক সভাপতি আবদুল আউয়াল মিন্টু

ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআইয়ের সাবেক সভাপতি আবদুল আউয়াল মিন্টু। বর্তমানে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান। দেশের অন্যতম ব্যাবসায়িক প্রতিষ্ঠান লাল তীর সিড, নর্থ সাউথ সিড, প্রগতি লাইফ ইনস্যুরেন্সসহ বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান। দায়িত্ব পালন করছেন ন্যাশনাল ব্যাংকের চেয়ারম্যান হিসেবেও। একটি গণমাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে দেশের বেসরকারি খাত, রাজনীতি, অর্থনীতিসহ নানা বিষয়ে কথা বলেছেন তিনি। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন বিজনেস এডিটর মাসুদ রুমী

দেশের অর্থনীতিতে কী ধরনের সংকট দেখছেন আপনি?

অর্থনীতি যদি ভালো করতে হয় তাহলে দু-তিনটি জিনিস খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সবার আগে দরকার সামাজিক শৃঙ্খলা। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি যদি ঠিক না হয় তাহলে ব্যবসা-বাণিজ্য চালানো অসম্ভব। আর নতুন বিনিয়োগ তো হবেই না। দ্বিতীয়ত হলো ব্যাংকিং খাতের চলমান অস্থিরতা। দীর্ঘদিন ধরে ঋণ বিতরণে নানা অনিয়ম হয়েছে, বাংলাদেশ ব্যাংক তা দেখেনি। বহু ব্যাংক বিভিন্ন পরিবার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ছিল। এখন হঠাৎ করে বাংলাদেশ ব্যাংক কঠোর নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে। তৃতীয়ত, উচ্চ মূল্যস্ফীতি যা নিয়ন্ত্রণে সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি অনুসরণ করা হচ্ছে। একদিকে কঠোর নিয়ন্ত্রণ ব্যাংকগুলোর ওপর, আরেক দিক দিয়ে যদি কঠোর মুদ্রানীতি অনুসরণ করা হয় তাহলে অস্থিরতা সৃষ্টি হবেই। যখন বেসরকারি খাতে বিনিয়োগের কথা আসে তখন তারা দীর্ঘদিন ধরে সংকুচিত মুদ্রানীতি অনুসরণ করেছে। আবার যখন সরকারের ঋণের বেলায় আসে তখন কিন্তু সংকোচন নেই। সরকার যত ঋণ চেয়েছে দিয়েছে। এই যে ত্রিমুখী একটা সংকট সৃষ্টি হয়েছে ব্যাংকিং খাতে, এটা কঠোর নীতি অনুসরণ করে কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হবে না। ব্যবসা-বাণিজ্যে এখন বিরাট প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে। এর একটি হলো আইন-শৃঙ্খলাজনিত, আরেকটি ব্যাংকিং খাতের অস্থিরতাজনিত। সবগুলোর মূলেই কিন্তু রাজনীতি। সম্প্রতিককালে খাদ্যপণ্যের দাম অনেক বেড়ে গেছে। সেটা কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়? সরকার যে পদক্ষেপ নিয়েছে তা কতটা কার্যকর মনে করছেন?

মূল্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হলো উৎপাদন ও সরবরাহ। আগে আমরা এক ধরনের রাজনীতি দ্বারা পরিচালিত ছিলাম, যাকে আমি দুর্বৃত্তায়নের রাজনীতি বলতে বাধ্য হচ্ছি। এখন আমরা পরিচালিত হচ্ছি সুধীশাসিত রাজনীতি দ্বারা। একেকজন উপদেষ্টার কথা একেক রকম। তাঁরা কি কোনো দিন কোনো উৎপাদনকাজে বিনিয়োগ করেছেন? আমার মনে হয় না। এ জন্য তাঁরা উৎপাদন ব্যবস্থাপনা বোঝেন না, ব্যবসা-বাণিজ্যও বোঝেন না। তাঁরা সুশিক্ষিত এবং জ্ঞানী-গুণী। অনেক সময় জ্ঞানী-গুণীদের দ্বারা ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু যাঁরা ব্যবসা করছেন, তাঁদের দ্বারা এমন অবস্থা হবে না। ধরেন দেশের ১০০ শতাংশ মানুষের মধ্যে ৯৯ শতাংশই ভোক্তা। তার মধ্যে ৮০ শতাংশ হলো গরিব, মধ্যবিত্ত ও উচ্চমধ্যবিত্ত। তারা কিন্তু এখনকার তুলনায় অনেক বেশি মাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সরকার বেশ কিছু সংস্কার কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এই সংস্কার সফল করতে গেলে করণীয় কী? এমন একটি সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে, যেখানে লেজুড়বৃত্তি না করলে ব্যবসা চালাতে পারবেন না, ব্যাংক থেকে ঋণ পাবেন না। রাজনীতিবিদরাই পরিস্থিতি এ অবস্থায় নিয়ে গেছেন। এখন সব দোষ দেওয়া হচ্ছে ব্যবসায়ীদের ওপর। গত ১৫-২০ বছরে অর্থনীতিকে গিলে ফেলেছে রাজনীতি। অর্থাৎ যাঁরা রাজনীতি করতেন, তাঁরাই আবার ব্যবসা করতেনা। এখন এগুলো তো এত সহজে আপনারা ঠিক করতে পারবেন না। আপনারা সংস্কারের কথা বলছেন। কয়টা সংস্কার করবেন? সাংবিধানিক সংস্কার লাগবে, প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার লাগবে। এখন সংবিধান সংস্কার করতে গেলে জনগণকে লাগবে। কিন্তু জনগণের সঙ্গে তো কোনো কাজকারবার দেখছি না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রতিষ্ঠানগুলোকে সংস্কার করতে পারে। নির্বাচন পদ্ধতির সংস্কার, নির্বাচন প্রক্রিয়ার সংস্কার এবং নির্বাচনে যেন কেউ কারচুপি করতে না পারে। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন হলে দেশে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে। সেই সরকারকে যেন জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে হয়।

দেশ থেকে দুই লাখ কোটি টাকার মতো পাচার হয়ে গেছে। পাচারের টাকা কি আদৌ ফেরত আনা যাবে? গভর্নর, অর্থ উপদেষ্টা দুই লাখ কোটি টাকা পাচারের কথা বলেছেন। কিভাবে তাঁরা ফিরিয়ে আনবেন সেটা আমিও দেখতে চাই। তাঁরা আগে বিদেশি আইন-কানুন, বিশ্ববাণিজ্য কিভাবে হয় তা শিখুন, তারপর ফিরিয়ে আনার কথা বলুন।

সরকারকে জনবিচ্ছিন্ন বলব না। কারণ আমরা তো সমর্থন করি এই সরকারকে। তাঁদের আরেকটু চিন্তা-ভাবনা করে কাজ করা ভালো। আর কথাবার্তা আরেকটু সীমিত রাখা ভালো। এখনো তাঁদের কথাবার্তা বিভ্রান্তিমূলক। তাঁরা আগে পরিসংখ্যান ঠিক করুন। গভর্নরের দায়িত্ব আগে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো ঠিক করা। আর মানি সাপ্লাই যদি সংকুচিত করেন তাহলে তা সরকারের জন্য যেমন সংকুচিত হবে, বেসরকারি খাতের জন্যও তেমনি সংকুচিত হবে। আপনার কাছে আছেই ১০০ টাকা। এখন সরকারকে বেশি টাকা দেবেন আর আমাদের বেসরকারি খাত, যারা সম্পদ সৃষ্টি করে, তাদের কম দেবেন; তাহলে কেমন করে হবে? এসবের কারণে বহুমুখী সমস্যার সম্মুখীন হবে বাংলাদেশ।

আপনি সম্প্রতি বাণিজ্যিক খাতের ন্যাশনাল ব্যাংকের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নিয়েছেন। সেখানকার পরিস্থিতি কেমন দেখছেন? অনেক ব্যাংকই খারাপ অবস্থায় আছে। ন্যাশনাল ব্যাংকও এর বাইরে নয়। দুই বছর বা তিন মাস পর কী হবে তা জানি না। তবে এটুকু জানি, আমরা যথেষ্ট চেষ্টা চালিয়ে যাব। ব্যাংক যাতে ঋণে পরিচালিত না হয় তা নিশ্চিত করব। ব্যাংকিং খাত যদি ঠিক না হয় তাহলে অর্থনীতির কোনো খাতই ঠিক হবে না। কেউ যদি এখান থেকে এক হাজার কোটি টাকা নিয়ে বিনিয়োগ করে আর আপনি বলেন ঋণটা আমাকে ফেরত দিতে হবে, তাহলে এটা তো সম্ভব না। দুই, জুলাই-আগস্টে কোনো কাজ হয়নি, কারখানা বন্ধ ছিল। উৎপাদনও হয়নি। এই দায়দায়িত্ব কার? সব কিছু ওই বিনিয়োগকারীর ওপর? তাঁরা বিভিন্ন খাতের মানুষের সঙ্গে বসে আগে আলোচনা করুন। কোন খাতে কী সমস্যা, কোন সমস্যার কারণে ওই খাতে উন্নয়ন হচ্ছে না, সেটা আগে তাঁরা বের করুন। সিন্ডিকেট থেকে বেরিয়ে আসার উপায় কী? গত ১৫ বছরে রাজনৈতিক সিন্ডিকেট ছিল সবচেয়ে বড়। এই রাজনৈতিক সিন্ডিকেটের আওতায় বিভিন্ন খাতে ছোট ছোট সিন্ডিকেট তৈরি হয়েছে। এখন যারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত, তারাও একটা সিন্ডিকেট। পণ্যের মূল্য নির্ধারণ হয় সরবরাহ ও চাহিদার ওপর ভিত্তি করে। চাহিদা যদি বাড়ে কিংবা চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ না থাকে, তাহলে মূল্য বৃদ্ধি পাবে। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারেড়কিছু কিছু পণ্যের সরবরাহ অল্প কয়েকজন লোকের হাতে নিয়ন্ত্রিত। সেটা অস্বীকার করার সুযোগ নেই। কিন্তু কারওয়ান বাজারে গেলে দেখতে পাবেন, অন্তত ২০০ জন সবজি বিক্রি করছে। ২০০ দোকানদার চিনি বিক্রি করছে। তাহলে ২০০ জন মানুষের সিন্ডিকেট কিভাবে হয়? তার মানে হলো, সিন্ডিকেট হয় ওপরের লেভেলে। সেই সিন্ডিকেটের সঙ্গে রাজনীতি জড়িত। অর্থাৎ যতক্ষণ রাজনীতি ঠিক না হবে, উৎপাদন না বাড়বে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই সমস্যা বিদ্যমান থাকবে। সংকট আরো বেশি হবে। বর্তমান সরকার যতক্ষণ এই সমস্যা বুঝতে না পারবে এবং উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিনিয়োগকারীদের সহায়তা না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত উৎপাদনে ঘাটতি হবে, উৎপাদন ব্যয় আরো বৃদ্ধি পাবে। ব্যাংক ও আর্থিক খাতের প্রতিষ্ঠানগুলোর রুগ্‌ণ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার উপায় কী? এখান থেকে বেরিয়ে আসার উপায় গভর্নর সাহেব বলতে পারবেন। আমরা গভর্নরকে যেভাবে পরামর্শ দিয়েছি, তিনি সেভাবে চলছেন না। তিনি আইএমএফের প্রেসক্রিপশনে চলছেন। আমি দীর্ঘদিন গভর্নরকে চিনি। তিনি সৎ মানুষ। তবে তিনি যদি বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত না নেন তাহলে দেশের ব্যাংকিং খাতের অবস্থা আরো খারাপ হবে, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা আরো খারাপ হবে। আমি তাঁর সঙ্গে একাধিকবার কথা বলেছি। তিনি বলেছেন, সমস্যা আছে, আমরা এই সমস্যা আর বাড়তে দেব না। এ জন্য তিনি সহায়তাও করছেন। কিন্তু যতটুকু সহায়তা করছেন তা যথেষ্ট নয়। দেশের সামাজিক অবস্থা, রাজনৈতিক অবস্থা, অর্থনৈতিক অবস্থা, মানুষের চরিত্রড় এসব একত্রে এনে সমস্যার সমাধান করতে হবে। তা না করে আপনি যদি আপনার চরিত্রের সততা দিয়ে সমস্যার সমাধান করতে চান, তাতে দেশের সমস্যা আরো বাড়বে। দেশের প্রায় সব ব্যাবসায়িক সংগঠনের নেতৃত্বে আসতে সরকারদলীয় পরিচয়কে মুখ্য হিসেবে দেখা হয়েছে। এই সংস্কৃতির পরিবর্তন কিভাবে হবে? আমাদের সংস্কার একটাই, সেটা হলো বেসরকারি খাতের সংগঠনগুলোকে দলীয় লেজুড়বৃত্তি থেকে বের করে আনা। এই সংগঠনগুলো আগেও ছিল। গত ১৫ বছরে দেশের ওপরের দিকে যারা উৎপাদন ব্যবসায় জড়িত এবং যারা অর্থবিত্তের মালিক, তারা দুই ভাগে বিভক্ত। একটি অংশ সম্পদ সৃষ্টির চেষ্টা করছে, আরেকটি অংশ লুটপাটে সম্পদের মালিক হয়েছে। তারা অর্থনীতিতে ক্ষমতাবান, রাজনীতিতেও ক্ষমতাবান। এ দুই গ্রুপের মধ্যে বিরাট ব্যবধান হয়ে গেছে। এখন একটি গোষ্ঠীই তৈরি হয়ে গেছে, যারা শুধু সম্পদ সৃষ্টি করে; সম্পদ তৈরি করে না। তারা লুণ্ঠনের টাকা আবার পাচার করে নিয়েছে। দেশে বৈষম্য বাড়ার পেছনে দায় কাদের বেশি? রাজনীতি ও অর্থনীতি একটা ছাড়া আরেকটা ভালো হয় না। অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে রাজনীতি। আর রাজনীতিকে পরিশীলিত করে অর্থনীতি। এখন যদি আপনি বলেন, আমাদের অর্থনীতি খারাপ অবস্থায় চলে গেছে, বৈষম্য বেড়ে গেছেড়সেটার জন্য যত না বিনিয়োগকারী, অর্থনীতিতে যুক্ত ব্যক্তি দায়ী, তার চেয়ে হাজার গুণ বেশি দায়ী রাজনীতি। কাজেই আমরা যদি রাজনীতি ঠিক করতে না পারি, তাহলে কোনোকালেই অর্থনীতি ঠিক করতে পারব না। এখন রাজনীতির চেয়ে বেশি সংকটে আছে অর্থনীতি। রাজনীতি ও অর্থনীতি দুই ভাই, আমাদের দুটিই ঠিক করতে হবে। একটি ছাড়া আরেকটি কখনো ঠিক হবে না। যদি অর্থনীতি ঠিক করতে হয়, আয়ের বৈষম্য কমাতে হয়, তাহলে কেন্দ্রীভূত রাজনৈতিক দল ও রাজনীতিকদের ক্ষমতা কমাতে হবে। শিল্পাঞ্চলের সাম্প্রতিক অস্থিরতা খাতটির অগ্রযাত্রা কতটা ব্যাহত করবে? আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের কার্যকর উদ্যোগ দেখছি না। তাঁরা চেষ্টা করছেন। আমাদের অনেক সমস্যাও আছে। বেসরকারি খাত এখন মনোবল হারিয়ে ফেলেছে। গত ১৫ বছরে উৎপাদনশীলতা কমতে শুরু করে, গত পাঁচ বছরে তা আরো কমে গেছে। উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর কার্যকর উদ্যোগ নেই। উল্টো সামাজিক বিশৃঙ্খলা, শ্রমিক অসন্তোষ বেড়ে গেছে। কারখানাগুলোতে হামলা, আন্দোলন চলছে, যার দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব পড়বে অর্থনীতিতে। যেকোনো মূল্যে এই পরিস্থিতির সমাধান দরকার। উৎপাদনশীলতা কমলে অভ্যন্তরীণ বাজারে কী প্রভাব পড়বে বলে মনে করছেন? দেশে শিল্প-কারখানা ঠিকমতো চলছে না। উৎপাদন ঠিকমতো হচ্ছে না। উৎপাদন যদি না হয়, রপ্তানি ছাড়াও আমাদের অভ্যন্তরীণ বাজারের চাহিদা মেটাতে উৎপাদন করতে হয়, দেশের উৎপাদন না বাড়ালে মূল্যস্ফীতি আরো বেড়ে যাবে। কিভাবে সরকার উৎপাদনশীলতা, রপ্তানি বাড়াবে, তার কোনো লক্ষণ দেখছি না। দেশের ভালো ব্যবসায়ীরাও খেলাপিতে পরিণত হচ্ছেন। সমাধান কিভাবে হবে? যখনই স্বল্পমেয়াদি আমানতের অধীনে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের জন্য ঋণ দেওয়া হয়, তখন শেষমেশ ব্যাংক বিপদে পড়ে। সেটা আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি। অনেক উদ্যোক্তা শিল্প গড়েছেন, কিন্তু মুনাফা করতে পারছেন না। এরপর ঋণ পুনঃতফসিল করা হয় বারবার। একটা পর্যায়ে ঋণটা খেলাপি হয়ে যায়। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আমাদের চিন্তাধারা ও অর্থায়ন প্রক্রিয়ায় সমস্যা আছে। সরকারের পতনের আগেও বেসরকারি খাত ভালো ছিল না। অন্তর্বর্তী সরকারের বেসরকারি খাতের প্রতি কোনো মনোযোগ আমি দেখছি না। অর্থনীতিতে একটা বিপর্যয় রেখে গেছে বিগত সরকার। উন্নয়নের এত কথা বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে কী ছিল? বিগত সরকার দলীয় লোক ছাড়া সব মানুষের মৌলিক অধিকার হরণ করেছে। আবার মুষ্টিমেয় লোকের জন্য এই অধিকার ছিল অতিমাত্রায়। তারা যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারত। এর ফলে যেটা হয়েছে সেটা হলো, নেতারা প্রতিষ্ঠানগুলো দখলে নিয়েছেন। নির্বাচন কমিশন, পাবলিক সার্ভিস কমিশনসহ যত সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান আছে, সব দখলে নিয়েছিল। এ ছাড়া যত রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান এবং রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ সংস্থার সঙ্গে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো (যেমনড়এফবিসিসিআই) তাদের কবজায় নিয়েছিল। নিয়ন্ত্রণে নিয়ে তারা একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেছে। ফলে এমন এক জায়গায় আমাদের অর্থনীতি নিয়ে গেছে, যাতে মুষ্টিমেয় লোকের জন্য শুধু ব্যাংক থেকে ঋণ পাওয়া সম্ভব ছিল। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমি মনে করি, অর্থনীতি মুষ্টিমেয় লোকের হাতে তুলে দেওয়ার ফলে উৎপাদনব্যবস্থা বিঘ্নিত হয়েছে, মানুষের উদ্যম ও উদ্যোগের ব্যবহারের ওপর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে। এগুলো অর্থনৈতিক অবস্থার জন্য খুবই খারাপ। পরিসংখ্যান ব্যুরোর দেওয়া সঠিক তথ্য পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় উপস্থাপন করত না। এত দিন মানুষ এটা বলার সুযোগ পায়নি। ব্যবসায়ীদের মধ্যে বিভক্তি কমাতে আপনি আগেও উদ্যোগ নিয়েছিলেন। আপনার এখনকার চিন্তা কী? আজ ব্যবসায়ী সমাজের যে দ্বিধাবিভক্তি, সেটা আমি একতাবদ্ধ করতে চেয়েছিলাম বহু আগেই। আমি ২০০৪ সালে যখন এফবিসিসিআইয়ের সভাপতি ছিলাম, তখন একটি সংস্কার প্রস্তাব দিয়েছিলাম। কিভাবে আমাদের বিভক্তি কিছুটা কমানো যাবে, সেই পদক্ষেপ নিয়েছিলাম। চেষ্টা আমি আগেও করেছি, এখনো করছি। কিন্তু দিন দিন বিভক্তিটা আগের চেয়ে আরো বেড়েছে। সুযোগ পেলেই ব্যবসায়ীরা দল বদল করবেন, এটা ঠিক না। কে কোন দল করেন, আজ থেকে ভুলে যান। ব্যবসায়ীদের কাজ হলো খাতের সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধানের জন্য সরকারের কাছে তুলে ধরা। দেশে প্রকৃত গণতন্ত্র চাই। জবাবদিহি প্রয়োজন। মুষ্টিমেয় লোকের স্বার্থের জন্য আর কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠান বা আমলাতন্ত্রকে কাজ করতে দেওয়া হবে না। আমি এফবিসিসিআইয়ের সভাপতি ছিলাম বিএনপির সময়। কেউ বলতে পারবে না, তখনো আমি কারো দলীয় পরিচয় জিজ্ঞেস করেছি। আমাদের কাজ খাতভিত্তিক ব্যবসার সমস্যা তুলে ধরে ব্যবসার পথ সুগম করতে সরকারকে চাপে রাখা। ফ্যাসিবাদ থেকে বেরিয়ে আসার পর শিল্প-কারখানায় হামলা, মালিকদের নামে মামলাসহ নানাভাবে হয়রানি করার ফলে অর্থনীতিতে ব্যাঘাত সৃষ্টি হচ্ছে। এখান থেকে বেরিয়ে আসার উপায় কী? রাজনীতি ঠিক না হলে অর্থনীতি ঠিক করতে পারবেন না। ব্যবসায়ীরা সম্পদ সৃষ্টি করে, সেবা করে এবং ব্যবসা করে; করও দেয়। আর যে সম্পদ অর্জন করে, সে করও দেয় না, বিনিয়োগও করে না; সম্পদ রক্ষা করার জন্য বিদেশে পাচার করে। এ গোষ্ঠীটা সবাই এক। যখন নতুন সরকার এসে বলে অর্থ পাচারকারীদের ধরবে, শেষ পর্যন্ত গিয়ে ধরে কিন্তু সম্পদ সৃষ্টিকারীদেরই। যারা দেশে আছে, দেশের উন্নয়নে কাজ করছে, কর্মসংস্থান সৃষ্টি করছেড় সবাই ধরে তাদেরই। যতক্ষণ সমাজে সম্পদ সৃষ্টিকারী ও সম্পদ অর্জনকারীদের আলাদা না করা হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই সমস্যার সমাধান হবে না। বিনিয়োগকারীদের যদি ধরে নিয়ে যান, নানা রকমের অন্যায়-অবিচার করেন, তাহলে এত সহজে এ সমস্যা থেকে উত্তরণ ঘটবে না। আমাদের দেশে যারা বিনিয়োগ করে, সম্পদ সৃষ্টি করে, কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেড়সব দায়দায়িত্ব তাদের ওপর গিয়ে পড়ছে। ঋণ খেলাপের প্রবণতা বেড়েছে। এতে আমাদের আর্থিক খাত ধ্বংস হয়েছে। সার্বিকভাবে আর্থিক খাতের দুরবস্থা নিয়ে আপনার বক্তব্য কী? ঋণ নিয়ে পরিশোধ করতে না পারার ঘটনা আরো বৃদ্ধি পাবে। এর অন্যতম কারণ হলো প্রতিষ্ঠান দখল করা। প্রতিষ্ঠানগুলো একটা গোষ্ঠীর করায়ত্তে চলে যাওয়া বা প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়ন্ত্রণ করা। গত ১৫ বছরে প্রতিটি প্রতিষ্ঠান একটি রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে তাদের মিত্ররা দখলে নিয়েছে। এর মধ্যে সাংবিধানিক, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান কিংবা রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ সংস্থাও রয়েছে। আমরা দেখেছি, একটা গোষ্ঠী ১০-১২টি ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ করেছে। বাকি ব্যাংকগুলোও কোনো না কোনো পরিবার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এগুলো দুনিয়ার ইতিহাসে খুবই বিরল ঘটনা। এখন ধরেন, একজন বিনিয়োগকারীর পাঁচ হাজার কোটি টাকা ঋণ রয়েছে। আগে সুদের হার ৯ শতাংশ ছিল, কিন্তু বর্তমানে সেটা ১৫ শতাংশ পর্যন্ত হয়ে গেছে। বিনিয়োগকারী বর্তমানে কাঁচামালের অভাবে উৎপাদন ও এলসি করতে পারছে না। কাঁচামাল আমদানি করতে পারলেও ডলারের দাম বাড়ার ফলে উৎপাদন খরচ বেড়ে যাচ্ছে। উৎপাদন খরচ বৃদ্ধির পেছনে রয়েছে দুর্নীতি, ডলারের মূল্যবৃদ্ধি এবং সুদের হার বৃদ্ধি। এই তিনটি বিষয় নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে জিনিসপত্রের দাম এমনিতেই বাড়বে। কিন্তু এই মূল্যবৃদ্ধির জন্য যদি আপনি বিনিয়োগকারীকে প্রশ্ন করেন, তাহলে সেটা কষ্টকর বিষয়। যারা কোনো দিন বিনিয়োগ করেনি, সম্পদ করেনি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেনি, তারা জোরজবরদস্তি করে একটা জিনিস চাপিয়ে দিচ্ছে বিনিয়োগকারীদের ওপর। সমাজের এই উল্টো পদ্ধতি যতক্ষণ ঠিক না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে না, বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে না, কর্মসংস্থানও বাড়বে না। কর্মসংস্থানের জন্যই তো বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন হয়েছে। তাহলে বৈষম্য কিভাবে কমবে আপনি বলেন। চলমান সংস্কার কিভাবে সার্থক করা যায়? ড. ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার দেশের গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলোতে সংস্কারের লক্ষ্যে কমিশন গঠন করেছে। আমরাও সংস্কার চাই। কিন্তু রাজনৈতিক সংস্কারকে সার্থক করতে রাজনৈতিক লোকদের দিয়ে সংস্কার করতে হবে। আমরা আন্দোলন করেছি গণতান্ত্রিক সরকারের জন্য। আশা করি আমাদের সেই স্বপ্ন দ্রুতই পূরণ হবে। ভবিষ্যতে দেশের অর্থনীতি কোথায় দেখতে চান? সাধারণ অনুন্নত দেশ থেকে উন্নত দেশে পরিণত হোক বাংলাদেশড়এটাই আমার চাওয়া। এই পথে দেশকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য যে ধরনের আইন, বিধি-বিধান, চিন্তাধারা প্রয়োজন, তা দেখা যাচ্ছে না। আমার চাওয়া হলো, দেশে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাক। দেশের প্রত্যেক নাগরিকের যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরি পাওয়ার অধিকার রয়েছে। কিন্তু যখন সে চাকরি পাবে না, তখনই বৈষম্য সৃষ্টি হবে। তখন সে রাস্তায় মারামারি করবে, চুরি করবে, ডাকাতি করবে। তাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। এ জন্য দায়ী হলো তাঁরা, যাঁরা দেশের রাজনীতি ও অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করেন। দেশের রাজনীতিবিদরা মনে করেন, বিনিয়োগকারীরাই অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। আসলে তা নয়। অর্থনীতির মূল নিয়ন্ত্রক হলেন রাজনীতিবিদরাই। সুতরাং সব কিছু ঠিক করতে হলে প্রথমে রাজনীতি ঠিক করতে হবে। আমার চাওয়া হলোড় পরিবেশ ঠিক করেন এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থা ঠিক করেন, যাতে আমরা বিনিয়োগ করার সুযোগ পাই। রাজনীতিবিদরা সম্পদ চুরি করতে পারেন, কিন্তু সৃষ্টি করতে পারেন না, যেটা বিনিয়োগকারী উৎপাদনের মাধ্যমে, উদ্ভাবনী শক্তির মাধ্যমে করে থাকেন। এত বড় একটা অভ্যুত্থানের পরও কি দেশের রাজনীতিতে কোনো পরিবর্তন আসবে না? আপনি কী মনে করেন? এটা তো এখন বলা যাচ্ছে না। যখন নির্বাচন হবে, একটা রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় আসবে, তখন আমরা দেখতে পারব তারা ক্ষমতা কিভাবে ব্যবহার করছে। এটা এই মুহূর্তে বলা সম্ভব নয়। তবে আমার রাজনৈতিক দল ৩১ দফা উল্লেখ করে সংস্কার করার প্রস্তাব দিয়েছে। তাতে আমার কাছে মনে হচ্ছে, আমার দল সংস্কার করবে। অন্যদের কথা আমি বলতে পারব না। একটা কথা বলি, যতক্ষণ জনগণের কাছে জবাবদিহি নিশ্চিত করা না যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো সংস্কারই টেকসই হবে না। কারণ এখানে কিছু সাংবিধানিক সংস্কার আছে, কিছু আছে প্রাতিষ্ঠানিক, নিয়ন্ত্রণ সংস্থার, পরিদর্শকদলের সংস্কার। এগুলো করতে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু যখনই সাংবিধানিক ও আইনগত সংস্কার করতে যাবেন, তখনই কিন্তু জনগণের কাছে জবাবদিহির বিষয়টি প্রয়োজন হবে। কারণ এটা না হলে সংস্কারগুলো টেকসই হবে না। দেশের পুরনো ইতিহাস যদি দেখেন তাহলে দেখবেন, এক-এগারোর সরকার ১৮৯-১৯০টা আইন সংস্কার করেছে। অনেক পরিবর্তন করেছে। বিগত সরকার এই সংস্কারগুলো আইনে পরিণত করার ওয়াদাও করেছিল। কিন্তু পরে শুধু পাঁচ-ছয়টি আইনে সংশোধন এনে পাস করা হয়। সেগুলোতেও এমন কাটাছেঁড়া করা হয়, যা আগের অবস্থার চেয়েও খারাপ হয়েছে। সুতরাং টেকসই সংস্কার করতে চাইলে জনগণের মতামত নিতে হবে। যদি জনগণের মতামত না নেন, তাহলে পরবর্তী সরকার সেই সংস্কার কতটুকু করবে তার নিশ্চয়তা নেই।

ভবিষ্যতে দেশের অর্থনীতি কোথায় দেখতে চান? সাধারণ অনুন্নত দেশ থেকে উন্নত দেশে পরিণত হোক বাংলাদেশড়এটাই আমার চাওয়া। এই পথে দেশকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য যে ধরনের আইন, বিধি-বিধান, চিন্তাধারা প্রয়োজন, তা দেখা যাচ্ছে না। আমার চাওয়া হলো, দেশে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাক। দেশের প্রত্যেক নাগরিকের যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরি পাওয়ার অধিকার রয়েছে। কিন্তু যখন সে চাকরি পাবে না, তখনই বৈষম্য সৃষ্টি হবে। তখন সে রাস্তায় মারামারি করবে, চুরি করবে, ডাকাতি করবে। তাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। এ জন্য দায়ী হলো তাঁরা, যাঁরা দেশের রাজনীতি ও অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করেন। দেশের রাজনীতিবিদরা মনে করেন, বিনিয়োগকারীরাই অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। আসলে তা নয়। অর্থনীতির মূল নিয়ন্ত্রক হলেন রাজনীতিবিদরাই। সুতরাং সব কিছু ঠিক করতে হলে প্রথমে রাজনীতি ঠিক করতে হবে। আমার চাওয়া হলোড়পরিবেশ ঠিক করেন এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থা ঠিক করেন, যাতে আমরা বিনিয়োগ করার সুযোগ পাই। রাজনীতিবিদরা সম্পদ চুরি করতে পারেন, কিন্তু সৃষ্টি করতে পারেন না, যেটা বিনিয়োগকারী উৎপাদনের মাধ্যমে, উদ্ভাবনী শক্তির মাধ্যমে করে থাকেন। এত বড় একটা অভ্যুত্থানের পরও কি দেশের রাজনীতিতে কোনো পরিবর্তন আসবে না? আপনি কী মনে করেন? এটা তো এখন বলা যাচ্ছে না। যখন নির্বাচন হবে, একটা রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় আসবে, তখন আমরা দেখতে পারব তারা ক্ষমতা কিভাবে ব্যবহার করছে। এটা এই মুহূর্তে বলা সম্ভব নয়। তবে আমার রাজনৈতিক দল ৩১ দফা উল্লেখ করে সংস্কার করার প্রস্তাব দিয়েছে। তাতে আমার কাছে মনে হচ্ছে, আমার দল সংস্কার করবে। অন্যদের কথা আমি বলতে পারব না। একটা কথা বলি, যতক্ষণ জনগণের কাছে জবাবদিহি নিশ্চিত করা না যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো সংস্কারই টেকসই হবে না। কারণ এখানে কিছু সাংবিধানিক সংস্কার আছে, কিছু আছে প্রাতিষ্ঠানিক, নিয়ন্ত্রণ সংস্থার, পরিদর্শকদলের সংস্কার। এগুলো করতে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু যখনই সাংবিধানিক ও আইনগত সংস্কার করতে যাবেন, তখনই কিন্তু জনগণের কাছে জবাবদিহির বিষয়টি প্রয়োজন হবে। কারণ এটা না হলে সংস্কারগুলো টেকসই হবে না। দেশের পুরনো ইতিহাস যদি দেখেন তাহলে দেখবেন, এক-এগারোর সরকার ১৮৯-১৯০টা আইন সংস্কার করেছে। অনেক পরিবর্তন করেছে

বইয়ের আলোয় পথ খুঁজে পাবে প্রজন্ম

রাজু আহমেদ

আজকাল পিতামাতার কাছে খুব কম সন্তান বইয়ের জন্য আবদার করে। প্রিয় লেখক, কবি কিংবা সাহিত্যিক আছে খুব কম সংখ্যকের! বাঙালির সবচেয়ে কম খরচ সাহিত্যে। অথচ বই কেনা তো খরচ নয় বরং বিনিয়োগ- এটা অনেকে মানেই না। ছেলেমেয়েদের চাহিদায় দামি স্মার্টফোন, ল্যাপটপ কিংবা কম্পিউটার থাকে। খেলার মাঠে যাওয়ার বদলে গোপন আসরে বসে। মাঠের গোলবারে গোল দেওয়ার বদলে গোল হয়ে বসে ইন্টারনেট গেইমে মত্ত প্রজন্ম। বদ্ধ রুমে শুয়ে-বসে গেম খেলতে খেলতে কেটে যায় প্রহর। এ যুগের ছেলেমেয়েদের মস্তিষ্কের তেজ কম ছিল না। এসএসসি-এইচএইসসিতে রেজাল্ট ভালো, পুথিগত বিদ্যাতেও অপ্রতিরোধ্য। কেননা নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত বাবা-মা চোখে চোখে শাসনে রাখে। যখন বড় হয়, স্বাধীনতা পায় এবং মন্দের সঙ্গ পায় তখন পথ হারায়। বিশাল সম্ভাবনা মুকুলেই বিনাশ হয়। মানবিকতা বোধের চরম ঘাটতি ঘটে। ভদ্রতা-সৌজন্যতা অনুপস্থিত থাকে। সামাজিকতা নাই বললেই চলে। বাবা-মায়ের আশার পিদিম নিভিয়ে অনেক সন্তান প্রবেশ করে অন্ধকারে। সমাজকে সহ্য করতে হয় ক্ষত। রাষ্ট্র বহন করে বোঝা! আধুনিকতার নামে বই পড়ার অভ্যাস হারিয়ে অনেকগুলো বদগুণ ধারণ করছি। পরীক্ষায় পাশের হার বৃদ্ধি করা এবং মেধাবী প্রজন্ম গড়ে তোলা- দু'টো বিষয় এক ব্যাপার নয়। পাঠের অভ্যাস নাই বললেই চলে। ছেলেমেয়েরা যদি বিখ্যাত সাহিত্যকদের নামে মেসি কিংবা রোনালদোর নাম বলে তবে অবাক হওয়ার সুযোগ নাই! অনেককেই শরৎচন্দ্র-বঙ্কিমকে চেনে না। মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিকে তুখোড় ফলাফল অর্জন করে ছেলেমেয়েরা বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তিতে আটকে যাচ্ছে। কেননা পাঠ্যবইও যে ঠিকঠাক পাঠ করা হয়নি। সাজেশনের ওপর সাজেশন করে পড়ে পরীক্ষা দিয়েও বানের জলের মত এ প্লাস পাওয়া যায়। শহর-নগরের পাঠাগারগুলো নিস্তব্ধতায় জাদুঘরের মত। চিড়িয়াখানা ভেবেও কেউ দর্শনে আসে না। সেখানে বই আছে কিন্তু প্রাণ নাই। পাঠকের উপস্থিতি না থাকাতে ধুলোবালিতে ধূসর হয়েছে বইয়ের আবরণ। ফ্রি ফায়ারের আসর বসলেও এখন আর পাঠচক্র দেখা যায় না স্কুল, কলেজ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে। বইয়ের বিকল্প এখন ফেসবুক। বুঝতে শিখেছে অথচ স্মার্টফোন নাই, ফেসবুক ব্যবহার করছে না এমন কাউকে খুঁজে পেতে টিম গঠন করে তালাশি দিতে হবে। সাম্প্রতিক সময়ের পরিসংখ্যান বলছে, বিশ্বের মধ্যে বিভিন্ন দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ ফেসবুক ব্যবহারকারী দেশের প্রথম সারির একটি বাংলাদেশে। ফেসবুকের অতিরিক্ত ব্যবহার মস্তিষ্কের সক্ষমতা কমিয়ে দেয় এবং ধৈর্যহারা করে। মস্তিষ্কের চাপ নেওয়ার ক্ষমতা তথা জটিল সমস্যার সমাধান সক্ষমতা হ্রাস করে। মস্তিষ্কের ক্ষতির পাশাপাশি চোখের ক্ষতি তো আছেই। বই পড়ার অভ্যাসের সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছে ফেসবুক। ফেসবুক নেশার মত। যারে পেয়েছে তারে শেষ করেছে। শিক্ষার্থীদের দিয়ে এখন সব কাজ করানো যায় কেবল লেখাপড়া করানো ছাড়া। তারা রাজনৈতিক বড় ভাইদের উদ্দেশ্য সার্ভ করে, নেশার আসরে বসে, ইন্টারনেটে জুয়া খেলে, যাকে তাকে অসম্মান করে কিংবা একরোখা-একচোখা আচরণ করে। পড়তে বললেই বেঁধে যায় শত্রুতা। বই যেন চোখের বিষ। মিছিল-মিটিংয়ে আছে কিন্তু লাইব্রেরিতে যাবে না। গ্রামগঞ্জেও সন্ধ্যার সাথে সাথে গড়ে ফেরে এমন ছেলের সংখ্যা হাতে গোনা। সন্তান ভালো রেজাল্ট করছে কাজেই ভালো মানুষ হবে, বড় চাকুরি পাবে- এমন আশা নিয়ে যদি অভিভাবক নজরদারি ছাড়া, ছেলেমেয়েদের খোঁজ-খবর রাখা ছাড়া বসে থাকে তবে সর্বনাশ। ইন্টারনেটের সহজলভ্যতায় এবং বিভিন্ন সাইটের এক্সেস সুবিধায় চরিত্রের অধঃপতন ও শরীরের অবদমন ঘটছে। বই না পড়ার কুফল সমাজ বেশ ভালোভাবে টের পাচ্ছে। খেসারত ও ক্ষতিপূরণ দেওয়ার মাত্রা সময়ের সাথে বাড়ছে। কিশোর গ্যাঙের কাছে সমাজ-সংসার, সংগঠন কিংবা গ্রাম-শহর জিম্মি। ওদের সামনে মানুষ কথা বলতে ভয় পায়। যাকে-তাকে অসম্মান করতে প্রজন্ম দ্বিতীয়বার ভাবে না। ধ্বংসের কিনারা থেকে সন্তানদের রক্ষার উপায় কী? বই পড়ার পরিবেশ উপহার দিতে হবে। সন্তান কী পড়বে সে ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করে পাঠাভ্যাস চাপিয়ে দিতে হবে। সন্তানের মূল্যবোধ গঠনের জন্য, সামাজিক অবক্ষয় ও অপরাধ থেকে বিরত রাখার জন্য সন্তানের হাতে মোবাইলের বদলে বই তুলে দিতে হবে। ছেলেমেয়েরা যাতে পড়ার মাঝে আনন্দের পরিবেশ পায় সেটার নিশ্চয়তা অভিভাবক, শিক্ষক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রকে সম্মিলিতভাবে নিশ্চিত করতে হবে। আউটডোর-ইনডোর গেম খেলতে উৎসাহিত করতে হবে। এতে একদিকে শারীরিক কসরতে মাধ্যমে শরীর সুস্থ থাকবে, আরেকদিকে মনের বিকাশ ঘটবে।বই হোক নিত্যসঙ্গী। চলার পথে হাতে একখানা বই থাকা উচিত। বইয়ের ওজন তো আর অনেক না। পাঠের পরিবেশ পেলে কয়েক পৃষ্ঠা পড়ে নিলে নিজের গঠন হবে।

গত সপ্তাহজুড়ে ঊর্ধ্বমুখী ছিল বৈশ্বিক পণ্যবাজার

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : গত সপ্তাহজুড়ে ঊর্ধ্বমুখী ছিল বৈশ্বিক পণ্যবাজার। বৈশ্বিক রাজনীতিতে অনিশ্চয়তার কারণে গত সপ্তাহে ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে মূল্যবান ধাতুগুলোর বাজারদর। এসময় স্বর্ণের দাম বেড়েছে ২ শতাংশ। রুপা ও প্যালাডিয়ামের দাম যথাক্রমে আউন্সপ্রতি ২ দশমিক ৫ ও ২ দশমিক ৯ শতাংশ করে বেড়েছে। তাছাড়া গত সপ্তাহে তামার দাম ৫ দশমিক ৪ শতাংশ বেড়েছে। অ্যালুমিনিয়াম ও নিকেলের দাম বেড়েছে পাউন্ডপ্রতি যথাক্রমে ৩ দশমিক ৩ ও ৩ শতাংশ। অন্যদিকে সিসার দাম ১ দশমিক ৫ শতাংশ বেড়েছে। তবে এ সময় নিম্নমুখী ছিল দস্তার বাজারদর। এদিকে, অতিরিক্ত সরবরাহ ও কম চাহিদার প্রভাবে দীর্ঘদিন ধরে নিম্নমুখী থাকা জ্বালানি তেলের বাজার গত সপ্তাহে বেড়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসন রাশিয়ার জ্বালানি খাত লক্ষ্য করে নতুন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করায় সরবরাহ সংকটের আশঙ্কায় অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের আন্তর্জাতিক বাজারে আদর্শ ব্রেন্টের দাম ৩ দশমিক ৭ শতাংশ বেড়েছে। অন্যদিকে, এসময়ের মধ্যে প্রাকৃতিক গ্যাসের দাম বেড়েছে ১২ দশমিক ১ শতাংশ। তুর্কি বার্তাসংস্থা আনাদোলু এজেন্সি বলছে, যুক্তরাষ্ট্রে বেকারত্বের হার ৪ দশমিক ২ শতাংশ থেকে কমে ৪ দশমিক ১ শতাংশে নেমে এসেছে। ডিসেম্বরে দেশটিতে অপ্রাতিষ্ঠানিক বেতন-মজুরি গ্রহীতা ছিল নভেম্বরের তুলনায় ২ লাখ ৫৬ হাজার জন বেশি। এসংখ্যা অপ্রাতিষ্ঠানিক বেতন-মজুরি গ্রহীতা নিয়ে সংশ্লিষ্টদের প্রত্যাশা ছাড়িয়েছে। এরপরও দেশটির কেন্দ্রীয় ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভ (ফেড) সুদহার কমানোর বিষয়ে সতর্ক অবস্থান ধরে রেখেছে। ফলে গত সপ্তাহজুড়ে ঊর্ধ্বমুখী ছিল বৈশ্বিক পণ্যবাজার। উল্লেখ্য, অপ্রাতিষ্ঠানিক বেতন-মজুরি গ্রহীতা গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সূচক, যা প্রতি মাসে যুক্তরাষ্ট্রের বেকারত্ব ও শ্রমবাজারের অবস্থার তথ্য দেয়। এটি কৃষি ছাড়া অন্য খাতগুলোর তথ্য দিয়ে থাকে। সুদহার কমানোর সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় ফেড বিভিন্ন অর্থনৈতিক সূচক বিবেচনা করে। এর মধ্যে অন্যতম হলো মূল্যস্ফীতি ও শ্রমবাজারের অবস্থা। যুক্তরাষ্ট্রে বেকারত্ব কমা ও অপ্রাতিষ্ঠানিক মজুরি বাড়ার বিষয়টিকে অর্থনীতির শক্তিশালী অবস্থার ইঙ্গিত হিসেবে দেখা হয়। তবে এসব ছাড়াও মূল্যস্ফীতি অথবা ভূরাজনৈতিক অস্থিরতার মতো কোনো ধরনের অর্থনৈতিক চাপের কারণে বিভিন্ন পণ্যের দাম বাড়তে পারে। বিশ্লেষকরা বলছেন, যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমবাজার ডিসেম্বরে শক্তিশালী অবস্থায় শেষ হলেও চলতি বছরের জুনের আগে ফেডের সুদহার কমানোর সম্ভাবনা কম। খাতসংশ্লিষ্টরা বলছেন, ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ায় সামনের দিনগুলোয় অর্থনৈতিক নীতি ঠিক কী হতে পারে, তা নিয়েও উদ্বেগ বেড়েছে। এই বিষয়টিও বৈশ্বিক পণ্যবাজারে অস্থিরতা ?সৃষ্টি করেছে। এদিকে, বিনিয়োগকারীরা বলছেন, চীনের পিপলস ব্যাংকের স্বর্ণ মজুত বাড়ানোর প্রবণতা পণ্যটির মূল্যের ঊর্ধ্বমুখিতায় ভূমিকা রেখেছে। এছাড়া কানাডার খনি কোম্পানি ব্যারিক গোল্ড সম্প্রতি জানিয়েছে, নতুন পরিবহন বিধিনিষেধের কারণে তারা মালির লুলো-গাউনকোটো খনির কার্যক্রম সাময়িকভাবে স্থগিত করবে। খনি কোম্পানিটির মজুত জব্দের কারণে রপ্তানিও বন্ধ হয়েছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার পরিত্যক্ত খনি থেকে ৬০ জনের মরদেহ উদ্ধার

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : দক্ষিণ আফ্রিকার একটি পরিত্যক্ত সোনার খনি থেকে ৬০ জন শ্রমিকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। স্থানীয় পুলিশ গতকাল বুধবার এ তথ্য জানিয়েছে। জানা গেছে, জোহানেসবার্গ থেকে প্রায় ১৪০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত স্টিলফন্টেইনের এই খনিতে ১০০ জনেরও বেশি লোক মারা যেতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। পুলিশ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, অভিযানের দ্বিতীয় দিনে অবৈধ খনি থেকে মোট ১০৬ জনকে জীবিত উদ্ধার কর করে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এছাড়া ৫১ জনকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। আগের দিন মঙ্গলবার ৯ জনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। খনিটি ভূগর্ভের ২ দশমিক ৬ কিলোমিটার গভীরে। দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সেনজো মাচুনু মঙ্গলবার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। সেখানে কতজন শ্রমিক থাকতে পারে, তা অনুমান করতে অস্বীকৃতি জানান। পুলিশ জানিয়েছে, কর্তৃপক্ষ স্টিলফন্টেইনে ১ হাজার ৫০০ জনেরও বেশি অবৈধ খনি শ্রমিককে গ্রেপ্তার করেছে। মাঝে কর্তৃপক্ষ খনিতে খাদ্য ও পানি সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। যাতে শ্রমিকদের জোর করে তাড়িয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু নভেম্বরে একটি আদালত আদেশ দেয়, পুলিশকে খনিতে সমস্ত বিধিনিষেধ তুলে নিতে হবে, যাতে মাটির উপরে থাকা লোকেরা নিচের লোকদের জন্য খাবার এবং পানি সরবরাহ করতে পারে।

২০ কোটি মানুষকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাবে ইন্দোনেশিয়া

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : আগামী মাস থেকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর্মসূচি শুরু করতে যাচ্ছে ইন্দোনেশিয়া। তাদের লক্ষ্য, আগামী পাঁচ বছরে অন্তত ২০ কোটি মানুষকে এই সুবিধা প্রদান করা। প্রেসিডেন্ট প্রাবোও সুবিয়ান্তোর নেতৃত্বে দেশটির মানবসম্পদ উন্নয়নের অংশ হিসেবে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী বুদি গুনাদি সাদিকিন। তিনি জানান, এই কর্মসূচি ছাড়াও ইন্দোনেশিয়ায় স্কুলের শিশুদের জন্য বিনামূল্যে খাবার সরবরাহের মতো প্রকল্প শুরু করা হয়েছে। এর মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট প্রাবোওর ঘোষিত আট শতাংশ বার্ষিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্য পূরণে সহায়তা করা হবে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, মানুষ যদি অসুস্থ থাকে এবং কাজ করতে অক্ষম হয়, তবে দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। সঠিক স্বাস্থ্যসেবা ছাড়া এমনকি মেধাবী ব্যক্তিও তার সর্বোচ্চ অবদান রাখতে পারবেন না। **লক্ষ্যমাত্রা ও বাজেট** দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বৃহত্তম জনগোষ্ঠী এবং বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ ইন্দোনেশিয়া। নতুন কর্মসূচির আওতায় দেশটির ৭০ শতাংশ মানুষের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে, যারা আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে এই সেবা নিতে পারেন না। স্বাস্থ্যমন্ত্রীর মতে, এই ২০ কোটি মানুষ হয়তো তাদের জীবনে কখনো রক্তচাপ পরীক্ষা করাননি। প্রথম বছরে ছয় কোটি মানুষের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হবে। এর জন্য ২০২৫ সালে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে ৪ দশমিক ৭ ট্রিলিয়ন রুপিয়া। প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে ক্যানসার, ডায়াবেটিস এবং উচ্চ রক্তচাপের মতো দীর্ঘমেয়াদি রোগ শনাক্ত করা হবে। শিশুদের ক্ষেত্রে অপুষ্টি এবং জেনেটিক রোগের মতো সমস্যা চিহ্নিত করা হবে।

মিশ্র প্রতিক্রিয়া সরকারের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন অনেকে। বেকাসির ৭৫ বছর বয়সী ওনিহ এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, আমার পা দুর্বল হওয়ায় দূরে যাতায়াত করতে পারি না। আশা করি, নতুন কর্মসূচির আওতায় ঘরে ঘরে গিয়ে সেবা প্রদান করা হবে, যেমন কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছিল। তবে বিশেষজ্ঞরা এই কর্মসূচির বাস্তবায়ন নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। দেশটির অনেক অঞ্চলে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র এবং ল্যাবের অভাব রয়েছে। জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ক্রুবুস রাহাদিয়ানসাহর মতে, স্থানীয় সরকারের বাজেট এরই মধ্যে অন্যান্য উন্নয়ন প্রকল্পে ব্যয় হচ্ছে।

ইরানের নৌবাহিনীতে এবার প্রথম গোয়েন্দা জাহাজ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : এক হাজার উচ্চপ্রযুক্তির নতুন ড্রোনের পর এবার প্রথম গোয়েন্দা জাহাজ (সিগন্যালস ইন্টেলিজেন্স শিপ) পেয়েছে ইরান। দেশটির নৌবাহিনীতে গতকাল বুধবার এই জাহাজ যুক্ত হয়। ইরানের আধা-রাষ্ট্রীয় বার্তাসংস্থা তাসনিমের বরাতে ব্রিটিশ বার্তাসংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে। তাসনিম জানিয়েছে, জ্যাগরস নামের নতুন ক্যাটাগরির এই সামরিক বাহনে উচ্চপ্রযুক্তির বৈদ্যুতিক সেন্সর রয়েছে। ফলে এই জাহাজের মাধ্যমে সাইবার হামলা ঠেকানো এবং গোয়েন্দাবৃত্তি নজরদারিতে রাখা সম্ভব হবে। দেশটির নৌ কমান্ডার শাহরাম ইরানি বলেছেন, সাগর ও মহাসাগরে ইরানের সদা জাগ্রত চোখ হবে এই জ্যাগরোস গোয়েন্দা জাহাজ। চলতি মাসের শুরুতে দুই মাসব্যাপী সামরিক মহড়া শুরু করেছে ইরান। এরমধ্যে নাতানজে অবস্থিত গুরুত্বপূর্ণ পারমাণবিক স্থাপনাগুলোর বিরুদ্ধে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা প্রতিহত করার মহড়া সম্পন্ন করেছে রেভল্যুশনারি গার্ডস। ইরানের চির প্রতিদ্বন্দ্বী ইসরায়েলের সঙ্গে রেষারেষি তুঙ্গে থাকা অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নিতে যাচ্ছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। ফলে সামনের দিনগুলোতে বেকায়দায় পড়তে পারে ইরান। এরমধ্যেই সামরিক মহড়া ও যুদ্ধাস্ত্র দিয়ে নিজেদের তৈরি করছে ইরান। ইরান সরকারের মুখপাত্র গত অক্টোবরে জানিয়েছিলেন, ক্রমবর্ধমান হুমকি মোকাবিলায় সামরিক খাতে বরাদ্দ দ্বিগুণ করার পরিকল্পনা করছে দেশটির সরকার।

ইরানে পুলিশের বিমান বিধ্বস্ত, নিহত ৩

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ইরানের উত্তরাঞ্চলে গতকাল বুধবার পুলিশের একটি ছোট প্রশিক্ষণ বিমান দুর্ঘটনায় তিনজন নিহত হয়েছেন। রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম এ তথ্য জানিয়েছে। পুলিশের উদ্ধৃতি দিয়ে সরকারি সংবাদ সংস্থা ইরনা বলেছে, গতকাল 'বুধবার রশত শহরের কাছে একটি হালকা প্রশিক্ষণ বিমান প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে দুর্ঘটনার শিকার হয়। পাইলট, কো-পাইলট ও ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ার নিহত হয়েছেন। 'নিষেধাজ্ঞাকবলিত ইরান সাম্প্রতিক বছরগুলোতে একাধিক বিমান দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে। দেশটির কর্মকর্তাদের মতে, বিমানের পুরনো বহরগুলো চালু রাখতে খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহে তাদের সমস্যা হচ্ছে। ১৯৯৫ সাল থেকে ইরানের বিমান পরিবহন শিল্পে যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, যার কারণে বিমান সংস্থাগুলোকে বেসামরিক বিমান বা খুচরা যন্ত্রাংশ কেনার অনুমতি দেওয়া হয়নি। এতে তাদের বহরের একটি অংশ স্থগিত করতে বাধ্য হয়েছে। পূর্ববর্তী প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি, তার পররাষ্ট্রমন্ত্রী হোসেন আমির-আব্দুল্লাহিয়ান ও আরো ছয়জন গত বছর মে মাসে একটি হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় নিহত হন। ২০০৯ সালে ইরানি কম্পানি কাসপিয়ান এয়ারলাইনসের একটি টুপোলেভ-১৫৪ বিমান আর্মেনিয়ায় যাওয়ার পথে একটি মাঠে দুর্ঘটনার শিকার হয়, যার ফলে ১৬৮ জন যাত্রী ও ক্রু সদস্য নিহত হন। দুর্ঘটনাটি প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে ঘটেছিল বলে ইরানি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছিল।

ট্রাম্পের শপথ ঘিরে ওয়াশিংটনজুড়ে কড়া নিরাপত্তা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ডোনাল্ড ট্রাম্পের আসন্ন শপথ অনুষ্ঠান উপলক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটনে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আগামি সোমবার দেশটির ৪৭তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেবেন ট্রাম্প। জানা গেছে, তার শপথ অনুষ্ঠান উপলক্ষে ওয়াশিংটনে ৩০ মাইল দৈর্ঘ্যের ৭ ফুট উঁচু কালো বেড়া স্থাপন করা হয়েছে। সেই সঙ্গে ২৫ হাজার আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সদস্য ও শত শত দর্শনার্থীর জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক চেকপয়েন্ট স্থাপন করে পুরো শহরটি নজরদারিতে রাখা হয়েছে। এমনকি ওয়াশিংটনের বড় একটি অংশে যান চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানটি সোমবার ইউএস ক্যাপিটল ভবনের সিঁড়িতে অনুষ্ঠিত হবে। এটি সেই স্থান যেখানে ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারি ট্রাম্পের সমর্থকরা ক্যাপিটল ভবনে হামলা চালিয়েছিলেন। জানা গেছে, শপথ অনুষ্ঠানের আগে ট্রাম্পের সমর্থকদের সমাবেশ ও বিরোধীদের একাধিক প্রতিবাদ সমাবেশের পরিকল্পনা রয়েছে। সেই সঙ্গে রয়েছে একক হামলার শঙ্কা। এসব কারণেই মূলত এত কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে মার্কিন নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষ। তাছাড়া এবারের নির্বাচনের আগে দুবার হত্যাচেষ্টার শিকার হয়েছেন ট্রাম্প। এমনকি নববর্ষের দিনে যুক্তরাষ্ট্রে দুটি ভয়াবহ হামলা হয়েছে। নিউ অরলিন্সে এক সেনা সদস্যের ট্রাক হামলায় ১৪ জন নিহত হন ও একই দিনে লাস ভেগাসে ট্রাম্প-ব্র্যান্ডেড হোটেলের সামনে এক সেনাসদস্য আত্মঘাতী হামলা চালান। নিরাপত্তা কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, শপথ অনুষ্ঠানের জন্য কোনো নির্দিষ্ট সমন্বিত হুমকির তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে একক হামলার আশঙ্কা রয়েছে। গত সপ্তাহেও এক ব্যক্তিকে চাপাতি নিয়ে ক্যাপিটলে প্রবেশের চেষ্টাকালে আটক করা হয়েছে।

বিনোদন

মায়ের স্মরণে মসজিদ নির্মাণ করলেন ডিপজল

বিনোদন ডেস্ক : ঢালিউড সিনেমা ইন্ডাস্ট্রির জনপ্রিয় খলনায়ক মনোয়ার হোসেন ডিপজল পর্দায় দাপুটের সঙ্গে অভিনয় করে চলেছেন। সেই সঙ্গে বর্তমানে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব যথাযথ পালন করে চলেছেন তিনি। এ কাজের পাশাপাশি প্রায়ই অসহায় মানুষের বিপদেও এগিয়ে আসতে দেখা যায় এ খল-অভিনেতাকে। এবার তার মা প্রয়াত হাজি জবেদা বেগমের নামে একটি মসজিদ নির্মাণ করলেন ডিপজল। গাইবান্ধার তালুকরিফাইতপুর স্টেশন বাদিয়াখালীতে মায়ের নামে মাদানিয়া মসজিদ কমপ্লেক্স নির্মাণের কাজ শেষ করেছেন প্রযোজক-অভিনেতা ডিপজল। এর আগে ২০২৩ সালে এ মসজিদটির নির্মাণকাজ শুরু হয়। সম্প্রতি মসজিদটির নির্মাণকাজ শেষ হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি পোস্টে ডিপজল নিজেই জানিয়েছেন সে

লস অ্যাঞ্জেলেস দাবানলে পুড়ছে অস্কার!

বিনোদন ডেস্ক : লস অ্যাঞ্জেলেস অঞ্চলের বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের মধ্যে একটি ছবি ভাইরাল হয়েছে। ছবিতে দেখা যায় পুড়ে যাওয়া ধ্বংসস্তূপের উপর একটি অস্কার স্ট্যাচু পড়ে আছে। স্খলিত সোনালি অস্কারটি কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত এবং এর ব্রোঞ্জ ও সোনালী প্লেটিং উধাও। এর নিচে থাকা কালো ফিল্ম রিলটি গলে গিয়ে বিকৃত হয়ে গেছে। ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুক, টুইটারে ভাইরাল হয়েছে ছবিটি। সবাই এটিকে চলচ্চিত্র জগতের জন্য ট্র্যাজেডি হিসেবে দেখছেন। অনেকে আবার এটিকে লস অ্যাঞ্জেলেস অঞ্চলে দাবানালে ধ্বংসযজ্ঞে অনেক জীবনের সম্ভাবনা-সাফল্য ও স্বপ্ন পুড়ে যাওয়ার শৈল্পিক প্রতীক হিসেবে দেখছেন।

'আশিকি থ্রি' থেকে তৃপ্তির বাদ পড়া নিয়ে মুখ খুললেন ডাইরেক্টর

বিনোদন ডেস্ক : বক্স অফিসে ২০১৩ সালে মুক্তি পেয়েছে মোহিত সুরি পরিচালিত ছবি 'আশিকি টু'। তারপরে কেটে গিয়েছে এক দশক। এদিকে 'আশিকি' ফ্র্যাঞ্চাইজির তৃতীয় ছবি নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নেটিজেনদের মাঝে চলছে আলোচনা। ভারতীয় গণমাধ্যমের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, 'আশিকি' ফ্র্যাঞ্চাইজির প্রতিটি প্রধান নায়িকার মুখে এক অদ্ভুত সারল্য দেখা গেছে। ছবির গল্প, সুরের পাশাপাশি সেটাও ছবির অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে কাজ করেছে। এদিকে 'আশিকি থ্রি' ছবিতে মুখ্য চরিত্রে দেখা যেতে পারে অভিনেতা কার্তিক আরিয়ানকে। আরিয়ানের বিপরীতে থাকার কথা ছিল তৃপ্তি দিমরি। অনুরাগ বসু পরিচালিত 'আশিকি থ্রি' থেকে তৃপ্তির বাদ পড়ার গুঞ্জন উঠেছে। তৃপ্তির চোখে-মুখেও সেই সারল্য রয়েছে। তবে গত দু'বছরে একের পর এক ছবিতে সাহসী দৃশ্যে অভিনয় করেছেন তৃপ্তি। বিশেষ করেওঅ্যানিম্যাল্ব ছবিতে তৃপ্তির অনাবৃত শরীরী সাহসী দৃশ্য নেটিজেনদের চর্চায় বিষয় ছিল। তাই তৃপ্তিকে সহজসরল নায়িকার চরিত্রে দর্শক গ্রহণ করবে না বলে মনে করছেন নির্মাতারা। তাই এইমুহূর্তে এই ছবির নায়িকার জন্য অন্য মুখ খোঁজা শুরু হয়েছে। তৃপ্তির বাদ পড়ার কথায় অনুরাগ বসু বলেন, 'মোটেই না। এই খবরের মধ্যে কোনও সত্যতা নেই। আর সেটা জানে তৃপ্তি নিজেও।' প্রসঙ্গত, চলতি বছরের ফেব্রুয়ারির শেষে শুরু হতে পারে 'আশিকি থ্রি'র শুটিংয়ের কাজ। তবে 'আশিকি থ্রি'র নির্মাতাদের পক্ষ থেকে এখনও এই ছবি নিয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেওয়া হয়নি।

বাংলাদেশে নিষিদ্ধ হলো কঙ্গনার 'ইমার্জেন্সি'

বিনোদন ডেস্ক : বলিউড অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাউতের ছবি 'ইমার্জেন্সি' শুরু থেকেই নানা সমস্যার মুখে পড়ে। অবশেষে বহু কাঠখড় পুড়িয়ে বাধাবিঘ্ন দূর করে মুক্তি পাচ্ছে সিনেমাটি। ছবিটি মুক্তি পেলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবেন তিনি। ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর চরিত্রে অভিনয় করেছেন কঙ্গনা।ওইমার্জেন্সি সিনেমাটি পরিচালনা, চিত্রনাট্য ও প্রযোজনা করেছেন অভিনেত্রী নিজেই। এর আগে ছবিটি ২০২৪ সালে মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু সেন্সর বোর্ডের কারণে ছবির মুক্তি স্থগিত হয়ে যায়। এ ছাড়া প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির আগে কিছু সম্প্রদায়ের অনুভূতিতে আঘাত করা নিয়ে ছবিটিকে সমালোচনার মুখে পড়তে হয়। তবে এত বাধা পেরিয়ে অবশেষে আগামীকাল শুক্রবার প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে চলেছে ছবিটি। কিন্তু বিতর্ক এখনও অব্যাহত। এবার কঙ্গনারওইমার্জেন্সি্ব বাংলাদেশেও নিষিদ্ধ করা হলো। কিন্তু কেন? ইন্দিরা গান্ধীর সময় ১৯৭৫ সালে ভারতে জরুরি অবস্থা জারি হয়েছিল, যা রাজনৈতিকভাবে অস্থিতিশীল করে তুলেছিল ভারতকে। এ ছবিটিতে ভারতের রাজনীতি ও সমাজনীতির একটা অন্ধকার দিক ফুটে উঠেছে। এ ছাড়া ছবিতে দেখানো হয়েছে ইন্দিরা গান্ধী কীভাবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাংলাদেশকে মুক্তিযুদ্ধতে সাহায্য করেছিল। সেই সময় পাকিস্তান-বাংলাদেশের যুদ্ধে যাতে ভারত না জড়িয়ে পড়ে, তার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ক্রমাগত চাপ আসছিল, কিন্তু ইন্দিরা গান্ধী তার সিদ্ধান্তে অনড় ছিলেন। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, লাখ লাখ শরণার্থীকে ভারতে জায়গা দেওয়ার থেকে অর্থনৈতিক স্তরে ভারতের পক্ষে সরাসরি পাকিস্তানের মোকাবিলা করা ভালো হবে। কিন্তু বর্তমানে বেশ কিছু দিন ধরে উত্তাল বাংলাদেশ। এখনো যে অবস্থা স্বাভাবিক হয়েছে তা বলা যায় না।

মাধুরীকে গাড়ি উপহার দিলেন স্বামী শ্রীরাম নেনে

বিনোদন ডেস্ক : বলিউড অভিনেত্রী মাধুরী দীক্ষিত। তিনি বিভিন্ন ব্র্যান্ডের দামি গাড়ির কালেকশন রাখতে পছন্দ করেন। এদিকে বছরের শুরুতেই বড় উপহার পেলেন এ অভিনেত্রী। যে গাড়ির দাম ৬ কোটি টাকা। ভারতীয় গণমাধ্যমের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, নতুন বছরে অভিনেত্রীর গ্যারেজে নতুন বিলাসবহুল গাড়ি। একটি লাল রঙের ফেরারিতে চেপে শোরুম থেকে বাসায় ফিরেছেন তিনি। স্ত্রী মাধুরীকে খুশি করতে একটি বিলাসবহুল গাড়ি কেনেন ডাক্তার স্বামী শ্রীরাম নেনে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা যায়, মাধুরী নতুন গাড়ি কিনতে গিয়েছিলেন কালো রঙের একটি ড্রেস পরে। সঙ্গে ছিলেন শ্রীরাম নেনে। তিনি পরেছিলেন সাদা শার্ট ও কালো কোর্ট, প্যান্ট। লাল গাড়ি কিনে সেই গাড়িতে স্ত্রীকে নিয়ে ফেরেন তিনি। ইনস্টাগ্রামে ইতোমধ্যে গাড়ি কেনার মুহূর্ত ভাইরাল হয়েছে এ দম্পতির। অভিনেত্রী মাধুরীর ব্যক্তিগত কালেকশনে রয়েছে- মার্সিডিজ-মেবাচ এস ৫৬০, রেঞ্জ রোভার ভোগ, ট্রবো এস ৯১১। এসব গাড়ির আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ৫ থেকে ১৪ কোটি টাকা। প্রসঙ্গত, বর্তমানে সিনেমা কমই করেন মাধুরী।

ওয়ার্ল্ড ট্যুরে যাচ্ছে বিটিএসের জে হোপ

বিনোদন ডেস্ক : বিশ্বজুড়ে সংগীতপ্রেমীদের কাছে বিটিএসের জনপ্রিয়তা বা আবেদন নিয়ে নতুন করে বলার কিছু নেই। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের কাছে তুমুল জনপ্রিয় দক্ষিণ কোরিয়ার গানের এই দলটি। দলের প্রতিটি সদস্যের রয়েছে আলাদা গ্রহণযোগ্যতা। তাদের অন্যতম একজন জে-হোপ। সম্প্রতি তিনি ঘোষণা দিয়েছেন গান নিয়ে বিশ্বভ্রমণে বের হবেন বলে। ৩০ বছর বয়সী এ র্যাপার তার প্রথম একক বিশ্ব ট্যুরের নাম রেখেছেন 'হোপ অন দ্য স্টেজ ট্যুর।'। হাইবের ঘোষণা অনুযায়ী, এই ট্যুরে ১৫টি শহর সফর করবেন তিনি। যার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেস, ব্রুকলিন এবং শিকাগোসহ আরও ৬টি শহর রয়েছে। সিওলের তিন দিনের প্রোগ্রাম শেষে জে-হোপ উত্তর আমেরিকার ট্যুর শুরু করবেন ১৩ মার্চ নিউ ইয়র্কের বারক্লে সেন্টার থেকে। এরপর তিনি শিকাগো, সান অ্যান্তোনিও, ওকল্যান্ড এবং মেক্সিকো সিটিতে সফর করবেন।

উর্বশীকে ঘিরে নতুন বিতর্কের সূত্রপাত

বিনোদন ডেস্ক : আবারও বিতর্কে জড়ালেন অভিনেত্রী উর্বশী রাউতেলা। সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে 'ডাকু মহারাজ' ছবির 'দাবিডি দিবিডি' গান। সেখানেই উর্বশী ও নন্দমুরি বালাকৃষ্ণের নাচ দেখে নেটিজেনরা বেশ কটাক্ষ করেছেন। এদিকে বক্স অফিসে ছবি সফল হয়েছে, এমনটা দাবি প্রযোজকদের। সব মিলিয়ে একটি পার্টির আয়োজন করা হয়। সেখানে নন্দমুরির ভাবভঙ্গি দেখে নতুন করে শুরু হয়েছে বিতর্ক। ভারতীয় গণমাধ্যমের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, এই পার্টিতে স্যাটিনের শাড়িতে হাজির হন উর্বশী। কেক কাটেন নন্দমুরির সঙ্গে। তারপর 'দাবিডি দিবিডি' গানে নাচতে শুরু করেন দু'জনে। নাচতে নাচতে অভিনেত্রীর শাড়ির কুঁচির দিকে হাত বাড়িয়েছেন অভিনেতা। অভিনেত্রী সরে সরে গেলেও নন্দমুরি নাচ থামান-নি। এই নাচের ভিডিও প্রকাশ্যে আসতেই আবারও নেটিজেনদের কটাক্ষের শিকার হয়েছেন উর্বশী। শুধু এই ঘটনাই নয়, সিনেমার প্রচারে গিয়ে উর্বশীর হাতে এমনভাবে হাত রাখেন তাতেও নায়িকার মুখের অভিব্যক্তি বদলে যায়। সেটাও চোখে পড়েছে অনুরাগীদের। যদিও এই প্রসঙ্গে এখনও কোনও মন্তব্য করেননি উর্বশী।

বলিউড থেকে দূরে থাকার কারণ জানালেন নার্গিস ফাখরি

বিনোদন ডেস্ক : বলিউড সেনসেশন নার্গিস ফাখরি। আইটেম গানে পারফর্ম করে সুখ্যাতি রয়েছে যার। এক সময় 'রকস্টার' এবং 'ম্যাড্রাস কাফে'র মতো ছবির মাধ্যমে দর্শকদের মাঝে পরিচিতি পান তিনি। তবে বর্তমানে বলিউড আর অভিনেত্রীর মধ্যে দূরত্ব বেড়েছে। নার্গিস কেন বলিউড ত্যাগ করেছেন তা নিয়ে অনুরাগীরা বেশ আলোচনা-সমালোচনা করেছেন। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে বলিউড থেকে দূরে সরে আসার কারও ও ক্যারিয়ার প্রসঙ্গে কথা বলেছেন। নার্গিস জানিয়েছেন, বলিউডে কাজের ধরন দেখে একটা সময় তিনি ক্লান্ত বোধ করেন। পাশাপাশি পুরুষদের অহংকার নিয়েও কথা বলেছেন এ অভিনেত্রী। অভিনেত্রীর কথায়, 'খুবই অনাকাঙ্ক্ষিত একটা ঘটনার সম্মুখীন হই, যার ফলে আমি আর বলিউডে ফিরতে পারিনি। কিন্তু সেই প্রসঙ্গে কথা বলতে চাই না। সকলের সঙ্গেই যে এ রকম ঘটে তা নয়। আমি একাধিক অসাধারণ মানুষের সঙ্গে কাজ করেছি। তাদের সঙ্গে কাটানো মুহূর্ত মনে থাকবে।' বলিউডে আইটেম গান নিয়েও সমস্যার কথা জানিয়েছেন নার্গিস। অভিনেত্রী বলেন, 'আমি পাশ্চাত্য নাচের ভঙ্গি জানি। শুটিংয়ের আধা ঘণ্টা আগে নাচ শিখে তারপর গানের সঙ্গে লিপ দিতে বলা হলে তো মুশকিল। তারপর সেটে কত কিছু চলে, যেটা হয়ত বলিউডের সংস্কৃতির সঙ্গে মিললেও পৃথিবীর অন্য কোথাও দেখা যায় না।'

ধানের বীজতলায় কাজ করছেন মা। তাঁর কোলে ছোট্ট মেয়ে নুসরাত। চামাউড়াকান্দি হাওর, সিলেট।

সাতক্ষীরায় হচ্ছে পলিনেটের চাষ

পাটকেলঘাটা, সাতক্ষীরা প্রতিনিধি : প্রযুক্তির উৎকর্ষতার ছোঁয়া লেগেছে কৃষিকাজেও। সেটির ব্যবহারে বারোমাসি সবজির ফলন বেড়েছে। দেশের খাদ্য চাহিদা পূরণ করার পাশাপাশি কৃষকের মুখেও হাসি ফুটছে। তেমনি ক্লাইমেট স্মার্ট প্রযুক্তির মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন প্রকল্পের আওতায় 'পলিনেট হাউজ পদ্ধতি' ব্যবহার করে কৃষিতে নবদিগন্তের সৃষ্টি করেছে সাতক্ষীরার পাটকেলঘাটা আচিমতলা গ্রামের বেকার যুবক এসএম রায়হান উল্লাহ আওরঙ্গী। পলিনেট হাউজে উন্নত মানের পলি ওয়ালপেপার ব্যবহার করায় সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মি ভেতরে প্রবেশ করতে পারে না এবং প্রাকৃতিক দূর্যোগেও ফসল থাকে অক্ষত। এ ছাড়াও প্লাস্টিক দিয়ে বানানো এই ঘরে রয়েছে ডিপ ও স্প্রিংকলার ইরিগেশনের সুবিধা। উৎপাদিত ফসলের প্রয়োজনভেদে এই প্রযুক্তিগুলো ব্যবহার করে জমিতে সেচ দেওয়া যাবে। এই প্রযুক্তিতে আরও রয়েছে অত্যাধুনিক বালাই ব্যবস্থাপনার সুবিধা। পলিনেট হাউজে পোকা-মাকড় আক্রমণ করতে না পারায় কীটনাশক ব্যবহার করতে হয় না। যার ফলে এ প্রযুক্তির মাধ্যমে বিষমুক্ত সবজি উৎপাদন করা সম্ভব। 'পলিনেট হাউজ পদ্ধতি' প্রযুক্তির মাধ্যমে ভারী বৃষ্টি, তীব্র তাপদাহ, কীটপতঙ্গ, ভাইরাসজনিত রোগ ইত্যাদির মতো প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও নিরাপদ থাকবে শাক-সবজি এবং ফলমূলসহ সব ধরনের কৃষি উৎপাদন। কৃষি বিভাগের তথ্যমতে, পাইলট প্রকল্পের মাধ্যমে সরকারি উদ্যোগে দেশের সব বিভাগে অন্তত একটি করে পলিনেট হাউজ নির্মাণ করে দেওয়া হচ্ছে। তা দেখেই উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠছেন কৃষকরা। যেমনটা হয়েছেন সাতক্ষীরার এসএম রায়হান উল্লাহ আওরঙ্গী। সাতক্ষীরায় এই প্রথম পলিনেট হাউজের মাধ্যমে উন্নত প্রযুক্তিতে ২০ শতক জমিতে অতি জলবায়ুর ক্ষতিকর প্রভাব-মুক্ত পরিবেশে বছরব্যাপী নিরাপদ চারা তৈরি ও উচ্চমূল্যে ফসল উৎপাদন করছে বাংলাদেশ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতর। পাটকেলঘাটার আচিমতলায় রায়হানের প্লটে গেলে তিনি জানান, সরকারের সহযোগিতায় উন্নত জাতের চারা উৎপাদন করে সবজি উৎপাদনে কৃষককে সহায়তা করে চলেছেন। এ ছাড়াও তিনি ৬ বিঘা জমিতে ক্যাপসিকাম, মরিচ, টমেটোসহ বিভিন্ন সবজি চাষ করে সফলতা দেখিয়েছেন। থাইল্যান্ড ভারত নেদারল্যান্ড থেকে বীজ সংগ্রহ করে প্লটে বর্তমানে বেগুন পেঁপে, লাউ, শসা, মরিচ, ক্যাপসিকাম, বারোমাসি সজিনা সহ নানা জাতের চারা উৎপাদন করেছেন। সিডলিং পদ্ধতিতে ট্রেতে কোকোপিট ভার্মি কম্পোস্ট সার ব্যবহার করে বীজ বপন করা হয়। বীজ থেকে চারা উৎপাদন করে তা কৃষকদের মাঝে বিক্রি করছেন। তার প্লটে সবমিলে ১৫ হাজার চারা আছে। তার উৎপাদিত সব চারা বিক্রি হয়ে গেছে। যেখানে ২০-২৫ হাজার টাকা লাভ হবে। তিনি বলেন, 'আশা করছি, পর্যায়ক্রমে চারা উৎপাদন হলে বছর শেষে কয়েক লাখ টাকা লাভ হবে।' পাইকগাছা উপজেলার শিমুল মোড়ল ও ঝিনাইদহের কামরুল ইসলাম তার উৎপাদিত সব চারা ক্রয় করেছেন। দু-একদিনের মধ্যে চারা ডেলিভারি দেবেন বলে জানান। পাটকেলঘাটা সরুলিয়া ইউনিয়ন উপসহকারী কর্মকর্তা কল্যাণ কুমার ঘোষ জানান, প্রকল্প পরিচালক শেখ ফজলুল হক মনিসহ কৃষি বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ইতোমধ্যে প্রকল্প পরিদর্শন করেছেন। পলিনেটে উৎপাদিত চারা কৃষকদের মাঝে ন্যায্যমূল্যে বিক্রি করার উদ্দেশে সরকার এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। সাতক্ষীরার তালা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা হাজিরা বেগম বলেন, 'বিদেশি প্রযুক্তি ব্যবহার এখানে উন্নত জাতের চারা উৎপাদন করা হয়। কৃষকদের এখন আর খুলনা যশোরসহ বাইরের জেলা থেকে চারা সংগ্রহ করতে হবে না। এ পদ্ধতিতে একশ বীজে একশটি চারা গজায়। পলিনেটের মধ্যে চারা উৎপাদনের জন্য সঠিক তাপমাত্রা নির্ধারণ করা হয় বলে এটা সম্ভব।'

হাতিয়ায় শিক্ষার্থীদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

হাতিয়া, নোয়াখালী প্রতিনিধি : নোয়াখালী হাতিয়ায় শিক্ষার্থীদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। বুড়িরচর হেদায়েত হোসেন উচ্চ বিদ্যালয় হলরুমে এই শীতবস্ত্র বিতরণ করেন বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। এসময় উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ কামারুল ইসলাম, দানা মিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাওলানা মো: কামাল উদ্দিন, পশ্চিম গুল্যাখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো: নুরের রহিম, দক্ষিন পশ্চিম গুল্যাখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো: নাসির উদ্দিনসহ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা। হেদায়েত হোসেন উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্টাতা হাজী হেদায়েত হোসেনের অর্থায়নে শতাধিক অসহায় নিম্ন আয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে এই শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। এই বিষয়ে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কামারুল ইসলাম জানান, বিদ্যালয়টি হাতিয়ার প্রত্যান্ত অঞ্চলে অবস্থিত। এখানকার অধিকাংশ মানুষ দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করেন। এজন্য বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষার্থীদের সহযোগিতার জন্য এই শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়।

সাতকানিয়ার হোমিও চিকিৎসক কারাগারে

সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম প্রতিনিধি : পারিবারিক বিরোধে সৎ ভাইকে হত্যার অভিযোগে সাতকানিয়ার এক হোমিও চিকিৎসককে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। সাতকানিয়া থানা পুলিশ তাকে আদালাতে হাজির করলে আদালত কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। টেকনাফ হতে গ্রেপ্তার করেছিল জঅই-১৫. গ্রেপ্তারকৃতের নাম আব্দুল মাবুদ (৩৬)। সে সাতকানিয়া উপজেলার ঢেমশা ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের শাহ মোহছেন ফকির পাড়ার মৃত নুরুজ্জামানের চতুর্থ পুত্র। সে কেরানিহাট সিটি সেন্টারে অবস্থিত মাওলানা হোমিও সেন্টারের স্বত্বাধিকারী এবং কেরানিহাট জামেউল উলুম ইসলামিয়া ফাজিল মাদরাসার সাবেক খন্ডকালীন জুনিয়র শিক্ষক। সাতকানিয়া থানার ঢেমশা চৌধুরী হাট পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের ইনচার্জ ইন্সপেক্টর প্রশান্ত কুমার ভৌমিক বিষয়টি প্রতিবেদককে নিশ্চিত করেছেন। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, গত ২৪/১১/২০২৪ তারিখ ভোর ৫ টা ১৫ মিনিটে ফজরের নামাজ আদায় করতে মসজিদে যাবার সময় শাহ মোহছেন ফকির পাড়ার মৃত নুরুজ্জামানের দ্বিতীয় পুত্র আব্দুস সালাম (৫৭) কে এলোপাথাড়ি কুপিয়ে রাস্তার পাশে ফেলে চলে যায় দুর্বৃত্তরা। পরিবারের লকজন খবর পেয়ে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিলে ১ ডিসেম্বর ২০২৪ দুপুর ১ টায় তিনি ইন্তেকাল করেন।

বরইগাছের চারা ট্রাকে তুলছেন শ্রমিকেরা। পিরোজপুরের নার্সারি থেকে এই চারা সড়কপথে ফরিদপুরে পাঠানো হচ্ছে। অলংকারকাঠি, নেছারাবাদ, পিরোজপুর।

সেনবাগে তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে ক্রিড়া উৎসবের সমাপনী

সেনবাগ, নোয়াখালী প্রতিনিধি : এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাই' এই প্রতিপাদ্যে সারাদেশের ন্যায় নোয়াখালীর সেনবাগেও উপজেলা প্রশাসন ও ক্রিড়া সংস্থার আয়োজনে পালিত হচ্ছে তারুণ্যের উৎসব ২০২৫। এরই ধারাবাহিকতায় আয়োজিত ফুটবল, ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন, ভলিবল ও কাবাডি টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা, পিঠা উৎসব ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত মঙ্গলবার বিকেলে ফুটবলের ফাইনাল, পিঠা উৎসব ও রাতে কাবাডি প্রতিযোগিতার ফাইনাল ও পুরষ্কার বিতরণের মধ্য দিয়ে সপ্তাহ ব্যাপী ক্রিড়া উৎসবের সমাপ্তি ঘটে। সেনবাগ সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে নূর হোসাইন সুমন ও ক্রিড়া সংস্থার সদস্য আনোয়ার হোসেন মিয়াজির যৌথ সঞ্চালনায় খেলা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সেনবাগ উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও উপজেলা ক্রিড়া সংস্থার আহবায়ক মোঃ মহিউদ্দিন। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও পৌর প্রশাসক মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম, সেনবাগ থানার অফিসার ইনচার্জ(ওসি) এস এম মিজানুর রহমান, উপজেলা ক্রিড়া সংস্থার সদস্য সচিব ও উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা খোরশেদ আহমেদ বাবুল, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মোঃ মোস্তফা হোসেন, উপজেলা বিএনপির আহবায়ক ওবায়দুল হক, পৌর বিএনপির সদস্য সচিব কামাল উদ্দিন বাবুল, বিএনপি নেতা ভিপি মফিজুল ইসলাম, উপজেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি ইয়াছিন আলী বাবর, উপজেলা ক্রিড়া সংস্থার সদস্য আলা উদ্দিন আলো, উপজেলা ছাত্রদলের সদস্য সচিব ও ক্রিড়া সংস্থার সদস্য আনোয়ার হোসেন মিয়াজি, ক্রিড়া সংস্থার সদস্য ও ছাত্র সমন্বয়ক কামরুজ্জামান, পৌর জামায়াতের আমির মাওলানা ইয়াছিন মিয়াজি। এ সময় প্রশাসনের কর্মকর্তা, রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ, সাংবাদিক সহ বিপুল সংখ্যক দর্শক উপস্থিত ছিলেন। সপ্তাহ ব্যাপী আয়োজিত বিভিন্ন ক্রিড়া ইভেন্টের মধ্যে ফূটবলে সেনবাগ পৌরসভা দল - ডমুরুয়া ইউনিয়ন দলকে ২-১ গোলে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়। ক্রিকেট টুর্নামেন্টে উপজেলা প্রশাসন একাদশ পৌর একাদশকে ৫৩ রানে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়। ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টে সেনবাগ পৌরসভা দল - নবীপুর ইউনিয়ন দলকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়। ভলিবল টুর্নামেন্টে সবুজ দল লাল দলকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয় এবং কাবাডি টুর্নামেন্টে লাল দল সবুজ দলকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়। প্রতিটি খেলায় বিপুলসংখ্যক দর্শক উপস্থিতি ও দর্শকদের উচ্চাস ছিল লক্ষণীয়।

পিরোজপুরে শ্রমিকদের মাঝে প্রধান উপদেষ্টার তহবিল'র কম্বল বিতরণ

পিরোজপুর প্রতিনিধি : পিরোজপুরে প্রধান উপদেষ্টার তহবিল থেকে বাস, মিনি বাস, কোচ ও মাইক্রোবাস মালিক সমিতির গাড়ির শ্রমিকদের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে। পিরোজপুর জেলা বাস টার্মিনালে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তিন শতাধিক শ্রমিকের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়। কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে বাস মালিক সমিতির আহবায়ক ও জেলা বিএনেপির আহবায়ক অধ্যক্ষ আলমগীর হোসেন এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আশরাফুল আলম খান বলেছেন বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দেশের দুঃস্থ শীতার্থদের জন্য পর্যাপ্ত শীতবস্ত্র বিশেষ করে কম্বলের ব্যবস্থা করেছে। কেউ যাতে শীতে কষ্ট না পায় সেদিকে সবার লক্ষ রাখতে হবে। এ সময়ে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পিরোজপুরের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মো. আসাদুজ্জামান ও আলাউদ্দিন ভূইয়া জনি, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মামুনুর রশীদ, জেলা বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক শেখ রিয়াজ উদ্দিন রানা।

৩১ দফা বাস্তবায়নে পলাশবাড়ীতে লিফলেট বিতরণ

পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা প্রতিনিধি : বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান কর্তৃক জাতির সামনে উপস্থাপিত রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের ৩১ দফা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গাইবান্ধার পলাশবাড়ীতে লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় কমিটির কর্মসূচির অংশ হিসেবে পলাশবাড়ী পৌরশহরের বিভিন্ন মোড় এবং পথচারীসহ সর্বস্তরের মাঝে উপজেলা জিয়া মঞ্চের উদ্যোগে লিফলেট বিতরণ কর্মসূচী পালন করা হয়। এসময় জেলা জিয়া মঞ্চের সদস্য সচিব মো. শহিদুর রহমান মন্ডল সুমন, পলাশবাড়ী উপজেলা জিয়া মঞ্চের আহবায়ক মিজানুর রহমান সেলিম, যুগ্ম আহবায়ক কাজল মাহমুদ, সদস্য সচিব জসিম উদ্দীন খান, জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম রাজা, উপজেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল বাশার লিটন, সদর উপজেলা জিয়া মঞ্চের সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক ওয়াহেদুজ্জামান মন্ডল সজল, গাইবান্ধা পৌর জিয়া মঞ্চের সদস্য সচিব ফিরোজ আহম্মেদ রিপন, সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক খবিরুজ্জামান, বাদিয়াখলী ইউনিয়ন জিয়া মঞ্চের আহবায়ক তোয়াবুল করিম তমাল, রামচন্দ্রপুর ইউনিয়ন জিয়া মঞ্চের আহবায়ক এনামুল হক, পলাশবাড়ীর কিশোরগাড়ী ইউনিয়ন জিয়া মঞ্চের সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক জসিম উদ্দিন, হোসেনপুর ইউনিয়ন জিয়া মঞ্চের আহবায়ক মো. আব্দুল মান্নান ও পবনাপুর ইউনিয়ন জিয়া মঞ্চের যুগ্ম আহবায়ক ফয়জুর আলী ছাড়াও উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

দেবহাটায় তারুন্যের ভাবনা পিঠা উৎসবে ইউএনও

দেবহাটা, সাতক্ষীরা প্রতিনিধি : ''এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাই'' এই শ্লোগানে নতুন বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে তারুণ্যের উৎসব-২৫ এর পিঠা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপজেলার খেজুরবাড়িয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সকল কমিটির আয়োজনে স্কুলটির সামনে আয়োজিত উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন খেজুরবাড়িয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উপদেষ্টা আলহাজ্ব হবিবার রহমান। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দেবহাটা উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ আসাদুজ্জামান। বিশেষ অতিথি ছিলেন যথাক্রমে দেবহাটার পারুলিয়া ইউপি চেয়ারম্যান গোলাম ফারুক বাবু, উপজেলা শিক্ষা অফিসার শেখ ইদ্রিস আলী, উপজেলা ইউআরসির ইন্সট্রাক্টর মহিতোষ কর্মকার, সহকারী শিক্ষা অফিসার মুনীর আহম্মেদ, সহকারী ইন্সট্রাক্টর মোঃ শাহেদুজ্জামান, স্কুলটির পিটিএর সভাপতি রুহুল আমিন ও পিটিএ কমিটির সহ-সভাপতি আহম্মাদ আলী। ইউএনও মোঃ আসাদুজ্জামান এই ব্যতিক্রমী আয়োজনের জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, নতুন বাংলাদেশ গড়তে তরুনদের যে উদ্যোগ সেই উদ্যোগে আমাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। তিনি পৃথিবীর সাথে তাল মিলিয়ে নতুন বাংলাদেশ গড়তে সকলকে যার যার অবস্থান থেকে এগিয়ে আসার আহবান জানান। পিঠা উৎসবে ৫টি ক্লাসের মোট ৫টি স্টলের মধ্যে স্কুলের অভিভাবক হোসেন আলীর স্ত্রী জাহানারা খাতুন মোট ৬৫ রকমের পিঠা প্রদর্শন করায় তাকে ১ম হিসেবে পুরস্কৃত করা হয়।

মান্দায় কৃষকদলের কর্মী সমাবেশ

মান্দা, নওগাঁ প্রতিনিধি : নওগাঁর মান্দায় জাতীয়তাবাদী কৃষকদলের কর্মী সমাবেশ কুসুম্বা ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। মান্দা উপজেলা কৃষকদল কুসুম্বা ইউনিয়ন শাখা এ কর্মী সমাবেশের আয়োজন করে। সমাবেশে জাতীয়তাবাদী কৃষকদল কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক শফিউল আলম প্রধান অতিথি ও কৃষকদল নওগাঁ জেলা শাখার আহবায়ক মমিনুল হক চঞ্চল প্রধান বক্তা ছিলেন। কৃষকদল কুসুম্বা ইউনিয়ন শাখার সভাপতি সাহাদত হোসেনের সভাপতিত্বে ও উপজেলা কৃষকদলের যুগ্ম আহবায়ক শাহিনুর ইসলাম শাহিনের সঞ্চালনায় সমাবেশে বক্তব্য দেন উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি মকলেছুর রহমান মকে, সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান ডা. ইকরামুল বারী টিপু, উপজেলা কৃষকদলের আহবায়ক এমদাদুল হক সুলতান, সদস্য সচিব এজানুর রহমান, কুসুম্বা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নওফেল আলী মণ্ডল, প্রসাদপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আব্দুল মতিন, ভারশোঁ ইউনিয়ন কৃষকদলের সভাপতি সোহরাব হোসেন, উপজেলা ছাত্রদলের আহবায়ক শহিদুজ্জামান সালেক প্রমুখ।

শ্রীমঙ্গলে তারুণ্যের ভাবনায় আগামীর বাংলাদেশ শীর্ষক কর্মশালা

শ্রীমঙ্গল, মৌলভী বাজার প্রতিনিধি : ওএসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাই এ স্লোগানকে সামনে রেখে শ্রীমঙ্গলে অনুষ্ঠিত হলো তারুন্যের উৎসব-২০২৫ এবং তারুণ্যের ভাবনায় আগামীর বাংলাদেশ শীর্ষক কর্মশালা।শ্রীমঙ্গল ভিক্টোরিয়া উচ্চ বিদ্যালয় অডিটোরিয়ামে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে দিনব্যাপী এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৌলভীবাজারের জেলা প্রশাসক মো. ইসরাইল হোসেন। শ্রীমঙ্গল উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. ইসলাম উদ্দিনের সভাপতিত্বে কর্মশালায় আরো উপস্থিত ছিলেন তারুণ্যের উৎসবের সদস্য সচিব উপজেলা ইঞ্জিনিয়ার মো. ইউসুফ হোসেন খান, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা দিলীপ কুমার বর্ধন, ভিক্টোরিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অয়ন চৌধুরী প্রমুখ।

রাজারহাটে ৪ বছরেও শেষ হয়নি ব্রীজ নির্মাণ, এলাকাবাসীর দূর্ভোগ

রাজারহাট, কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি : দীর্ঘ ৪ বছর পেরিয়ে গেলেও শেষ হয়নি কুড়িগ্রামের রাজারহাটের চাকিরপশার ইউনিয়নের বালাটারী গ্রামে পৌনে এক কোটি টাকা ব্যয়ে মরা তিস্তার উপর একটি ব্রীজ নির্মাণ কাজ। ফলে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে আশেপাশের ১০টি গ্রামের কয়েক হাজার মানুষের। গতকাল বুধবার সকালে সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, ব্রীজের এক প্রান্তে কাঁচা সড়ক। অপর প্রান্তে কাঠের তৈরি সাঁকো। এ ব্রীজের উপর দিয়েই প্রতিদিন কয়েক গ্রামের শিক্ষার্থীসহ মানুষ যাতায়াত করে। অথচ বাইসাইকেল নিয়ে ওঠা যায় না ব্রীজটিতে। ব্রীজটি চলাচলের সড়ক থেকে অনেক উচ্চতায় নির্মাণ করা হয়েছে। উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, ২০১৮-২০ অর্থবছরে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে কুড়িগ্রামের রাজারহাট উপজেলার চাকিরপশার ইউনিয়নের বালাটারী থেকে মানাবাড়ী কালিরহাট মরা তিস্তা বিলের ওপর ১৫ মিটার দৈর্ঘ্যে ব্রীজ নির্মাণ করার জন্য শিডিউল চাওয়া হয়। ৭৮ লাখ টাকা ব্যয়ে সেতুটির কাজ পায় কুড়িগ্রামের মেসার্স শিতল কনস্ট্রাকশন। ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে কাজ শেষ হওয়ার কথা থাকলেও ৪ বছরেও শেষ করতে পারেনি। ফলে সংযোগ সড়ক বিচ্ছিন্ন অসমাপ্ত ব্রীজটি সড়কের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। ব্রীজটিতের দুই প্রান্তে সংযোগ সড়ক নেই। মিস্ত্রিরা কাঠদিয়ে একটি সাঁকো তৈরি করে কাজ করছিল। এখন সেই সাঁকো দিয়েই চলাচল করছে গ্রামবাসীরা। বালাটারী এলাকার আব্দুল বারী বলেন, এটা সেতু নয়, যেন মরণ ফাঁদ, দেখতে পাহাড়ি সিঁড়ি। সেতুর ওপর থেকে সিঁড়ি দিয়ে নামতে গেলে অনেকেই ভয় পায়। সেতু দিয়ে চলাচল করতে গিয়ে শিশু শিক্ষার্থীরা স্কুলে যাওয়ার সময় দুর্ঘটনার শিকার হয়। বৃষ্টির সময় সিঁড়িগুলো আরও পিচ্ছিল থাকে। পা ফসকে পড়ে গেলেই মারাত্মক দূর্ঘটনা ঘটতে পারে। সেতুর দুই প্রান্তে সংযোগ সড়ক নির্মাণের দাবি জানান এলাকাবাসীরা। স্থানীয় বাসিন্দা ফখরুল ইসলাম বলেন, আমাদের বালাটারী গ্রামের ব্রীজের নির্মাণকাজ শুরু হওয়ার চার বছর চলছে। এখন পর্যন্ত ৪০% কাজও শেষ হয় নাই। কবে আমাদের ব্রীজ হবে? এলাকার মানুষ চরম ভোগান্তিতে রয়েছে। চাকিরপশার ও নাজিমখান এবং বিদ্যানন্দ ইউনিয়নসহ আশপাশের প্রায় ১০টি গ্রামের মানুষের যাতায়াতের পথ এই বিলের উপর দিয়ে। তাদেরকে প্রতিনিয়ত দূর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। শুধু কি তাই ? পাশাপাশি তাদের উৎপাদিত বিভিন্ন কৃষি পণ্য বিভিন্ন বাজারে নিয়ে কেনাবেচা করতে পারছেন না। এখন যে অবস্থা ব্রীজের কাজ আদৌ হবে কি না বা মৃত্যু আগে দেখতে পাবো কিনা তাও ভাববার বিষয়। শিক্ষার্থী আরিফ বলেন, গ্রামের মানুষ চরম দূর্ভোগের মধ্য দিয়ে বিলের পাশ দিয়ে অস্থায়ী সড়ক তৈরি করে চলাচল করছে। বর্ষা মৌসুমে এ সড়কে ঝুঁকিপূর্ণ। আমরা নিরুপায় হয়ে কষ্ট করে চলাচল করছি।

শীতের সকালে গায়ে রোদ মাখাচ্ছেন এক বৃদ্ধ। শিরোমনি, খুলনা।

গজারিয়ায় ২৮কেজি গাঁজাসহ আটক ১

গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি : মুন্সীগঞ্জের গজারিয়ায় ২৮কেজি গাঁজা সহ রাজু ইসলাম (৩২) নামে এক যুবককে আটক করছে র‍্যাব-১১। এসময় গাঁজা বহনকারী পিকআপ ভ্যানটি জব্দ করা হয়। আটককৃত রাজু ইসলাম কুলিল্লা জেলার সদর উপজেলার দৌলতপুর গ্রামের সেলিম রেজার ছেলে বলে জানা গেছে। আটককৃত আসামি কে বিজ্ঞ আদালতে প্রেরন করা হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন গজারিয়া থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আনোয়ার আলম আজম। এর আগে গেল গত মঙ্গলবার দিনগত রাত ১০টার দিকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের আনারপুরা এলাকায় জেএম আই ফিলিং স্টেশন এর সামনে থেকে তাকে আটক করা হয়। জানা যায়, র‍্যাব-১১ নারায়ণগঞ্জ পুলিশ পরিদর্শক বিপ্লব ভৌমিক সঙ্গীও ফোর্স সহ ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে নিয়মিত টহল ডিউটি কালীন আনারপুরা এলাকায় একটি টয়োটা কেবিন পিকআপ (ঢাকা মেট্রো থ ১১-৯৮৭৬) থামিয়ে তল্লালি চালায় র‍্যাব-১১। এ সময় ওই পিকাপ থেকে ২৮ কেজি গাঁজা উদ্ধার সহ একজনকে আটক এবং গাঁজা পাচারের কাজে ব্যবহৃত পিকআপটি জব্দ করা হয়। গজারিয়া থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আনোয়ার আলম আজম বলেন, আটককৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে গজারিয়া থানায় মাদক নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা দায়ের করেছে র‍্যাব। গতকাল দুপুরে আদালতের মাধ্যমে তাকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

হোমনায় উদ্যোক্তা মেলা ও গ্রামীণ পিঠা উৎসবের উদ্বোধন

হোমনা, কুমিল্লা প্রতিনিধি : কুমিল্লার হোমনায় উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে দুই দিনব্যাপী উদ্যোক্তা মেলা ও গ্রামীণ পিঠা উৎসবের উদ্বোধন করা হয়েছে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ক্ষেমালিকা চাকমা উপজেলা পরিষদ মাঠে কেক কেটে এর উদ্বোধন করেন। এসময় সহকারী কমিশনার (ভূমি) আহাম্মেদ মোফাচ্ছের, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাবেদ উল ইসলাম, উপজেলা প্রকৌশলী মো. মনিরুজ্জামান, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক মো. ওয়াসিম, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা কানিজ আফরোজসহ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়কগণ উপস্থিত ছিলেন। পিঠা উৎসবে বিভিন্ন গ্রামীণ পিঠা সমৃদ্ধ ৮ টি স্টল অংশগ্রহণ করে।

সরিষাবাড়ীতে বিজ্ঞান মেলা

সরিষাবাড়ী, জামালপুর প্রতিনিধি : ''জ্ঞান বিজ্ঞানে করবো জয়, সেরা হবো বিশ্বময়'' এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে জামালপুরের সরিষাবাড়ীতে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ উপলক্ষে ৪৬ তম জাতীয় বিজ্ঞান মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের তত্ত্বাবধানে গত সোমবার ও গত মঙ্গলবার দুই দিনব্যাপী উপজেলা পরিষদ হল মিলনায়তনে এই মেলার আয়োজন করে উপজেলা প্রশাসন। দুই দিনব্যাপী এ বিজ্ঞান মেলার গত মঙ্গলবার ছিলো এর শেষ দিন। মেলায় বিভিন্ন স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরা তাদের তারুণ্যের চিন্তা চেতনার উদ্ভাবিত বিভিন্ন প্রজেক্ট প্রর্দশন করে। মেলায় ১৫টি স্টলে এসব প্রজেক্ট প্রদর্শন করা হয়। গত মঙ্গলবার সমাপনী দিনে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অরুন কৃষ্ণ পালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণ। অনুষ্ঠানে বিজ্ঞান ভিত্তিক উপস্থিত বক্তব্য, কুইজ প্রতিযোগিতা, বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড ও বিভিন্ন উদ্ভাবনী প্রজেক্টে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার তুলে দেন অতিথিরা।

ববি'র লাইব্রেরিসহ দুই হলের নাম পরিবর্তন

বরিশাল প্রতিবেদক : নাম পরিবর্তনের দাবি জানানোর দীর্ঘদিন অপেক্ষার পর অবশেষে শিক্ষার্থীরা বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (ববি) শহীদ আব্দুর রব সেরনিয়াবাত কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি এবং দুটি হলের নাম পরিবর্তন করে নতুন নামের ব্যানার টাঙিয়ে দিয়েছেন। গত মঙ্গলবার দিবাগত রাতে হলের নাম পরিবর্তন বিষয়ক ববি'র গঠিত কমিটির আহবায়ক ও বঙ্গবন্ধু হলের প্রভোস্ট মো. মেহেদী হাসান বলেন, হলের নাম পরিবর্তনের বিষয়ে শিক্ষার্থীদের সাথে একটি মিটিং করেছি। পরবর্তী সময়ে উপাচার্যের সাথে এ বিষয়ে কিছু কথা বলা হয়েছে। কমিটি থেকে নামের বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। তবে শিক্ষার্থীরা যদি কিছু করে থাকে তবে সেটা তাদের স্ক্রিপ্ট থেকে হয়তো করেছে। জানা গেছে, গত মঙ্গলবার দুপুরে শিক্ষার্থীরা নিজেরাই শহীদ আব্দুর রব সেরনিয়াবাত কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি নামের ব্যানার সরিয়ে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার নাম দিয়েছেন। পাশাপাশি বঙ্গবন্ধু হলের নাম পরিবর্তন করে 'বিজয় ২৪ হল' এবং শেখ হাসিনা হলের পরিবর্তে 'কবি সুফিয়া কামাল হল' নামের ব্যানার টাঙিয়ে দিয়েছেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ববি শাখার একাধিক শিক্ষার্থীরা জানান, গত ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি হল ও কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের নাম পরিবর্তনের দাবি জানিয়ে আসছে শিক্ষার্থীরা। পরবর্তী সময়ে ২ ডিসেম্বর হলের নাম পরিবর্তন বিষয়ক কমিটি গঠন করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। তবে কমিটি গঠনের এক মাস পেরিয়ে গেলেও কোনো সিদ্ধান্ত আসেনি। তাই বাধ্য হয়েই শিক্ষার্থীরা সম্মিলিত সিদ্ধান্তে নামগুলো নির্ধারণ করে ব্যানার টাঙিয়ে দিয়েছেন। ববি'র মৃত্তিকাবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী সোহানুর রহমান সিফাত বলেন, আমরা প্রশাসনের কাছে অনেক আগেই স্মারকলিপি দিয়েছিলাম।

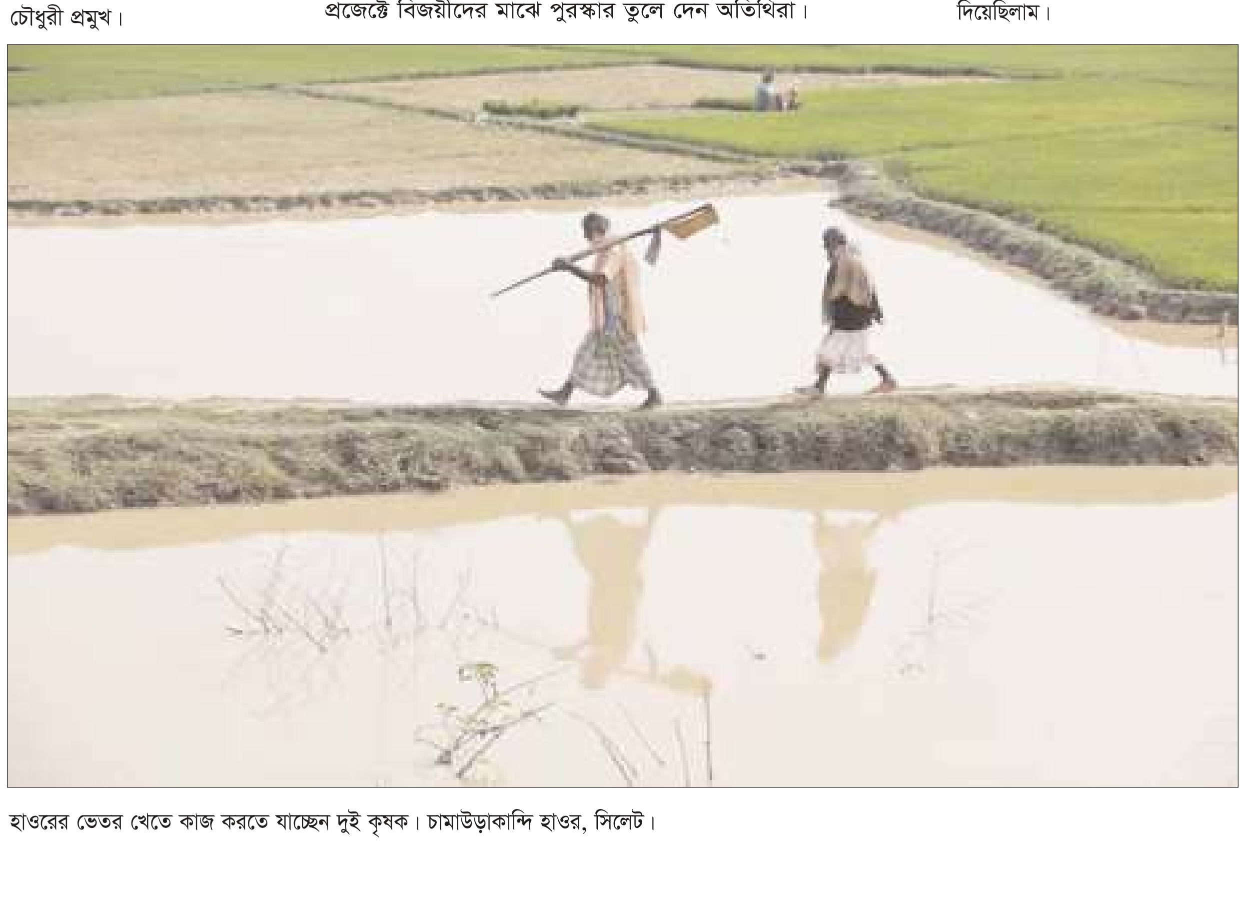

হাওরের ভেতর খেতে কাজ করতে যাচ্ছেন দুই কৃষক। চামাউড়াকান্দি হাওর, সিলেট।

ড্রয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হলো লিভারপুলকে

স্পোর্টস ডেস্ক : কোচিংয়ে মুনশিয়ানা দেখিয়ে ফুটবল মাঠে নিজ দলের দর্শকদের কাছ থেকে বহুবার 'প্রশংসা ধ্বনি' আদায় করে নিয়েছিলেন ডাচ ম্যানেজার আর্নে স্লট। তবে তার দল লিভারপুল গত মঙ্গলবার দিবাগত রাতে নটিংহ্যাম ফরেস্টের ঘরের মাঠে হারতে-হারতে ১-১ গোলে ড্র করাকালীন, অদ্ভুত এক সঙ্গীত শুনলেন ৪৬ বছর বয়সী এই ম্যানেজার। 'স্লট, এটা আবারও হতে যাচ্ছে'- এই বলে ফরেস্টের সমর্থকরা স্লোগান তুলেছিল। যেখানে খোঁচাটা পরিষ্কার। এই মৌসুমে লিগে এখন পর্যন্ত একটা মাত্র ম্যাচ হেরেছে অল রেডরা, গত সেপ্টেম্বরে সেটা ছিল এই ফরেস্টের বিপক্ষেই! তবে পয়েন্ট খোয়ানোর পরও লিভারপুল ম্যানেজারের দাবি এর বেশি নাকি চাওয়ার ছিল না! ঘরের মাঠ সিটি গ্রাউন্ডে ম্যাচের অষ্টম মিনিটে নিজেদের প্রথম সুযোগেই ক্রিস উডের গোলে এগিয়ে যায় নটিংহ্যাম। প্রথমার্ধে নিজেদেরকে খুঁজেই পায়নি লিভারপুল। এমনকি দ্বিতীয়ার্ধেও গোলের দেখা পেতে ২০ মিনিট অপেক্ষা করতে হয়েছিল স্লট বাহিনীকে। বদলি হিসেবে নামার ২২ সেকেন্ডের মধ্যে গোল করে হার থেকে দলকে বাঁচান পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড দিয়াগো জোটা। এই মৌসুমটা দারুণ শুরু করেছিল স্লটের লিভারপুল। তবে নতুন বছরে এসে যেন সবকিছুই এলোমেলো হয়ে গিয়েছে অল রেডদের। শেষ চার ম্যাচে তারা মাত্র একটিতে জয়ের দেখা পেয়েছে। সেটাও আবার দুর্বল একরিংটন স্ট্যানলির বিপক্ষে এফএ কাপের ম্যাচে। এরপর ফরেস্টের বিপক্ষে এই কষ্টার্জিত ড্র। তবে এতো কিছুর পরও তৃপ্ত অল রেড ম্যানেজার স্লট! ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে তিনি জানান, 'আমি আজ এর বেশি কিছু চাইতে পারতাম না। আমি মনে করি বেশিরভাগ দর্শকই দ্বিতীয়ার্ধের ব্যাপারে খুব ইতিবাচক কথা বলবে। বিশেষ করে যখন আপনি এমন একটি মাঠে, এমন একটি দলের বিরুদ্ধে খেলেন যারা ফর্মের তুঙ্গে আছে। যারা প্রতিটি ম্যাচে খুব কম সুযোগ দেয় এবং যারা 'প্রতি আক্রমণে' ভয়ংকর। আমরা আজ ৯৮ মিনিটের ফুটবলে একটিই কেবল প্রতি আক্রমণের স্বীকার হয়েছি। আমি এটাকে আধিপত্য হিসেবে দেখছি'। লিভারপুল পরপর দুই ম্যাচ ড্র করেও টেবিলের দ্বিতীয় স্থানে থাকা ফরেস্টের সঙ্গে ছয় পয়েন্টের ব্যবধান রেখে শীর্ষে আছে। ২০ ম্যাচে ১৪ জয় ও ৫ ড্রয়ে ৪৭ পয়েন্ট অল রেডদের। অন্যদিনে এক ম্যাচ বেশি খেলে ১২ জয় এবং ৫ ড্রয়ে ৪১ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে আছে ফরেস্ট।

পাওনা বকেয়া থাকায় অনুশীলন বয়কট করলো রাজশাহীর ক্রিকেটাররা

স্পোর্টস ডেস্ক : বিপিএল চলে এসেছে মাঝপথে, এখনও পাওনা টাকা পাননি দুর্বার রাজশাহীর ক্রিকেটাররা। অপেক্ষার বাঁধ ভেঙে যাওয়ায় এবার কঠোর পথে হাঁটলেন বিজয়-তাসকিনরা। পারিশ্রমিক না পাওয়ায় গতকাল বুধবার তারা অনুশীলন বয়কট করেছেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছে বিসিবি সূত্র। গত মঙ্গলবার জানানো হয়, গতকাল বুধবার সকাল ১০টা থেকে এম এ আজিজ স্টেডিয়ামে অনুশীলন করবে দুর্বার রাজশাহী দল। তবে অনুশীলনে গিয়ে দেখা যায় কোনো ক্রিকেটার নেই। পরবর্তীতে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, নিয়ম অনুযায়ী যে পরিমাণ অর্থ এতদিনে পেয়ে যাওয়ার কথা, তার কিছুই পাননি ক্রিকেটাররা। কোচদের কেউ কেউ টাকা পেলেও ক্রিকেটারদের প্রত্যেকের পারিশ্রমিক পুরোটাই বকেয়া রয়েছে। যার প্রতিবাদ হিসেবে অনুশীলনে নামেননি ক্রিকেটাররা। এর আগে ফ্র্যাঞ্চাইজিদের ব্যাংক ড্রাফটের সময় রাজশাহীর বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে নির্ধারিত অর্থ পরিশোধ না করার। মাঠের পারফরম্যান্সেও দলটি বিবর্ণ। এখন পর্যন্ত ৬ ম্যাচ খেলে জিতেছে মাত্র দুটি ম্যাচে, চারটি ম্যাচেই হেরেছে। সিলেট পর্ব শেষে পয়েন্ট টেবিলে অবস্থান ষষ্ঠ স্থানে।

উইজডেনের বর্ষসেরা ওয়ানডে একাদশে তাসকিন

স্পোর্টস ডেস্ক : বিখ্যাত ক্রিকেট সাময়িকী উইজডেন ২০২৪ সালের বিশ্বের ওয়ানডে পারফর্মারদের নিয়ে সেরা একাদশ ঘোষণা করেছে, যেখানে বাংলাদেশের পেস তারকা তাসকিন আহমেদ স্থান করে নিয়েছেন। যদিও ২০২৪ সালে তিনি মাত্র সাতটি ওয়ানডে খেলেছেন, তবে সাতটি ওয়ানডেতে তার পারফরম্যান্স ছিল উল্লেখযোগ্য এবং এই স্বীকৃতি তার দক্ষতার প্রমাণ। অবশ্য বিদায়ী বছরে ওয়ানডে ক্রিকেট ছিল অন্য দুই ফরম্যাটেরের তুলনায় পিছিয়ে। বিদায় বছরটিতে সবচেয়ে বেশি ১৮ ওয়ানডে খেলেছে শ্রীলঙ্কা। সবচেয়ে কম খেলার তালিকায় রয়েছে ভারত ও নিউজিল্যান্ড। এই দুই দল মাত্র তিনটিটি করে ওয়ানডে খেলেছে ম্যাচ। ক্রিকেটের বিখ্যাত সাময়িকী উইজডেনের বর্ষসেরা একাদশেও ছিল এর প্রভাব। উইজডেনের বর্ষসেরা একাদশে ক্রিকেটের বিগ থ্রি খ্যাত তিন দেশ ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া ও ভারত থেকে বর্ষসেরা ওয়ানডে দলে জায়গা পেয়েছেন মাত্র একজন। আর বাংলাদেশ থেকেও জায়গা পেয়েছেন একজন। তিনি তারকা পেসার তাসকিন আহমেদ। বছরজুড়ে ওয়ানডে ফরম্যাটে নিজের দারুণ পারফরম্যান্সে জায়গা করে নিয়েছেন বর্ষসেরা স্কোয়াডে। বাংলাদেশের পেসার তাসকিন আহমেদ ২৩.৯ গড়ে ২০২৪ সালে ১৪টি উইকেট শিকার করেন, তার ইকোনমি রেট ছিল ৫.৩। বছরের শুরুতে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সিরিজে তার পারফরম্যান্স ছিল নজরকাড়া। চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত এক ম্যাচে তিনি ৩/৪২ বোলিং ফিগার দিয়ে শ্রীলঙ্কার দুই ওপেনার পাথুম নিসাঙ্কা এবং অভিষ্কা ফার্নান্দোকে শুরুতেই আউট করেন। তার নিয়ন্ত্রিত বোলিং শ্রীলঙ্কাকে ২৩৫ রানে আটকে রাখে, যা বাংলাদেশ চার উইকেট হাতে রেখে জয়লাভ করে। এই পারফরম্যান্সকে উইজডেনও উল্লেখযোগ্য বলছে। উইজডেনের এই একাদশে ওপেনার হিসেবে রয়েছেন সাইম পাকিস্তানের আইয়ুব ও ও শ্রীলংকার পাথুম নিশাঙ্কা। ওয়েস্টে ইন্ডিজের কেসি কার্টি পূরণ করেছেন টপঅর্ডার। লংকান কুশাল মেন্ডিসকে বর্ষসেরার স্কোয়াডে উইকেটরক্ষক হিসেবে রাখা হয়েছে। মিডলঅর্ডারে আজমতউল্লাহ ওমরজাই জায়গা করে নিয়েছেন। অন্য দুই মিডলঅর্ডার ইংল্যান্ডের লিয়াম লিভিংস্টোন ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের শারফেইন রাদারফোর্ড।

শেষ মিনিটে রিসির গোলে হার এড়ালো চেলসি

স্পোর্টস ডেস্ক : খেলা চলছিল ৯৫ মিনিটের। ৩ মিনিট পরই বাঁশিতে শেষবার ফুঁ দিয়ে ম্যাচের ইতি টানবেন রেফারি। তখনো চেলসি পিছিয়ে ১-০ ব্যবধানে। এমন সময় ডি-বক্সের বাইরে একটি ফ্রি-কিক জিতলো চেলসি। দ্য ব্লুজদের এক পয়েন্ট এনে দিতে ওই কিকই যথেষ্ট হলো। দুর্দান্ত শটে গোল করে এএফসি বোর্নমাউথের কাছ থেকে চেলসিকে আদায় করে দিলেন অধিনায়ক রিসি জেমস। গত মঙ্গলবার ঘরের মাঠ স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে থ্রিলার ম্যাচে ২-২ গোলে ড্র করেছে চেলসি। পুরো ম্যাচে স্বাগতিকদের দাপট থাকলেও গোলে এগিয়ে থাকে বোর্নমাউথ। শুরুতে গোল করে চেলসিই। ১৩ মিনিটে কোল পালমারের গোলে ১-০ তে এগিয়ে যায় স্বাগতিকরা। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের চলতি মৌসুমে এটি ইংলিশ অ্যাটাকিং মিডফিল্ডারের ১৪তম গোল। ৫০ মিনিটে সফল পেনাল্টি কিকে বোর্নমাউথকে সমতায় ফেরান জাস্টিন ক্লুইভার্ট। চেলসির কাছ থেকে পেনাল্টি আদায় করেন অ্যান্টোনিও সেমিনো। বোর্নমাউথের এই তারকাকে ডি-বক্সের ভেতর ফাউল করেন চেলসির মইসেস কাইসিদো। ৬৮ মিনিটে আবারও গোল করে বোর্নমাউথ। এবার গোল করেন ১৮ বছর বয়সী সেমিনো নিজেই। দুর্দান্ত শটে চেলসির গোলবারের কোণা দিয়ে বল জালে জমা করেন তিনি। এতে ২-১ এ এগিয়ে যায় বোর্নমাউথ। এই গোলটিই শোধ করতে কষ্ট হয় চেলসির। দীর্ঘদিনের ইনজুরি কাটিয়ে সম্প্রতি দলে ফেরা জেমসই অবশেষে চেলসির ত্রাণকর্তা হয়ে আসেন। ফ্রি-কিকে বাঁকানো শটে বোর্নমাউথের গোলরক্ষক মার্ক ট্যাভার্সকে পরাস্ত করেন তিনি। ফলে ২-২ সমতায় ফেরে চেলসি। এ নিয়ে সর্বশেষ ৫ ম্যাচে জয়হীন চেলসি। ২১ ম্যাচে ৩৭ পয়েন্ট নিয়ে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের টেবিলের চতুর্থ স্থানে আছে এনজো মারেস্কার দল। সমান ম্যাচে ৩৪ পয়েন্ট নিয়ে সপ্তম অবস্থানে আছে বোর্নমাউথ।

ভারতীয় নারী ক্রিকেটারদের নতুন রেকর্ড

স্পোর্টস ডেস্ক : নারী ওয়ানডে ক্রিকেটে যেখানে ৩০০ রান করাও অনেক বড় ব্যপার, সেখানে রীতিমত রেকর্ড গড়েছে ভারতীয় নারী ক্রিকেট দল। আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ৫ উইকেট হারিয়ে ৪৩৫ রানের ইতিহাস গড়লো স্মৃতি মন্দানারা। ভারতীয় নারী ক্রিকেটের ইতিহাসে এটা সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড। শুধু তাই নয়, স্মৃতি মন্দানা নিজেও রেকর্ড গড়লেন। ওয়ানডে ক্রিকেটে ভারতীয় নারীদের মধ্যে দ্রুততম শতরান করলেন তিনি। ৭০ বলে ৯টি বাউন্ডারি ও চার ছক্কায় সেঞ্চুরির মাইলফলকে পৌঁছান তিনি। আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে আগের ম্যাচে ৩৭০ রান করেছিল ভারত। ওটাই ছিল এই ম্যাচের আগে ভারতের রেকর্ড। এবার নিজেদের রেকর্ড ভেঙে দিল তারা। তবে, নারী ওয়ানডে ক্রিকেটে সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড নিউজিল্যান্ডের দখলে।

আবারও জয়হীন থেকে মাঠ ছাড়লো ম্যানসিটি

স্পোর্টস ডেস্ক : হারের বৃত্তে ভেঙে জয়ে ফিরেছিল ম্যানচেস্টার সিটি। সব ধরনের প্রতিযোগিতায় টানা ৩ ম্যাচে জয় পেয়েছিল পেপ গার্দিওলার দল। কিন্তু গত মঙ্গলবার রাতে আবারও হতাশাজনক পারফর্ম করেছে সিটি। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে ব্রেন্টফোর্টের বিপক্ষে ২-০ তে এগিয়ে গিয়েও শেষ পর্যন্ত জয়হীন থাকতে হয়েছে গার্দিওলার দলকে। ২-২ গোলে ড্র করে ব্রেনফোর্ট থেকে ম্যানচেস্টারে ফেরত এসেছে সিটি। গেল বছরের নভেম্বর ও ডিসেম্বর লিগে টানা ৬ ম্যাচ হেরেছিল সিটি। এরপর ২৬ ডিসেম্বর এভারটনের বিপক্ষে ১-১ গোলে ড্র করে তারা। তিন দিন পর লেস্টার সিটির বিপক্ষে ২-০ ব্যবধানে জেতে গার্দিওলার শিষ্যরা। লিগের পরবর্তী ম্যাচে ওয়েস্টহ্যাম ইউনাইটেডকে ৪-১ এ উড়িয়ে দিয়েছিল বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা। ম্যানসিটির ফর্মে ফেরাটা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। গত মঙ্গলবার জোড়া গোল করে সিটিকে ২-০ তে এগিয়ে দিয়েছিলেন ফিল ফোডেন। ম্যাচের ৬৬ ও ৭৮ মিনিটে গোল করেন ইংলিশ মিডফিল্ডার। এরপরই এলোমেলো হয়ে পড়ে সিটির রক্ষণভাগ। হতশ্রী রক্ষণে ১০ মিনিটের ব্যবধানে ২ গোল হজম করে বসে তারা। স্বাগতিক ব্রেনফোর্টের হয়ে প্রথম গোল করেন ইয়ানে উইসা (৮২ মিনিটে)। ৯২ মিনিটে দ্বিতীয় গোল করেন ক্রিস্টিয়ান নরগার্ড। বাকি সময়ে ম্যাচের ভাগ্য নিজের অনুকূলে আনতে পারেনি সিটি। ম্যাচ শেষে ফোডেন বলেন, 'শেষ ২০ মিনিটে আমাদের ক্লান্ত দেখাচ্ছিলো। আমরা খোলসে ঢুকে পড়েছিলাম। তারা বক্সে লম্বা পাস দিয়েছিলো। আমরা শেষ পর্যন্ত শক্তিশালী মোকাবিলা গড়ে তুলতে পারিনি।' ব্রেনফোর্টের গোলদাতা নরগার্ড বলেন, 'জানি না, আমরা কীভাবে এটি করেছি। আমরা খেলায় রয়েছি। যদিও আমরা ২-০ তে পিছিয়ে ছিলাম। সেখানে ঝুলে ছিলাম... এবং আমরা যেভাবে খেলায় ফিরে আসতে পেরেছি তাতে আমি গর্বিত।' ২১ ম্যাচে ৩৫ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের ষষ্ঠ স্থানে আছে সিটি। ১২ পয়েন্ট বেশি নিয়ে টেবিলের নেতৃত্ব দিচ্ছে এক ম্যাচ কম খেলা লিভারপুল। ২১ ম্যাচে ২৮ পয়েন্ট নিয়ে ১০তম স্থানে আছে ব্রেনফোর্ট।

ইসলাম

যে কারণে মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব

ধর্ম ডেস্ক : মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত। মানুষের এমন কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা অন্য সব মাখলুকে কখনোই পাওয়া সম্ভব নয়। যেমন:

১. মানবের সৃষ্টিপ্রক্রিয়া সুনিয়ন্ত্রিত ও চমৎকার : মহান আল্লাহপাক মানুষকে সৃষ্টির সর্বোত্তম সেরা পদ্ধতি ও উন্নত প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি করেন। পবিত্র কোরআনে এসেছে, 'আমরা মানুষকে মাটির সারাংশ থেকে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর আমরা তাকে শুক্রবিন্দুরূপে এক সংরক্ষিত আঁধারে (জরায়ুতে) স্থাপন করেছি। এরপর শুক্রবিন্দুকে জমাট রক্তরূপে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর জমাট রক্তকে গোশতপিণ্ডে পরিণত করেছি, এরপর গোশতপিণ্ড থেকে অস্থি সৃষ্টি করেছি, অতঃপর অস্থিকে গোশত দ্বারা আবৃত করেছি, অবশেষে তাকে নতুনরূপে গঠন করেছি।' (সুরা মুমিনুন, আয়াত :১২-১৪)। তিনি আরো বলেন, 'এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত, অতঃপর আমরা একে গঠন করেছি পরিমিতভাবে, আমরা কত সুনিপুণ স্রষ্টা।' (সুরা মুরসালাত, আয়াত :২২-২৩)। ২. আল্লাহর হাতেই মানবের সৃষ্টি : পৃথিবীর সব মাখলুক আল্লাহপাকের সৃষ্টি। তিনি কোনো কিছু সৃষ্টির ইচ্ছে করলে বলতেন 'কুন' হয়ে যাও! তৎক্ষণাৎ তা হয়ে যেত। সব সৃষ্টিকে তিনি 'কুন' প্রয়োগে সৃষ্টি করেছেন, কেবল মানুষকে তিনি নিজ হাতে বিশেষ প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি করেন। এ প্রসঙ্গে কোরআনে এসেছে, 'আল্লাহ তাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন।' (সুরা সোয়াদ, আয়াত :৭৫)।

৩. আল্লাহই মানবদেহে 'রুহ্' ফুঁকে দেন : রুহ্ বা আত্মা মহান আল্লাহপাকের নিয়ন্ত্রণাধীন। আদম (আ.)কে সৃষ্টির পর আল্লাহপাক তার দেহে নিজেই 'রুহ্' ফুঁকে দিয়েছেন। সব মানুষের দেহে রুহের সঞ্চার তিনিই করেন। এ প্রসঙ্গে কোরআনে এসেছে, 'অতঃপর তিনি তাকে সুষম করেন এবং তাতে রুহ সঞ্চার করেন।' (সুরা সাজদাহ, আয়াত :৯)। ৪. সুনিপুণ ও চমৎকার দেহাবয়ব : দৈহিক সৌন্দর্য, মায়াবী মুখাবয়ব, অকল্পনীয় যোগ্যতা ও দক্ষতা, অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা কেবল মানবজাতিকে তিনি দান করেছেন। পবিত্র কোরআনে আল্লাহপাক ইরশাদ করেন, 'অবশ্যই আমি সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম অবয়বে।' (সুরা ত্বিন, আয়াত :৪)। ৫. বিশ্বময় মানবজাতির বিস্তার : পৃথিবীর সর্বত্রই সব মাখলুকের বিচরণ নেই। কিছু স্থলে, কিছু জলে, কিছু জমিনে, কিছু আকাশে, কিছু দৃশ্যপটে, কিছু আগোচরে। কেবল মানবজাতির বিচরণ পৃথিবীর সর্বত্রই। পবিত্র কোরআনে আল্লাহপাক বলেন, 'হে মানবমণ্ডলী! আমি তোমাদের এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। আর তোমাদের বিভিন্ন বংশ ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যেন তোমরা পরস্পর পরিচিতি লাভ করতে পারো।' (সুরা হুজুরাত, আয়াত :১৩)।

রাগ নিয়ন্ত্রণের সর্বোত্তম উপায়

ধর্ম ডেস্ক : হজরত ওসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাগ নিয়ন্ত্রণের সর্বোত্তম চিকিৎসা হলো চুপ হয়ে যাওয়া। এটি রাগ নিয়ন্ত্রণের সর্বোত্তম আমলগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি। এ ছাড়াও রাগ নিয়ন্ত্রণের অনেক উপায় আছে। কী সেই সব উপায়? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'সে প্রকৃত বীর নয়, যে কাউকে কুস্তিতে হারিয়ে দেয়; বরং সে-ই প্রকৃত বীর, যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়।' (বুখারি) মানুষের রাগ থাকবে এটাই স্বাভাবিক। এ রাগ দমন করা অনেক কঠিন কাজ। কিন্তু রাগ যখন সব কিছু ধ্বংসের মূল কারণ হয়ে দাঁড়ায় তখনই একটি জীবন ধ্বংস হয়ে যায়। রাগের কারণে অন্যের ক্ষতি করা হয়। রাগ ও ঝগড়া থেমে গেলে বোঝা যায় রাগের কারণে কতটা ক্ষতি হয়ে গেছে। রাগ যেহেতু দমন করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। আর যে ব্যক্তি তা করতে সক্ষম হবে সেই দুনিয়া ও আখেরাতে সফলকাম। রাগ দমনকারীদের প্রশংসায় আল্লাহ বলেন- 'যারা নিজেদের রাগকে সংবরণ করে আর মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে, (তারাই মহসিন বা সৎকর্মশীল) বস্তুতঃ আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরই ভালোবাসেন। (সুরা ইমরান : আয়াত ১৩৪), রাগ নিয়ন্ত্রণ করার উপায়, কোরআন এবং হাদিস আলোকে কিছু দোয়া এবং উপায় প্রয়োগে রাগ নিয়ন্ত্রণ হয়। তাহলো- ১. তাআউজ পড়া, 'শয়তানের কলা-কৌশল দূর করার জন্য সবচেয়ে ধারালো তরবারী হলো তাআউহ পড়া।

যে আমল খুলে দিবে সম্ভাবনার দুয়ার

ধর্ম ডেস্ক : আসতাগফিরুল্লাহ। অবিরত পড়তে থাকা একটি আমল। এটি খুলে দেবে সম্ভাবনার দুয়ার। তাইতো যে কোনো হতাশার সময় ইসতেগফারকে আবশ্যক করে নেওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ইসতেগফার অপার সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দেয়। এটি মানুষের জীবনের বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই প্রমাণিত একটি আমল। কোরআনুল কারিমের অনেক আয়াতে ইসতেগফার করার নির্দেশ এসেছে। হজরত নুহ আলাইহি সালামকে ইসতেগফারের নির্দেশ দিয়ে অপার সম্ভাবনাময় সব ফজিরত বর্ণনা করেন। আল্লাহ তাআলা বলেন- 'সুতরাং বলেছি, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে ইসতেগফার তথা ক্ষমা প্রার্থনা কর; নিশ্চয়ই তিনি মহাক্ষমাশীল। (ইসতেগফার করলে) তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত করবেন। তিনি তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা সমৃদ্ধ করবেন এবং তোমাদের জন্য স্থাপন করবেন জান্নাত তথা বহু বাগান ও প্রবাহিত করবেন নদ-নদী। (সুরা নুহ : আয়াত ১০-১২), সুতরাং সম্ভাবনার দুয়ার খুলতে, হতাশা কাটাতে বেশি বেশি পড়ুন- উচ্চারণ : 'আস্তাগফিরুল্লাহ।' অর্থ : আমি আল্লাহর ক্ষমা প্রার্থনা করছি। নিয়ম : প্রতি ওয়াক্ত ফরজ নামাজের সালাম ফেরানোর পর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ইসতেগফারটি ৩ বার পড়তেন᪵ (মিশকাত) উচ্চারণ : 'আস্তাগফিরুল্লাহা ওয়া আতুবু ইলাইহি।' অর্থ : আমি আল্লাহর ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাঁর দিকেই ফিরে আসছি। নিয়ম : এ ইসতেগফারটি প্রতিদিন ৭০/১০০ বার পড়া। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিদিন ৭০ বারের অধিক তাওবাহ ও ইসতেগফার করতেন। (বুখারি), উচ্চারণ ঃরাব্বিগ্ ফিরলি ওয়া তুব আলাইয়্যা ইন্নাকা (আংতাত) তাওয়্যাবুর রাহিম। অর্থ : হে আমার প্রভু! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার তাওবাহ কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি মহান তাওবা কবুলকারী করুণাময়। নিয়ম : রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে বসে এক বৈঠকেই এই দোয়া ১০০ বার পড়েছেন᪵ (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, তিরমিজি, মিশকাত), উচ্চারণ : ঃআস্?তাগফিরুল্লা হাল্লাজি লা ইলাহা ইল্লা হুওয়াল হাইয়্যুল কইয়্যুমু ওয়া আতুবু ইলায়হি। অর্থ ঃআমি ওই আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই, যিনি ছাড়া প্রকৃতপক্ষে কোনো মাবুদ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী এবং তাঁর কাছেই (তাওবাহ করে) ফিরে আসি।

যে কারণে মানুষের রিজিকে সংকট সৃষ্টি হয়

ধর্ম ডেস্ক : আল্লাহতায়ালা সৃষ্টি জগতের মালিক। সৃষ্টির রিজিকের ব্যবস্থাও তিনি করেন। অনেকের অভিযোগ, উপার্জন ভালো করার পরেও অভাব দূর হয় না। এ ক্ষেত্রে সৃষ্টিকর্তার নির্দেশ মতো না চলাই মূল কারণ। আল্লাহ মানুষের আমলের ওপর রিজিকের হ্রাস-বৃদ্ধি করে দেন। ইসলামের বিধানের আলোকে রিজিকের সংকট সৃষ্টির কারণগুলো নিম্নে তুলে ধরা হলো- প্রাপ্ত রিজিক ও তাকদিরের ওপর সন্তুষ্ট না থাকা

মানুষের জন্য আল্লাহ রিজিক বণ্টন করেন। আল্লাহর রিজিকের ওপর মানুষ সন্তুষ্ট থাকলে তার রিজিকে বরকত হয়। আর ওই রিজিকের ওপর সন্তুষ্ট না থাকলে জীবিকার বরকত কমে যায়। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'আল্লাহ বান্দাকে দেওয়া জিনিসের মাধ্যমে পরীক্ষা করে থাকেন। যা তার জন্য নির্ধারণ তাতে যদি সে সন্তুষ্ট থাকে তবে আল্লাহ বরকত দান করেন এবং তা আরও বৃদ্ধি করে দেন। যদি সে অসন্তুষ্ট হয় তাহলে বরকত তুলে নেন। (মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ২০২৭৯), ভোরে ঘুম থেকে না ওঠা, ভোরে ঘুমালে অকল্যাণ হয়। এটি শয়তানের কাজে সহযোগিতার করার মাধ্যম। হজরত সাখর আল গামিদি (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, হে আল্লাহ! আপনি আমার উম্মাতকে ভোরের বরকত দান করুন। রাসূলুল্লাহ (সা.) কোনো বাহিনীকে কোথাও পাঠালে দিনের প্রথমভাগেই পাঠাতেন। (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস ২৬০৬), সুদের লেনদেন করা, আল্লাহ সুদকে নিঃশেষ করেন ও সদকায় প্রবৃদ্ধি দান করেন। (সূরা বাকারা, আয়াত ২৭৬)। সুদের রয়েছে অভ্যন্তরীণ ও আধ্যাত্মিক ক্ষতি। সদকায় রয়েছে বরকত। মানুষ সম্পদ বৃদ্ধির জন্য সুদ গ্রহণ করে। অথচ সুদের আদান-প্রদানে জীবিকায় বরকত চলে যায়। জাকাত না দেওয়া, সম্পদের হক হচ্ছে জাকাত। জাকাত আদায় না করায় ইহকালীন ও পরকালীন আজাব-গজব আপতিত হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, কোনো জাঁতি যখন জাকাত আদায় বন্ধ করে আল্লাহ তখন আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ বন্ধ করে দেন। ইবনে মাজাহর এক হাদিসে বলা হয়েছে, যদি ভূপৃষ্ঠে চতুষ্পদ জন্তু ও নির্বাক প্রাণী না থাকত তাহলে আর কখনও বৃষ্টিপাত হতো না। অপচয় করা, রিজিকের সংকীর্ণতার আরও একটি কারণ হচ্ছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত খরচ করা।

হতাশা থেকে মুক্তি পেতে কার্যকর ৫ আমল

ধর্ম ডেস্ক : জীবনে হতাশা কিংবা মানসিক চাপ অনুভব করা নতুন কিছু নয়। বিপদ-আপদ, চাপ কিংবা না পাওয়ার বেদনা যত বেশিই হোক না কেন, কোনো অবস্থায়ই হতাশ হওয়া ঈমানদারের কাজ নয়। বরং সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর ওপর আস্থা রাখাই সুস্থ থাকার উপায় এবং বুদ্ধিমানের কাজ। বিপদ-আপদ, হতাশা, রোগ-শোক সবই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার জন্য পরীক্ষা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করব ভয় ও ক্ষুধা এবং জান-মাল ও ফসলের ক্ষতি দিয়ে। আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও, যাদের ওপর কোনো বিপদ এলে বলে 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন'- নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর আর অবশ্যই আমরা তার কাছেই ফিরে যাব' (সুরা বাকারাঃ আয়াত ১৫৫-১৫৬)। হতাশা কিংবা মানসিক চাপ বেড়ে গেলে যেসব আমল করা জরুরি- কুরআন তেলাওয়াত করা, হতাশা ও মানসিক চাপ কমাতে কুরআন তেলাওয়াতের বিকল্প নেই। মহান আল্লাহর মধুর বাণী কুরআন তেলাওয়াত মানুষের মনকে প্রফুল্ল করে। কেননা কুরআন তেলাওয়াত মানুষের অন্তরের প্রফুল্লতার অন্যতম উৎস।

যে দুই কারণে দোয়া কবুল হয় না

ধর্ম ডেস্ক : দোয়া অত্যন্ত ফজিলতপূর্ণ ইবাদত। সর্বাবস্থায় যারা মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করে, আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন। আল্লাহ আমাদের প্রতিটি দোয়াই কবুল করেন। কিছু দোয়ার ফলাফল তাড়াতাড়ি দেন, কিছু দোয়ার ফলাফল আখিরাতের জন্য জমা রেখে দেন। পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ বলেছেন, 'তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব।' (সুরা : গাফির, আয়াত : ৬০) অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, 'আর যখন আমার বান্দাগণ তোমাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে, আমি তো নিশ্চয় নিকটবর্তী। আমি আহবানকারীর ডাকে সাড়া দিই, যখন সে আমাকে ডাকে। সুতরাং তারা যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার প্রতি ইমান আনে। আশা করা যায় তারা সঠিক পথে চলবে।' (সুরা : বাকারা, আয়াত : ১৮৬) আয়াতগুলো দ্বারা বোঝা যায়, বান্দা সঠিক পদ্ধতিতে আল্লাহর কাছে দোয়া করলে আল্লাহ তা কবুল করেন। তবে কখনো দোয়ার ফলাফল তাৎক্ষণিক পাওয়া যায়। এতেও মানুষের বহু কল্যাণ নিহিত থাকে। নিম্নে এমন দুটি কারণ তুলে ধরা হলো, যে কারণে সাধারণত মানুষের দোয়া তাৎক্ষণিক কবুল হয় না। আরো উত্তম কিছু দেবেন বলে : কখনো কখনো দোয়ার ফলাফল দুনিয়াতে দৃশ্যমান হয় না। তবে এর বিনিময়ে মহান আল্লাহ মানুষকে আরো বহু গুণ উত্তম প্রতিদান দেন। সে দোয়ার মধ্যে যা চেয়েছিল, তা হয়তো তাকে সাময়িক কষ্ট থেকে রক্ষা করত; কিন্তু মহান আল্লাহ তাকে সাময়িক সুখটুকু না দিয়ে স্থায়ী সুখের ব্যবস্থা করে দেন। আতা ইবনে আবু রাবাহ (রা.) বলেন, ইবনে আব্বাস (রা.) আমাকে বলেন, আমি কি তোমাকে একজন জান্নাতি নারী দেখাব না? আমি বললাম, অবশ্যই। তখন তিনি বলেন, এই কালো রঙের নারী, সে নবী (সা.)-এর কাছে এসেছিল। তারপর সে বলল, আমি মৃগী রোগে আক্রান্ত হই এবং এ অবস্থায় আমার লজ্জাস্থান খুলে যায়। সুতরাং আপনি আমার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করুন। নবী (সা.) বলেন, তুমি যদি চাও ধৈর্যধারণ করতে পারো। তোমার জন্য আছে জান্নাত। আর তুমি যদি চাও, তাহলে আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করি, যেন তোমাকে আরোগ্য করেন।